CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

२३

आम्नाय–ग्रन्थालय,
भरतनिधि, करौंदी
वाराणसी-5

आम्नाय–ग्रन्थालय,
भरतनिधि, करौंदी
वाराणसी-5

लय
गसी-५

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

chiefly based on mm Swami Madhusudan Saraswatipādas' Bhakti-Rasāyana

This treatise is a refutation of Abhinava-Gupta's treatment of Śānta-Rasa as the greatest of all Rasas based of Kasmerian School of Śaivites Dhvani-alaṁkāra

आम्नाय-ग्रन्थालय,
भरतमिश्र, करौंदी
वाराणसी-5

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

आम्नाय-ग्रन्थालय,
भरतनिधि, भदैनी
वाराणसी-5

ভক্তিরস

শ্রীবিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
এম্, এ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আম্নায়-গ্রন্থাগার,
[illegible], কাশী
বারাণসী-5

ভ[illegible]রস

ঘনপ্রণয়নির্ঝরপ্রসরল[illegible]ত্তম নো-
ত্রুদম্ভ পরিবাহিত[illegible]সুসরন্তিরস্ত্রৈঃ প্লুতম্।
স্ফুরত্তনুরুহাঙ্কু[illegible]রন্বকদম্বজ়ন্তশ্রিয়ং
ব্রজত্তদনিশং [illegible] ব্রজনবীনযূনোর্যুগম্।

(স্তবমালা)

শ্রীবি[illegible]প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়
এম্, এ

(মূল্য ৩৲ টাকা)

[illegible] লাইব্রেরী
পুস্তক [illegible]
২১১, [illegible] স্ট্রীট,
(কলেজ [illegible])

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রকাশক—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৯ নলিন সরকার ষ্ট্রীট
"আবাস"
কলিকাতা—৪

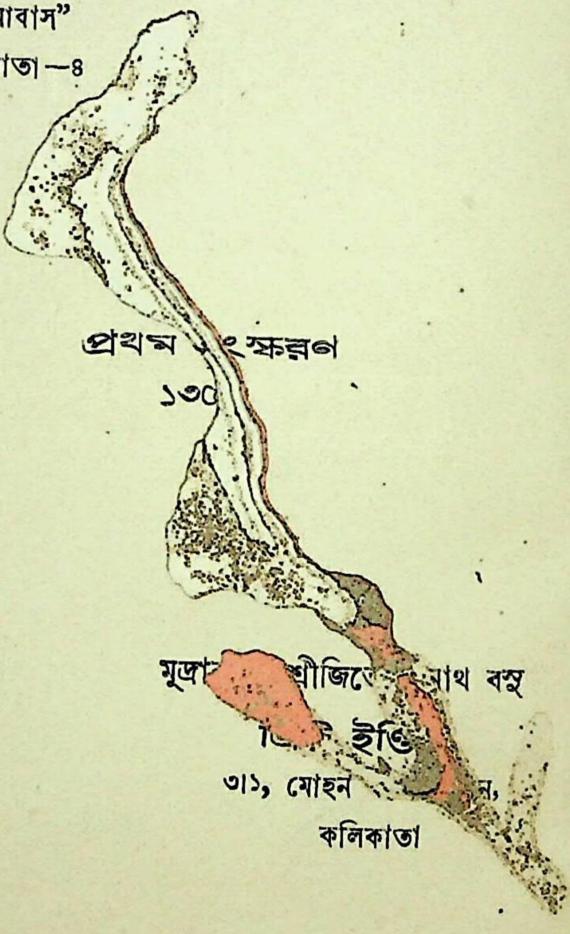

প্রথম সংস্করণ
১৩৫[illegible]

মুদ্রা[illegible] শ্রীজিতে[illegible]নাথ বসু
[illegible] ইণ্ডি[illegible]
৩।১, মোহন [illegible]ন,
কলিকাতা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উৎসর্গ পত্র

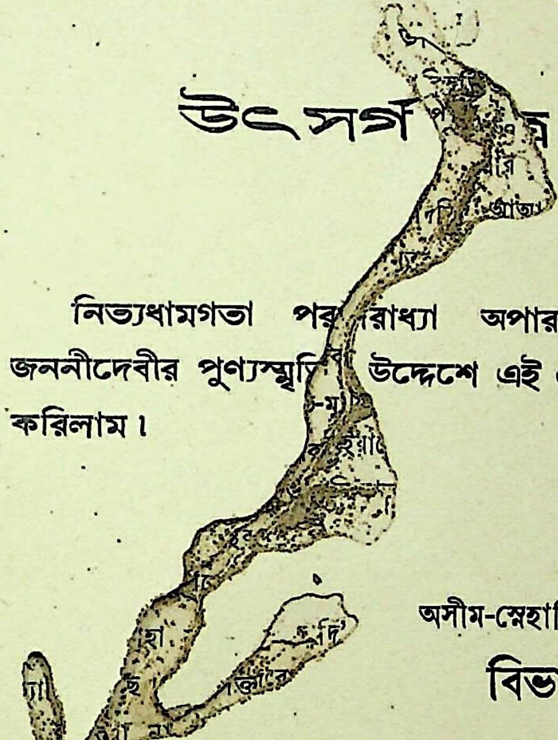

নিত্যধামগতা পরমারাধ্যা অপার স্নেহময়ী জননীদেবীর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।

অসীম-স্নেহাভিষিক্ত

বিভাস

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভূমিকা

ভারতবর্ষ পত্রিকার দুই সংখ্যায় ভক্তিরস প্রবন্ধের অতি অল্পাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন উহা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া মুদ্রিত হইল। আবহমানকাল হইতে বেদ ও বেদানুগত বিভিন্ন শাস্ত্রপ্রস্থানে ভক্তির আলোচনা দৃষ্ট হয় কিন্তু ভক্তিরসসম্বন্ধে গবেষণা বিরলপ্রচার। শ্রীভাগবতের আরম্ভে মহর্ষি আত্মা ভগবান শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভাগবতরসসম্বন্ধে আভাস প্রদান করিয়াছেন। যথা—

পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥ ১।৩

হে রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ ও যাঁহারা ভগবানের লীলাস্মরণে চতুর তাদৃশ ভাবুকগণ, মোক্ষদশায় হইয়াও ভক্তিরস নিরন্তর পান করুন। অতিপ্রাচীন আলংকারিক ও রসিক সুদেবের নাম শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ও শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী প্রীতি-সন্দর্ভে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীবোপদেব ও হেমাদ্রি মুক্তাফল ও কৈবল্যদীপিকা টীকায় ভক্তিরসসম্বন্ধে বিশেষ বিচার করিয়াছেন। শ্রীশ্যামকৌমুদীতে ভক্তিরস ও উহার টীকায় অনন্তদেব ভক্তিরসের বিচার করিয়াছেন। শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী ভাগবতের 'মল্লানা-মশনিঃ' এই শ্লোকের টীকায় ভগবানকে নিখিলরসকদম্বমূর্ত্তিরূপে অভিহিত করিয়া ভক্তিরস স্বীকার করিয়াছেন। ভক্তিরসায়নে শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী ভক্তিরসের বিচারে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কলিযুগপাবনাবতার ভগবান শ্রীচৈতন্যচরণানুচর গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীরূপ, সনাতন, শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুগণ যেরূপ ভক্তিরসসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তাহা বিশ্বসাহিত্যে অনুপম ও অভূতপূর্ব্ব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি ও প্রীতিসন্দর্ভে যেরূপ ভক্তিরসসম্বন্ধে সারগর্ভ ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পরিলক্ষিত হয় তাহা সম্পূর্ণ অভিনব। তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে যে সাগরসদৃশ বিশাল, গম্ভীর ও বহুধা বিসারী রসবিচার দৃষ্ট হয় তাহারই কণিকামাত্র এই প্রবন্ধে প্রকাশ করিতে আমি চেষ্টা করিয়াছি। নিখিল বেদের তাৎপর্য্য যে ভক্তিযোগে তাহা শ্রীমৎ হেমাদ্রি কৈ[illegible]্যদীপিকা টীকায় স্পষ্টই বলিয়াছেন। শ্রীমন্মধুসূদন সরস্ব[illegible]ল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ও বিশেষতঃ গীতার পরিসমাপ্তি যে ঈশ্বর[illegible]হতে তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী সর্ব্বসম্বা[illegible]তে (ভগবৎ সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায়) শ্রীভগবানেই সকল শাস্ত্রের সমন্বয় [illegible]খাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভেও গীতাশাস্ত্রের তাৎপর্য্য-নিরূপণপ্রসঙ্গে তি[illegible] বলিয়াছেন যে, গীতার উপক্রম (অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং ২।১১) [illegible] সংহার (মা শুচঃ, ১৮।৬৬) পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় [illegible]র তাৎপর্য্য ভগবানের শরণাপত্তিলক্ষণ ভক্তিযোগে। কারণ, পূর্ব্বোক্ত [illegible] বাক্যের অভিপ্রায় একরূপ। সর্ব্বগুহ্যতম উপদেশও যে শ্রীনন্দ[illegible]র উপাসনায় পরিসমাপ্ত তাহাও সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশিত [illegible]ছে।

কারণের সহিত কার্য্যের, শক্তিমানের [illegible] শক্তি[illegible] জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদাভেদ সম্বন্ধ ক্রমসন্দর্ভে ও ষট্[illegible]র্ভে [illegible]পাদিত হইয়াছে। এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য ব্যাপার, কারণ উহা [illegible] অতীত। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী সর্ব্বসম্বাদিনীতে (পরমাত্মসন্দ[illegible] অনুব্যাখ্যায়) অচিন্ত্যভেদাভেদবাদই স্বীকার করিয়াছেন। এ বিষয় যাঁহারা বেদান্তশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট সুবিদিত। শ্রীনিম্বার্কস্বামী ভেদাভেদবাদ স্থাপন করিয়াছেন — ইহার সহিত অনেকাংশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের ঐক্য আছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যোগদর্শনের ১।২৪ সূত্রের বার্ত্তিকে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন,

'ভেদাভেদে চাস্মন্মতপ্রবেশাৎ, অস্মাভিরপি চসামান্যরূপেণাভেদো বৈধর্ম্ম্যলক্ষণভেদনিরাসায়েষ্যতে বিশেষতস্তু ভেদ ইতি। তথা চোক্তং কপিলাচার্য্যৈঃ 'ন অদ্বৈতশ্রুতিবিরোধো জাতিপরত্বা'দিতি।' (১।১৫৪)

অর্থাৎ ভেদাভেদবাদেই আমাদের সম্মতি। আমরাও আত্মাসকলের একরূপতা বা সকল আত্মাই যে স্বরূপে সমান তাহা স্বীকার করি; কিন্তু একটীই যে আত্মা তাহা নহে। ... দের মধ্যে কোন জাতি-গত বিরুদ্ধ ধর্ম্ম নাই; কিন্তু এক ... আত্মা বিশেষ বা ভিন্ন। ব্যক্তিগত ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য।

মহামনীষী প্রাচীন ন্যায়াচা... উদয়নও তদীয় আত্মতত্ত্ববিবেকনামক গ্রন্থের শেষে এ বিষয় প্রতিপাদন করিয়াছেন। উপাসনার সময় সাধকের চিত্তে ক্রমসোপা... যে পরতত্ত্বের প্রকাশ হয় তাহা শ্রুতিবাক্যদ্বারা তিনি ... হইয়াছেন। প্রথমে সাধকের চিত্তে অতিস্থূল বাহ্য বিষয় ... প্রতিভাত হয়, তাহার পর সাধনার ক্রমানুসারে আ... স্বরূপ উপলব্ধি হয়। অদ্বৈতমতানুসারে শুদ্ধ কেবল ... রি স্ফূর্ত্তির পরেও এইরূপ লিখিত আছে, 'তদ্ধানাথং নাদ্বৈতং ন্যাহা... দ্বৈত... ' । তখন অদ্বৈত বা দ্বৈত অথবা অভেদ ... ভেদ ... ই থাকে... । এই শ্রুতিদ্বারা পূর্ব্ব-কথিত অবস্থাও যে ... প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপে সকল সংস্কারনাশে কেবল ... ও বিকল্পের বিষয়ীভূত হয় না। ইহা প্রতিপাদন করিবার ... ন্যই চরম বেদান্ত বাক্যের উপসংহার। যথা,—

'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন'

যে ব্রহ্মকে সম্পূর্ণভাবে না পাইয়া মনের সহিত বাক্য তাঁহার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিকট হইতে ফিরিয়া আসে সেই ব্রহ্মের স্বরূপভূত আনন্দ বা প্রেম অনুভব করিলে কোন বস্তু হইতে ভয় থাকে না। এইরূপ চিত্তের অবস্থা শ্রুতি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ করেন নাই। কারণ ইহাই মুক্তিনগরের দ্বার স্বরূপ—'সা চাবস্থা ন হেয়া মোক্ষনগরগোপুরায়মাণত্বাৎ।' অতএব অপদ্বার বা অপকৃষ্টদ্বার ত্যাগ করিয়া পুরদ্বার দিয়াই মোক্ষনগরে প্রবেশ করা উচিত।

অতিপ্রাচীন কাশ্মীরবা.. উৎপলাচার্য্য স্পন্দপ্রদীপিকা টীকায় বলেন,

ভক্তিলক্ষ্মীসমৃদ্ধানাং কিমন্যদুপযাচিতম্।

এতয়া বা দরিদ্রাণাং কিমন্যদুপযাচিতম্॥

অর্থাৎ, ভক্তিধনে যাঁহারা ধনী তাঁহাদের কামনার বস্তু কি থাকিতে পারে? আর ভক্তিধনে যাহারা বঞ্চিত, অতএব দীন তাহাদেরও প্রার্থনার কিছুই নাই। এইরূপে ভক্তির মহিমা শাস্ত্রকারগণ বহুভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এই গ্রন্থ মুদ্রণকালে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতপ্রবর পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র মোহন কাব্য সাংখ্যতীর্থ মহাশয় আমাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

বহুযত্নে সংশোধনাদি করিলেও হয়ত এই গ্রন্থে স্থানে স্থানে ভ্রম প্রমাদ পরিলক্ষিত হইবে, অদোষদর্শী সুধীগণ সে ত্রুটী যেন মার্জ্জনা করেন। শ্রীভগবানের ও শ্রীগুরুর কৃপাতেই এই গ্রন্থ কোনরূপে সমাপ্ত হইয়াছে।

৯ই মাঘ, ১৩৫৬,
বসন্তপঞ্চমী।

বিনীত—
শ্রীবিভাসপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আম্নায়-গ্রন্থালয়,
বারাণসী-5

ভক্তিরস

প্রাচীন আলংকারিকগণ ভক্তির রসত্ব স্বীকার করেন নাই. কিন্তু বোপদেবকৃত 'মুক্তাফলের' একাদশ অধ্যায়ে উক্ত আছে যে হাস, শৃঙ্গার, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস, শান্ত, অদ্ভুত ও বীররূপে ভক্তিরসই অনুভূত হয়। যথা, 'ব্যাসাদিভির্বর্ণিতস্য বিষ্ণোর্বিষ্ণুভক্তানাং বা চরিত্রস্য নবরসাত্মকস্য শ্রবণাদিনা জনিতশ্চমৎকারো ভক্তিরসঃ।' (১১।২)

মহাকবি ব্যাস প্রভৃতিদ্বারা বর্ণিত বিষ্ণুর বা বিষ্ণুভক্তগণের (গোপী প্রভৃতির) নবরসাত্মক চরিত্রের শ্রবণ, কীর্ত্তন, দর্শন, স্মরণ ও অভিনয়দ্বারা জনিত চিত্তে যে চমৎকার যে ভাব প্রকাশিত হয়, উহাই ভক্তিরস। উহা সৎসামাজিক বা রসিকগণ আস্বাদন করেন। এখানে বোপদেব স্পষ্টই 'ভক্তিরস' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীপাদ হেমাদ্রি মুক্তাফল গ্রন্থের 'কৈবল্যদীপিকা' টীকা প্রণয়ন করেন। উহাতে ভক্তিরসসম্বন্ধে বিশেষ বিচার দৃষ্ট হয়। ইনি ত্রয়োদশ খৃষ্ট শতাব্দীর লোক। তাঁহা দেবগিরি বা আধুনিক কালের দৌলতাবাদের যাদববংশীয় রাজা মহাদেবের তিনি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনিই বোপদেবদ্বারা মুক্তাফল গ্রন্থ প্রণয়ন করান। মুক্তাফলের শেষে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে,

'হেমাদ্রির্বোপদেবেন মুক্তাফলমচীকরৎ।' (১৯।৫৪)

মুক্তাফল শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রকরণ গ্রন্থ। প্রকরণের লক্ষণ এইরূপ,

'শাস্ত্রৈকদেশসম্বদ্ধং শাস্ত্রকার্যান্তরে স্থিতম্।
আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ॥'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কোন একটী প্রসিদ্ধ শাস্ত্রের বিষয়বিশেষ প্রতিপাদক ও প্রধান শাস্ত্রের যাহা মুখ্য উদ্দেশ্য তাহাই যে গ্রন্থদ্বারা সাধিত হয় তাহাকে পণ্ডিতগণ প্রকরণ বলেন। অর্থাৎ কোন মূলগ্রন্থের বিশিষ্ট অংশ লইয়া সহজে ও সংক্ষেপে প্রতিপাদনার্থ যে গ্রন্থ বিরচিত হয় তাহাই প্রকরণ (monograph)। এখানে মুক্তাফলের উপজীব্য গ্রন্থ শ্রীভাগবত। হেমাদ্রির পাণ্ডিত্যপ্রতিভা সুধীসমাজে অবিদিত নহে। 'চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি' তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। দাক্ষিণাত্যে এই স্মৃতিগ্রন্থের বিশেষ প্রচলন আছে। যাহা হউক, হেমাদ্রির পূর্ব্বে ভক্তিরসসম্বন্ধে বোধহয় কেহ এতাদৃশ গবেষণা করেন নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-প্রবর শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী তদীয় ভাগবতসন্দর্ভের বহুস্থানে মুক্তাফলটীকার উল্লেখ করিয়া প্রমাণরূপে উহা গ্রহণ করিয়াছেন। কৈবল্যদীপিকায় উক্ত আছে, 'ঈশ্বর পরাং প্রকর্ষরেখামাপন্না রসঃ। যদাহুঃ, ভাবা এবাভিসম্পন্নাঃ প্রযান্তি রসতামমীতি। ভক্তিরসানুভবাচ্চ ভক্তঃ। যথা তৃপ্ত্যনুভবাৎ তৃপ্ত ইত্যুচ্যতে।' (১১।২)

সেই ভক্তিই চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়া রস নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ ভক্তি বা ঈশ্বর-রতিরূপ স্থায়ী ভাবই বিভাবাদি সামগ্রীলাভে পুষ্ট হইয়া রসরূপে পরিণত হয়। সেইজন্য বলা হয় ... স্থায়ী ভাব-সকল প্রৌঢ়াবস্থা লাভ করিয়া রসতা প্রাপ্ত হয়। যিনি ভক্তিরস অনুভব করেন তিনি ভক্তশব্দে অভিহিত হন, যেমন, তৃপ্তি ... করে ... বলে লোক বলিয়া থাকে ইনি তৃপ্ত। অতএব হাস্যপ্রভৃতি স্থায়ী ভাব-সকল ভগবানে প্রযুক্ত হইলে ভক্তিরসপদবী প্রাপ্ত হয়, ... শ্রীভাগবতে উক্ত আছে, যে কোন উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশ করিবে। ভক্তিরসের সামগ্রী (কারণসমষ্টি) টীকায় এইরূপে প্রদত্ত আছে— যে কোন উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশই স্থায়ী ভাব, এখানে 'নিবেশয়েৎ'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই বাক্যে কোন বিধি নির্দ্দিষ্ট হইতেছে না, ইহা সম্মতি মাত্র। কাম দ্বেষাদি ভাব মানুষের স্বাভাবিক। যে বিষয়ে মানুষের আদৌ প্রবৃত্তি নাই তাহাতে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বিধি। ভট্টপাদ কুমারিল বলেন, 'বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ'। চরিত্রশ্রবণাদি উদ্দীপন বিভাব অর্থাৎ ইহাদ্বারা স্থায়ী ভাব উদ্দীপিত হয়। বিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্তগণ আলম্বন বিভাব, অর্থাৎ তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই রস সম্ভব হয় বা তাঁহারাই রসের আশ্রয় ও ভগবান্ বিষয়। স্তম্ভাদি অনুভাব বা রসের কার্য্য। ধৃতিপ্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব, উহারা স্থায়ীভাবের অভিমুখে বিশেষভাবে সঞ্চরণ করিয়া উহাকে পুষ্ট করে, কিন্তু সমুদ্রের বক্ষে তরঙ্গের মত উত্থিত হইয়া বিলীন হয়। 'যত্ত্বভিনবগুপ্তহেমচন্দ্রাভ্যামেবং ভক্তাবপি বাচ্যমিত্যুক্তং তদসৎ, রসত্বস্য দর্শিতত্বাৎ। সামগ্রীসত্ত্বেঽপি প্রত্যাখ্যানমরোচকতামাত্রশরণম্।' শ্রীপাদ অভিনবগুপ্তাচার্য্য ভরত-মুনিপ্রণীত নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠাধ্যায়ে শান্তরস বিচারপ্রসঙ্গে অভিনবভারতী টীকায় বলেন, 'এবং ভক্তাবপি বাচ্যমিতি' (৩৪২ পৃঃ বরদা সংস্করণ)। অর্থাৎ আর্দ্রতাস্থায়ী স্নেহকে যে রস বলা হয়, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ স্নেহ রতি ও উৎসাহাদিতে পর্য্যবসিত হয়। এইরূপ ভক্তিকেও যে অভিনবগুপ্ত ও হেমচন্দ্র স্থায়ীভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা সমীচীন নহে, কারণ পূর্ব্বেই ভক্তির রসত্ব স্থাপন করা হইয়াছে। ভক্তিরসের সামগ্রী থাকিলেও যদি উহার রসতা স্বীকার করা না হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সে বিষয়ে অরুচিই একমাত্র কারণ।

প্রাচীন আলংকারিকগণ বলেন যে প্রধানরূপে অভিব্যক্ত সঞ্চারী ভাব, দেব, গুরু, মুনি, নৃপতি প্রভৃতি বিষয়ক রতি, অথবা বিভাবাদি-দ্বারা অপরিপুষ্ট বা মাত্র উদ্বুদ্ধ রত্যাদি স্থায়ীভাব নামে অভিহিত হয়, কিন্তু রসাখ্যা লাভ করে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নবরসাত্মক ভক্তিরস অসর্ব্ববিষয় অর্থাৎ সকল ব্যক্তির পক্ষে গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া যদি ভক্তির রসতা স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে সকল রসেরই উচ্ছেদপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, কোন রসেরই সত্ত্বা থাকে না; কারণ অন্যান্য রসও সহৃদয়-হৃদয়বেদ্য বা অন্যান্য রসের অস্তিত্ব বিষয়ে সহৃদয় বা সামাজিকের অনুভূতিই প্রমাণ। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে সামাজিকের মত বিশুদ্ধচিত্ত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব সে সকল রসের সত্ত্বাও রক্ষিত হয় না। শ্রোত্রীয় জরন্মীমাংসক ও তার্কিক নাট্যমণ্ডপের মধ্যে বিদ্যমান থাকিলেও চমৎকারিতা অনুভব করিতে সমর্থ না হইয়া সাধারণ ব্যক্তির মত অবস্থান করেন। এইরূপ প্রশান্তচিত্ত ব্রহ্মচারিগণ শৃঙ্গার রসাস্বাদে বহিরঙ্গ ও গাঢ় বিষয়াসক্তচিত্ত ব্যক্তিও শান্তরস আস্বাদনে অনভিজ্ঞ। যাহার শোক কখনও অনুভূত হয় নাই সে করুণ রসের উদ্রেককালে পাষাণের মত অবস্থান করে। সেইজন্য যাহার রসবাসনা বা সংস্কার আছে তাহারই রসাস্বাদ সম্ভব, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলেন,

'প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তিবাসনা।
এষ ভক্তিরসাস্বাদস্তস্যৈব হৃদি জায়তে॥'

(দক্ষিণ ১ম লহরী ভ্রঃ)

যাহার পূর্ব্বজন্মের বা ইহজন্মের ভক্তি-সংস্কার বিদ্যমান রহিয়াছে তাহারই হৃদয়ে ভক্তিরসের আস্বাদন উপজাত হয়। অতএব ভক্তিরস দর্শন সারগর্ভবিচারপূর্ণ। সাহিত্যদর্পণেও উক্ত আছে—

'ন জায়তে তদাস্বাদো বিনা রত্যাদিবাসনাম্।'

আধুনিক ও প্রাক্তন রতিপ্রভৃতি বাসনাই রসোদ্বোধের হেতু। মুক্তাফলের সপ্তমাধ্যায়ে (৯৭) শ্লোকব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে হেমাদ্রি বলেন,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'যস্মাদ্ ভক্তাবেব বেদস্য তাৎপর্য্যম্।' ভক্তিতেই নিখিল বেদের তাৎপর্য্য।

প্রাচীন বেদসংহিতায় হয়ত ভক্তিশব্দটী দৃষ্টিগোচর না হইতেও পারে, কিন্তু সেখানে উহার সমবাচী শ্রদ্ধা ও প্রপাপ্রভৃতি শব্দ আছে। বৈদিক প্রার্থনা সকল ভক্তিমূলক। বিশেষতঃ পুরুষসূক্তের মত শ্রদ্ধাসূক্তও আছে। প্রাচীন উপনিষদ শ্বেতাশ্বতর বলেন,

'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥' (৬।২৩)

যাঁহার পরমেশ্বরে পরা ভক্তি আছে, তাঁহার ন্যায় গুরুতে যাহার ভক্তি পূর্ব্বকথিত তত্ত্বসকল সেই মহাত্মার নিকট প্রকাশ পায়। 'শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবেহি' (কৈবল্য উঃ ১।২) শ্রদ্ধা ভক্তি ধ্যানযোগে সেই ঈশ্বরকে জানিও।

এই দুটী প্রাচীন উপনিষদে ভক্তিশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন পরবর্ত্তীকালের উপনিষদ্‌সকলে ভক্তির অনেক কথা পাওয়া যায়।

গোপালোত্তরতাপনী শ্রুতি বলেন, 'বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি' (৭৯) সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভক্তিযোগে বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন ভগবান প্রকাশিত হন।

'ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ভাগবতসন্দর্ভে শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রেমভক্তিই ভগবানকে আকর্ষণ করিয়া সাধকের নিকট আনে, ভক্তিই ভগবানের স্বরূপ প্রকাশ করে, ভগবান ভক্তির বশ। 'ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্যং (গোঃ, তা, পু, ১৫) শ্রীকৃষ্ণভজনই ভক্তি। ইহলোক ও পরলোকের কামনা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে চিত্ত অর্পণ বা তন্ময়তাই ভক্তি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নবরসাত্মক ভক্তিরস অসর্ব্ববিষয় অর্থাৎ সকল ব্যক্তির পক্ষে গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া যদি ভক্তির রসতা স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে সকল রসেরই উচ্ছেদপ্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, কোন রসেরই সত্তা থাকে না; কারণ অন্যান্য রসও সহৃদয়-হৃদয়বেদ্য বা অন্যান্য রসের অস্তিত্ব বিষয়ে সহৃদয় বা সামাজিকের অনুভূতিই প্রমাণ। কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে সামাজিকের মত বিশুদ্ধচিত্ত হওয়া সম্ভব নহে। অতএব সে সকল রসের সত্তাও রক্ষিত হয় না। শ্রোত্রীয় জরন্মীমাংসক ও তার্কিক নাট্যমণ্ডপের মধ্যে বিদ্যমান থাকিলেও চমৎকারিতা অনুভব করিতে সমর্থ না হইয়া সাধারণ ব্যক্তির মত অবস্থান করেন। এইরূপ প্রশান্তচিত্ত ব্রহ্মচারিগণ শৃঙ্গার রসাস্বাদে বহিরঙ্গ ও গাঢ় বিষয়াসক্তচিত্ত ব্যক্তিও শান্তরস আস্বাদনে অনভিজ্ঞ। যাহার শোক কখনও অনুভূত হয় নাই সে করুণ রসের উদ্রেককালে পাষাণের মত অবস্থান করে। সেইজন্য যাহার রসবাসনা বা সংস্কার আছে তাহারই রসাস্বাদ সম্ভব, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী বলেন,

'প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তিবাসনা।
এষ ভক্তিরসাস্বাদস্তস্যৈব হৃদি জায়তে॥'

(দক্ষিণ ১ম লহরী ৮)

যাহার পূর্ব্বজন্মের বা ইহজন্মের ভক্তি-সংস্কার বিদ্যমান আছে তাহারই হৃদয়ে ভক্তিরসের আস্বাদন উপজাত হয়। অতএব ভক্তিরস দর্শন সারগর্ভবিচারপূর্ণ। সাহিত্যদর্পণেও উক্ত আছে—

'ন জায়তে তদাস্বাদো বিনা রত্যাদিবাসনাম্।'

আধুনিক ও প্রাক্তন রতিপ্রভৃতি বাসনাই রসোদ্বোধের হেতু। মুক্তাফলের সপ্তমাধ্যায়ে (৯৭) শ্লোকব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে হেমাদ্রি বলেন,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'যস্মাদ্ ভক্তাবেব বেদস্য তাৎপর্য্যম্।' ভক্তিতেই নিখিল বেদের তাৎপর্য্য।

প্রাচীন বেদসংহিতায় হয়ত ভক্তিশব্দটী দৃষ্টিগোচর না হইতেও পারে, কিন্তু সেখানে উহার সমবাচী শ্রদ্ধা ও প্রপাপ্রভৃতি শব্দ আছে। বৈদিক প্রার্থনা সকল ভক্তিমূলক। বিশেষতঃ পুরুষসূক্তের মত শ্রদ্ধাসূক্তও আছে। প্রাচীন উপনিষদ শ্বেতাশ্বতর বলেন,

'যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥' (৬।২৩)

যাঁহার পরমেশ্বরে পরা ভক্তি আছে, তাঁহার ন্যায় গুরুতে যাহার ভক্তি পূর্ব্বকথিত তত্ত্বসকল সেই মহাত্মার নিকট প্রকাশ পায়। 'শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবেহি' (কৈবল্য উঃ ১।২) শ্রদ্ধা ভক্তি ধ্যানযোগে সেই ঈশ্বরকে জানিও।

এই দুটী প্রাচীন উপনিষদে ভক্তিশব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন পরবর্ত্তীকালের উপনিষদ্‌সকলে ভক্তির অনেক কথা পাওয়া যায়।

গোপালোত্তরতাপনী শ্রুতি বলেন, 'বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি' (৭৯) সচ্চিদানন্দস্বরূপ ভক্তিযোগে বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন ভগবান প্রকাশিত হন।

'ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষঃ' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য ভাগবতসন্দর্ভে শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রেমভক্তিই ভগবানকে আকর্ষণ করিয়া সাধকের নিকট আনে, ভক্তিই ভগবানের স্বরূপ প্রকাশ করে, ভগবান ভক্তির বশ। 'ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্যং (গোঃ, তা, পু, ১৫) শ্রীকৃষ্ণভজনই ভক্তি। ইহলোক ও পরলোকের কামনা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানে চিত্ত অর্পণ বা তন্ময়তাই ভক্তি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্' (কঠ, উঃ ১।২৫) যিনি তাঁহাকে বরণ করেন, সেই সাধক ভগবানকে লাভ করেন। শ্রীপাদ রামানুজ আচার্য্য শ্রীভাষ্যে বলেন, 'প্রিয়তম এব হি বরণীয়ো ভবতি' (১।১।২৩) প্রিয়তম জনই বরণের যোগ্য। ভক্তি দ্বারাই জীব ভগবানের প্রীতিপাত্র হইয়া থাকে।

উপাসনাপর ভক্তিশব্দ নানাভাবে ও নানানামে উপনিষদে ব্যবহৃত হইয়াছে। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ধ্রুবানুস্মৃতি শব্দে ভক্তি অভিহিত হইয়াছে। যথা, 'স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ।' (৭।২৬।২) ধ্রুবানুস্মৃতি বা তৈলধারার মত প্রগাঢ় ধ্যান লাভ করিলে সকল গ্রন্থি বা চিত্তের রাগদ্বেষাদি কষায় বিনষ্ট হয়। এই ভক্তিই বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে প্রজ্ঞা শব্দে কথিত হইয়াছে, যথা, 'বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত' ধীর ব্যক্তি সেই আত্মাকে শাস্ত্র হইতে ও গুরুমুখে জানিয়া তাঁহার ধ্যান করিবে।

ভক্তিবাদী আচার্য্যগণ ভক্তিকে জ্ঞানবিশেষ বলিয়াছেন—যে জ্ঞানে ভগবানের স্বরূপশক্তির লীলাবিলাস-বৈচিত্রী ও অশেষ গুণাবলী অনুভূত হয় তাহাই ভক্তি।

ভগবানকে লাভ করিতে হইলে ভক্তি যে পরম শ্রেষ্ঠ উপায় তাহা বেদাদি নিখিল শাস্ত্র হইতে প্রমাণিত হয়। অতএব ভক্তিতত্ত্ব যে বেদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এই মর্ম্মেই কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীকে বলিয়াছিলেন,

'গৌণ মুখ্যবৃত্তি, কি অন্বয় ব্যতিরেকে
বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে।'
(শ্রীচৈতন্য চঃ মধ্য ২০ পরিচ্ছেদ)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শাণ্ডিল্যসূত্র বলেন, 'সা পরানুরক্তিরীশ্বরে' (শা, সূঃ, ১ম আহ্নিক) ঈশ্বরে পরম অনুরাগই ভক্তি। স্বপ্নেশ্বরাচার্য্য এই সূত্রভাষ্যে বলেন যে ঈশ্বরের স্বরূপ ও মহিমা অবগত হওয়ার পরে তাঁহার প্রতি যে আসক্তি হয় তাহাই ভক্তি। শ্রীনারদসূত্রে উক্ত আছে, 'ওঁ সা তস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা' (১অ ২ সূঃ) ভগবানে পরম প্রেমই ভক্তি। বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে যাজ্ঞবল্ক্য জনকের নিকট প্রিয়বাদ বলিয়াছিলেন। আত্মা নিরুপাধি প্রীতির বিষয়। পুত্রাদি সকল বাহ্যবস্তু হইতে আত্মা প্রিয়তম। আত্মাকে যে প্রিয়জ্ঞানে উপাসনা করে, সে অমৃতত্ব লাভ করে।

তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্রহ্মানন্দবল্লীতে ব্রহ্মকে পক্ষীরূপে কল্পনা করিয়া রূপকের দ্বারা একটী গভীর রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। সেখানে উক্ত আছে 'তস্য প্রিয়মেব শিরঃ' (১।৩২) প্রিয় বা প্রিয় বস্তুর দর্শনজনিত আনন্দই এই আনন্দময়ের শিরঃ বা মস্তকস্থানীয়, কারণ উহাই আনন্দের মধ্যে প্রধান। যাহা হোক্ এখানেও ভঙ্গীক্রমে প্রিয়ত্ব ধর্ম্ম ব্রহ্মে ধ্বনিত হইয়াছে।

এইরূপে শ্রুতি স্মৃতি হইতে বহু বচনদ্বারা ভক্তি প্রতিপাদিত হইতে পারে। তবে শ্রুতিতে ভক্তি নিগূঢ়ভাবে অভিব্যক্ত আছে, কারণ যাহা সাতিশয় গুহ্যতম তাহা সাধারণভাবে প্রকাশিত হইলে উহার গাম্ভীর্য্য তরলিত হইবে। গীতায় সেইজন্য ভক্তিযোগ 'রাজগুহ্য' বা গোপনীয় বিষয়সমূহের মধ্যে পরম গুহ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। 'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা' (১।২৩) এই যোগসূত্রে ভক্তির বিষয় ভগবান্ পতঞ্জলি ইঙ্গিত করিয়াছেন। ব্যাসভাষ্যে প্রণিধানের অর্থ ভক্তিবিশেষ। চন্দ্রিকাটীকার ইহা যে সুখসাধ্য উপায় তাহা উল্লিখিত আছে। তবে এই ভক্তি আরোপসিদ্ধা অর্থাৎ সকল কর্ম্মের ফল ভগবানে অর্পিত হওয়ায় উহার ভক্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে।

বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ে 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ' (৪।১।১) সূত্রে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ধ্যানাপন্না ভক্তির বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, প্রোষিতনাথা বা যে স্ত্রীর প্রিয়জন প্রবাসে গত হইয়াছে সে যেরূপ পতিকে নিরন্তর চিন্তা করে সেইরূপ ধ্যানই ভক্তি। অভিনবগুপ্তাচার্য্য ধ্বন্যালোকের লোচনটীকায় (২২৭ পৃঃ) ভক্তির বিশেষ মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। বিষয়তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখ অথবা লোকোত্তর কাব্য-রসাস্বাদ হইতে উত্থিত সুখ ভক্তিসুখসাগরের কণিকা মাত্র।

'তদানন্দবিপ্রুণ্মাত্রাবভাসো হি রসাস্বাদঃ'; ইহা দ্বারাও ভক্তিরসসাগরে যে সুখ উত্থিত হয় তাহা অনুমেয়।

অদ্বৈতবৈদান্তিকমুকুটমণি বিদ্বদ্বরেণ্য শ্রীপাদ মধুসূদনসরস্বতী দ্বারা ভক্তিরসায়নে ভক্তির রসতা যে ভাবে বিচারিত হইয়াছে তাহাই সংক্ষেপে প্রকাশিত হইতেছে।

ভক্তিরসায়নের প্রথম শ্লোকটী এইরূপ :

নবরসমিলিতং বা কেবলং বা পুমর্থং
পরমমিহ মুকুন্দে ভক্তিযোগং বদন্তি।
নিরুপমসুখসংবিদ্রূপমস্পৃষ্টদুঃখং
তমহমখিলতুষ্ট্যৈ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা ব্যনজ্মি। (১।১)

মুকুন্দের প্রতি যে ভক্তি সেই ভক্তি শৃঙ্গারাদি নবরস যুক্তই হউক বা শুদ্ধ প্রেম রূপেই (দশম রসরূপে) হউক সেই ভক্তিযোগ নিরতিশয় পুরুষপ্রয়োজন-শব্দে অভিহিত হয়। আমি সকলের সন্তোষ বিধানের জন্য দুঃখলেশস্পর্শশূন্য অনুপম চিদানন্দ-স্বরূপ সেই ভক্তিযোগ ব্যাখ্যা করিতেছি।

কর্ম্মযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—এই চারিপ্রকার যোগই শাস্ত্রে পুরুষার্থরূপে প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ভক্তিযোগ যে নিরতিশয় পুরুষার্থ কেন সে বিষয় এই গ্রন্থে সুবিচারিত হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সকল শাস্ত্রের ইহাই সিদ্ধান্ত যে, দুঃখের সহিত অমিশ্রিত বিশুদ্ধ সুখই পুরুষার্থ। 'দুঃখাসম্ভিন্নসুখং হি পরমপুরুষার্থঃ ইতি সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্তঃ। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাশ্চত্বারঃ পুরুষার্থাঃ ইতি প্রসিদ্ধিস্তু 'লাঙ্গলং জীবনং' ইতিবৎ সাধনে ফলত্ববচনাদৌপচারিকী' (১।১) ইত্যাদি। অর্থাৎ কোন কালে দুঃখের সহিত যাহার যোগ নাই বা পরেও হইবে না, তাদৃশ সুখই পরম পুরুষার্থ; ইহাই সকল শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ এই চারিটীর যে পুরুষার্থরূপে প্রসিদ্ধি তাহা গৌণ। যেমন লাঙ্গলই জীবন বলা হইয়া থাকে, অর্থাৎ লাঙ্গলদ্বারা ভূমি কর্ষণপূর্ব্বক শস্য উৎপন্ন হয় ও তাহার দ্বারাই জীবনরক্ষা হয়। এখানে যেরূপ জীবনের উপায়স্বরূপ লাঙ্গলকেই জীবন বলা হয়, সুখলাভের সাধন বলিয়া ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গও সেইরূপ পুরুষার্থ সংজ্ঞা লাভ করে। বস্তুতঃ কিন্তু উহারা সুখলাভের উপায় মাত্র। ভক্তিযোগ নিরুপম সুখানুভূতিস্বরূপ বলিয়া স্বতঃই পুরুষার্থ। ভক্তির স্বরূপ যে হ্লাদিনীসারসমবেত সম্বিৎসার তাহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ বিশেষভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

'সুখং দুঃখাভাবশ্চ দ্বৌ পুরুষার্থৌ ইতি তার্কিকাঃ' অর্থাৎ উদয়নাচার্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ যে সুখ ও দুঃখের অভাব এই উভয়কেই পুরুষার্থ বলিয়া থাকেন তাহাও বিচার-সহ নহে; কারণ, মানুষ সুখ লাভ করিতেই ইচ্ছা করে, তবে যে দুঃখাভাব শাস্ত্রে পুরুষার্থ বলিয়া অভিহিত হয় তাহাও সুখের পরিচারকরূপে অর্থাৎ নিষেধ মুখে সুখের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য। বাপ্য-ব্যাপকভাবেও বিষয়টী বিচার করিলে বুঝা যায় যে, সুখই পুরুষ-প্রয়োজন। যখন সুখ থাকে তখন দুঃখের অভাব এইরূপ ব্যাপ্তি বা ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব কল্পনা সকলের স্বীকার্য্য, কেননা এইরূপ যুক্তিতে কোথাও সুখ ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দুঃখাভাব এই দুয়ের ব্যভিচার বা বিচ্ছেদ নাই। অতএব সুখের সময় দুঃখাভাব যখন অবশ্যম্ভাবী তখন দুঃখাভাবকে যে সুখের পরিচায়ক বলা হইয়াছে তাহা অতি সঙ্গত। কারণ দুঃখাভাব হইতেছে সুখের ব্যাপক। যখন দুঃখাভাব তখন যে সুখ থাকিবেই এরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে না; কারণ তমোময়ী সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে দুঃখের অভাব সত্ত্বেও সুখ থাকে না। অতএব দুঃখাভাব সুখের ব্যাপ্য বলিতে পারা যায় না, এইজন্য সুখ কখনও দুঃখাভাবের পরিচায়ক নহে। তাৎপর্য্য এই যে, নৈয়ায়িকগণ ব্যাপ্যের (যাহা অল্পস্থানে থাকে) স্থিতি দেখিয়া তাহার ব্যাপকের (যাহা অধিকস্থানে থাকে) অস্তিত্ব অনুমান করেন, কিন্তু ব্যাপকের সত্তায় ব্যাপ্যের স্থিতি অনুমান করা যায় না, ইহাতে ভ্রমসম্ভাবনা আছে। যেমন অগ্নির ব্যাপ্য ধূমদর্শনে তদ্ব্যাপক অগ্নির সত্তা অনুমান করা হয় কিন্তু অগ্নির দ্বারা ধূমের অনুমান করিলে ভুল হয়, কারণ তপ্ত লৌহপিণ্ডে অগ্নি থাকিলেও উহাতে ধূম নাই। এইরূপে দেখা যায় সুখই পুরুষার্থ। যদি এরূপ আশঙ্কা করা যায় যে, সকলপ্রকার দুঃখশূন্য দুঃখাভাবরূপ মোক্ষও ত তাহা হইলে পুরুষার্থ হয় না, তাহাতে শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী বলেন, তাদৃশ মোক্ষে জলাঞ্জলি প্রদান কর। বৈদান্তিকগণ কিন্তু পরমানন্দরূপেই মোক্ষকে পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, দুঃখাভাবরূপে নহে। অতএব ভগবদ্ভক্তিযোগ—যাহাতে দুঃখের লেশ মাত্র নাই ও যাহা পরমানন্দস্বরূপ তাহা যে স্বতঃ পুরুষার্থ সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের অন্তর্গত নয় বলিয়া ভক্তি যে পুরুষার্থ নহে, এই রূপ শঙ্কা করা হইয়াছিল, তাহা যুক্তিদ্বারা নিরাকৃত হইল। বিশেষতঃ ধর্ম্মাদি স্বতঃ পুরুষার্থ নয়। উহাদের সকলের মধ্যে যে সুখ অনুগত আছে তাহাকেই পুরুষার্থ জ্ঞান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizaqtion by eGangotri

করা সমীচীন, কারণ ধর্ম্মজনিত সুখ, অর্থজনিত সুখ ইত্যাদি কতগুলি বিশেষণ না দিয়া কেবল বিশেষ্য যে সুখমাত্র তাহাই যখন পুরুষার্থ তখন সমাধিসুখের মত ভক্তিসুখকেও স্বতন্ত্র পুরুষার্থ বলা যাইতে পারে। যদি সমাধিসুখ মোক্ষের সমীপবর্ত্তী বলিয়া মোক্ষের অন্তর্গত হয় কিংবা যোগজধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া ধর্ম্মের অন্তর্গত হয় তাহা হইলে যাহারা চতুর্ব্বর্গের প্রতিই অজ্ঞের মত অত্যন্ত শ্রদ্ধালু তাহাদের বলা যাইতে পারে যে, ভক্তিসুখও ভাগবতধর্ম্ম হইতে সঞ্জাত বলিয়া ধর্ম্মের অন্তর্গত কিংবা ভক্তের সংসার-দশা হইতে মুক্তিলাভ প্রয়োজন বলিয়া ভক্তিযোগ মোক্ষের অন্তর্গত। সেইজন্য পুরুষার্থচতুষ্টয়ের অন্তর্গতরূপেই হউক অথবা স্বতন্ত্ররূপেই হউক ভক্তিযোগ যখন পরমানন্দস্বরূপ তখন উহা যে পরম পুরুষার্থ তাহা সুবিচারিত দার্শনিক সিদ্ধান্ত, এবিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে 'ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিত-কৈতবঃ' (১।১।) এই শ্লোক ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীধরস্বামিপাদও বলেন, 'প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ' অর্থাৎ এই ভাগবতে পরধর্ম্ম কেবল ঈশ্বরারাধন-লক্ষণ বা শুদ্ধ ভক্তিযোগ —যাহা হইতে কালে প্রেম আবির্ভূত হয় তাহাই নিরূপিত হইয়াছে। মোক্ষাভিসন্ধিও 'প্র' শব্দের দ্বারা নিরস্ত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, চতুর্ব্বর্গ হইতে অতিরিক্ত পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমই শ্রীভাগবতের বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয়। এখানেও ভক্তিযোগ স্বতন্ত্র পুরুষার্থরূপেই যে শ্রীধরস্বামিপাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা তদীয় টীকার আলোকে বুঝা যায়। শ্রীভাগবত হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোক ভক্তিরসায়নে ভক্তি-যোগের নিরতিশয় পুরুষার্থতাবিষয়ে প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যৎকর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥ ১১।২০।৩১—৩৩
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম॥ ৩।২৫।৪৪
ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ॥ ২।২।৩৪
যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাং তব পাদপদ্ম-
ধ্যানাদ্ ভবজ্জনকথাশ্রবণেন বা স্যাৎ।
সা ব্রহ্মণি স্বমহিম্ন্যপি নাথ মা ভূৎ
কিন্ত্বন্তকাসিলুলিতাৎ পততাং বিমানাৎ॥ ৪।৯।১০

অর্থাৎ তীব্র ভক্তিযোগদ্বারা আমাতে চিত্ত অর্পণপূর্ব্বক যে স্থির রাখা—এই পর্যন্তই জীবের পরম শ্রেয়ো লাভ। কূটস্থ ভগবান জ্ঞান দৃষ্টিতে তিনবার বেদশাস্ত্র আলোচনা করিয়া তাহাই জীবের কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিলেন, যাহাতে ভগবানে রতি হয়। হে নাথ, তোমার পাদপদ্ম ধ্যান বা তোমার ভক্তকথাপ্রসঙ্গে যে আনন্দ তাহা তোমার স্বীয় মহিমস্বরূপ ব্রহ্মতে নাই। যাহারা যমরাজের অসিদ্বারা ছিন্ন হইয়া স্বর্গসুখভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া পৃথিবীতে পতিত হয় তাহাদের আর কথা কি? এই সকল শ্লোকদ্বারা ভক্তিযোগ যে সকল পুণ্যফলের সাধ্য, নিখিল বেদতাৎপর্য্যের বিষয়ীভূত, এবং নিঃশ্রেয়স ও নির্বৃতি-শব্দদ্বারা উহা যে সাক্ষাৎ পরম পুরুষার্থ তাহা দেখান হইয়াছে।

'অত্র হি সর্ব্বসুকৃতসাধ্যত্বেন, সর্ব্ববেদতাৎপর্য্যবিষয়ত্বেন চ অর্থান্নিঃশ্রেয়সনির্বৃতিশব্দাভ্যাঞ্চ সাক্ষাদেব পুরুষার্থত্বং দর্শিতম্' (ভক্তিরসায়ন)।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গীতাতেও উক্ত আছে,—

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥ (৬।৪৭)

অর্থাৎ, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে তপস্বী, কর্ম্মী ও জ্ঞানী হইতেও যোগী শ্রেষ্ঠ। এই শ্লোকে বলা হইল যে, যাহারা মদ্গতচিত্ত হইয়া আমাকে শ্রদ্ধাসহকারে ভজন করেন তাহারা সকল প্রকার যোগী হইতেও শ্রেষ্ঠ। ইহাদ্বারা ভক্তিযোগ যে শ্রীভগবানকে পাইবার শ্রেষ্ঠতম উপায় তাহা বলা হইল। ভক্তিই সাধন ও ফলস্বরূপ। ভক্তিরসায়নে উক্ত আছে—

'তথাহি, ভজনম্ অন্তঃকরণস্য ভগবদাকারতারূপং ভক্তিঃ ইতি ভাবব্যুৎপত্ত্যা ভক্তিশব্দেন ফলমভিধীয়তে। তস্য চ নিরতিশয়পুমর্থত্বাৎ পূর্ব্বোক্তবাদানাং প্রামাণ্যমব্যাহতম্। তথা ভজ্যতে সেব্যতে ভগবদাকারমন্তঃকরণং ক্রিয়তে অনয়া ইতি করণব্যুৎপত্ত্যা ভক্তিশব্দেন শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনমভিধীয়তে, তস্য চ স্বয়ং পুরুষার্থত্বাভাবাৎ সাধনত্ব-বাদানাং প্রামাণ্যমবিরুদ্ধম্। যথা বিজ্ঞপ্তির্বিজ্ঞানম্ ইতি ভাবব্যুৎপত্ত্যা 'বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম' (বৃঃ আঃ ৩।৯।২৮) ইত্যত্র বিজ্ঞানশব্দো ব্রহ্মণি বর্ত্ততে। 'বিজ্ঞায়তেঽনেন' ইতি করণব্যুৎপত্ত্যা 'বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে' (তৈত্তিঃ উঃ ২।৫।১) ইত্যাদাবন্তঃকরণে বর্ত্ততে, তদ্বৎ। এতচ্চ স্পষ্টীকৃতং প্রবুদ্ধেন—

'স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিম্।
ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুম্॥ (ভাঃ ১১।৩।৩২)

অত্র করণব্যুৎপত্ত্যা প্রথমভক্তিশব্দো ভাগবতধর্ম্মেষু প্রযুক্তঃ দ্বিতীয়স্তু ভাবব্যুৎপত্ত্যা ফলে।'

তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তিশব্দ যখন ভাববাচ্যে নিষ্পন্ন হয় তখন উহা-দ্বারা অন্তঃকরণের ভগবদাকারতা বুঝায়। উহাই সাধ্য বা প্রেম-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লক্ষণা ভক্তি বুঝিতে হইবে। আর যখন করণবাচ্যে ভক্তিশব্দটী নিষ্পন্ন হয়, তখন উহা শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি রূপ সাধনভক্তিকে বুঝায়। যেমন বিজ্ঞান শব্দটী ব্রহ্ম ও অন্তঃকরণ এই উভয়কে বুঝায়। শ্রীভাগবতে যোগেন্দ্র প্রবুদ্ধের বাক্য হইতেও পূর্ব্বোক্ত বাক্য প্রমাণিত হয়। যথা—ভক্তগণ সর্ব্বপাপহর হরিকে স্বয়ং স্মরণ করেন, ও অন্যান্য ব্যক্তিকে স্মরণ করান, এই ভাবে তাঁহারা (সাধন) ভক্তিদ্বারা উপজাত (প্রেম) ভক্তি লাভে পুলকিত শরীর ধারণ করেন। এখানে প্রথম ভক্তিশব্দটী ভাগবতধর্ম্মে ও দ্বিতীয়টী ফলরূপা প্রেম-ভক্তিতে প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রীপাদ মধুসূদনসরস্বতী এই বিষয়টী সুন্দরভাবে বুঝাইবার জন্য এক লৌকিক দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। গুরুর নিকট অক্ষর শিক্ষার নাম অধ্যয়ন। প্রথমে বর্ণপরিচয় করিবার সময় বালকের গুরুর অধীন হইয়া শিক্ষা করিতে হয়। কিন্তু পরে যেরূপ সেই বালক স্বাধীনভাবে অক্ষর পাঠ করে, সেইরূপ ভক্তির সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সেই বালকের প্রাথমিক বর্ণবোধ যেমন সাধন হইয়া থাকে, পরবর্ত্তী কালে অক্ষরপাঠ যেমন তাহারই ফলরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ শাস্ত্রশাসনভয়ে অথবা অনুরাগে যে প্রথম ভক্তির অনুষ্ঠান তাহা সাধন ও তাহাই কালে পরিপক্কদশায় আদর-পূর্ব্বক স্বাভাবিকভাবে অনুষ্ঠিত হইলে ফলীভূতা প্রেমভক্তি নামে কথিত হয়। কিন্তু অধ্যয়নের ফলস্বরূপ অক্ষরশিক্ষার যেমন অক্ষরার্থ-বোধ ও তদনুরূপ অনুষ্ঠানের অপেক্ষা করে, সেইরূপ ভাগবতধর্ম্ম অনুশীলনজাত ভক্তি (প্রেম) যদি অন্য কোন ফলের অপেক্ষা করিত তাহা হইলে প্রেমিক ভক্তের কৃতার্থতা শ্রীভাগবতে প্রকাশিত হইত না। যথা,

> ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচি-
> দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং

ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ॥ (ভাঃ ১১।৩।৩২)

অর্থাৎ অলৌকিক দশাপ্রাপ্ত ভাগবতগণ কখনও রোদন করেন, কখনও হাস্য করেন, কখনও আনন্দ করেন, কখনও বা কথা বলেন, কখনও নৃত্য করেন; কিংবা গান করেন। এইরূপে পরম পুরুষার্থ লাভে কৃতার্থ হইয়া পরমা শান্তি লাভপূর্ব্বক নির্ব্বাক্ হইয়া থাকেন।

এই শ্লোকে 'পরম্ এত্য নিবৃতাঃ' এই বাক্যে ভক্তের কৃতার্থতার কথাই বলা হইয়াছে, কিন্তু ভক্তি যদি ফলরূপা বা সাধ্য না হইত তাহা হইলে এরূপ উক্ত হইত না।

ভক্তিই যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহাও বলা যায় না। কারণ ব্রহ্মবিদ্যা ও ভক্তির মধ্যে স্বরূপ, সাধন, ফল ও অধিকারগত যথেষ্ট ভেদ আছে। ভক্তিতে মন দ্রবীভূত হইয়া ভগবদাকারে আকারিত হয় ও উহা সবিকল্প বৃত্তিরূপ। পক্ষান্তরে ব্রহ্মবিদ্যায় অদ্রুতচিত্তে অদ্বৈত ব্রহ্মমাত্রই স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হন, উহা নির্ব্বিকল্প বৃত্তি অর্থাৎ ভক্তিতে যেরূপ ধ্যাতা, ধ্যেয় প্রভৃতি থাকে, ব্রহ্মবিদ্যায় তাদৃশ ভেদজ্ঞান থাকে না। শ্রীভগবানের গুণগাথাময় গ্রন্থশ্রবণই ভক্তির সাধন কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার সাধন হইতেছে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি বেদান্তের মহাবাক্যবিচার। ভক্তির ফল ভগবানে প্রেমের উৎকর্ষলাভ, ব্রহ্মবিদ্যার ফল সকল অনর্থের মূল অজ্ঞান-নিবৃত্তি। ভক্তিতে প্রাণিমাত্রের অধিকার, ব্রহ্মজ্ঞানে সাধন-চতুষ্টয়-সম্পন্ন পরমহংস পরিব্রাজকের অধিকার। অতএব এ বিচারপ্রসঙ্গ ব্যর্থ নহে। ইহার পূর্ব্বেই ভক্তিরসায়নে বলা হইয়াছে যে, সাধকের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-রূপ কর্ম্মযোগদ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত হইলে তাঁহার সম্মুখে দুই পথ—ভক্তিপথ ও জ্ঞানপথ।

'ততশ্চাদ্রুতচিত্তস্য নির্ব্বেদপূর্ব্বকং তত্ত্বজ্ঞানম্ দ্রুতচিত্তস্য তু ভগবৎ-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কথাশ্রবণাদি-ভাগবতধর্ম্মশ্রদ্ধাপূর্ব্বিকা ভক্তিঃ, ইত্যবধিত্বেন দ্বয়মপ্যুপাত্তম্।' অর্থাৎ তাহার পর যে সাধকের চিত্ত দ্রবীভূত বা ভগবানের ভাবে বিগলিত হয় নাই তাহার পক্ষে বৈরাগ্যসহকারে তত্ত্বজ্ঞানলাভ, আর যাহার চিত্ত দ্রবীভূত হইয়াছে তাহার পক্ষে ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্ত্তনরূপ ভাগবতধর্ম্মে শ্রদ্ধালু হইয়া ভক্তির অনুষ্ঠান। এখানে জ্ঞান ও ভক্তি—দুইটীই কর্ম্মযোগের সীমারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ ততদিনই কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে যতদিন না মনে বৈরাগ্যের উদয় হয় বা ভগবানের কথাশ্রবণে শ্রদ্ধা (শাস্ত্রার্থ-অবধারণ হইতে সুদৃঢ় বিশ্বাস) উদয় হয়। ইহার প্রমাণরূপে শ্রীভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা,

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ (১১।২০।৯)

বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপ কর্ম্মযোগদ্বারা যে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া থাকে সে বিষয়ে শ্রৌতপ্রমাণ এই, 'ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি তস্মাদ্ধর্ম্মং পরমং বদন্তি।' অর্থাৎ ধর্ম্মদ্বারা পাপক্ষয় হয়, সেইজন্য তাহাকে পরম সাধন বলা হয়।

নির্ব্বিন্ন ব্যক্তি যে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী সে বিষয়েও শ্রুতি বলেন, 'নির্ব্বিন্নচিত্তো ব্রাহ্মণং ব্রহ্মিষ্ঠং গুরুমুপাসীত' অর্থাৎ যাঁহার চিত্তে বৈরাগ্য উপজাত হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ গুরুর শরণাগত হইবেন।

এখন অন্য একটী আশঙ্কা হইতেছে। ভক্তি যদি ব্রহ্মবিদ্যা হইতে অতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে স্বর্গাদির মত ভক্তিরও নিরতিশয় পুরুষ-প্রয়োজনীয়তা হয় না। এরূপ শঙ্কার অবসর নাই। কারণ স্বর্গাদি নির্দ্দিষ্ট দেশ কাল শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা ভোগ্য, অতএব স্বর্গসুখ সর্ব্বস্থানে ভোগ করা সম্ভব নহে। বিশেষতঃ স্বর্গের ভোগ ক্ষয়শীল ও পরতন্ত্র (সাধনাধীন), এইরূপ দুইটী দুঃখদ্বারা অনুবিদ্ধ হওয়ায় উহা নিরতিশয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পুরুষার্থ হইতে পারে না। কিন্তু ভক্তিসুখ সকল দেশ কাল শরীর ও ইন্দ্রিয়দ্বারা ভোগ্য, উহাতে পূর্ব্বোক্ত দুঃখদ্বয়ও নাই। অতএব উহা যে নিরতিশয় পুরুষার্থ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেই জন্য মূলগ্রন্থের শ্লোকে 'অস্পৃষ্টদুঃখং' এই শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে। পরিণাম-বিরস স্বর্গের সহিত ভক্তির আদৌ সমতা নাই। ইহাদ্বারা লৌকিক রস হইতে ভক্তিরস যে ভিন্ন তাহা প্রকাশিত হইল। 'এতেন লৌকিক-রসবৈলক্ষণ্যমপি ব্যাখ্যাতম্। তস্যাপি শাস্ত্রাবিহিতত্বেন পাপক্ষয়া-হেতুত্বেনাপত্তৌ দুঃখসংস্পর্শিত্বাৎ, ভক্তেস্তু দৃষ্টাদৃষ্টফলতয়া মহান্ বিশেষো বক্ষ্যতে।' অর্থাৎ লৌকিকরস আস্বাদন সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিধান নাই, উহা মানুষের পাপক্ষয়করও নহে। বিশেষতঃ উহা দুঃখস্পর্শশূন্য নহে। ভক্তির ফল ইহলোকে (আনন্দ) ও পরলোকেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবানের সেবাজনিত পরমানন্দ, এই জন্য ভক্তির বৈশিষ্ট্য পরে বলা হইবে।

এখন পুনর্ব্বার অন্য আশঙ্কার উত্থাপন করা হইয়াছে।

ভক্তি যখন সাধন ও সিদ্ধি উভয় অবস্থায় পুরুষার্থ তখন ভক্তিতে মানুষের কখনও বিরাগ হইবে না—অথচ বৈরাগ্য ভিন্ন মুক্তির আশাও সুদূরপরাহত। তাহা হইলে মুমুক্ষুর জন্য বেদান্তশাস্ত্ররচনাও বৃথা হইয়া পড়ে। তদুত্তরে উক্ত আছে, 'সত্যং, ভক্তিসুখাসক্তান্ প্রতি তস্যা অনারম্ভাৎ, ভজনীয়স্বরূপনির্ণয়ার্থং ভক্তানামপি তদ্বিচারস্যাবশ্যকত্বাচ্চ, ভক্তিসুখাদ্ বৈরাগ্যং ন স্যাদিতি তু ইষ্টমেব, নাপাদিতম্।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে

কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ। (ভাঃ ১।৭।১০)

ইত্যাদিনা জীবন্মুক্তানামপি ভগবদ্ভক্তিপ্রতিপাদনাৎ।' অর্থাৎ হ্যাঁ একথা সত্য, যাঁহারা ভক্তিসুখে আসক্ত তাঁহাদের জন্য বেদান্তশাস্ত্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আরব্ধ হয় নাই। পক্ষান্তরে ভজনীয় ভগবানের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য ভক্তগণের পক্ষেও বেদান্তবিচার আবশ্যক। আর যে ভক্তিসুখে বিরতি হইবে না বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছিল, তাহা আমাদের অভীষ্টই, কারণ জীবন্মুক্তিদশাতেও ভক্তির অনুবৃত্তি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

যাঁহাদের কোন বন্ধন নাই এইরূপ আত্মারাম মুনিগণের ভগবানে অহেতুকী ভক্তি দেখা যায়, কারণ ভগবানের মাধুর্য্যাদি গুণই এতাদৃশ যে, তাঁহারা তাঁহাকে ভজন না করিয়া থাকিতে পারেন না। শ্রীধর স্বামিপাদও ভাগবতের শ্রুত্যধ্যায়ের শ্লোকব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মুক্তগণ যে ভক্তি করেন তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন,

"শ্রুতিশ্চ মুক্তেরপ্যাধিক্যং ভক্তের্দর্শয়তি যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ, ইতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ সর্ব্বজ্ঞৈর্ভাষ্যকৃদ্ভিঃ মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভজন্ত ইতি।" (ভাঃ ১০।৮৭।২১ শ্লোকটীকা)

অর্থাৎ শ্রুতিও মুক্তি হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। নৃসিংহতাপনী শ্রুতি (২।৪) বলেন, সকল দেব (বিষয়িগণ) যে পরমেশ্বরকে ভজন করেন, মুমুক্ষু ও মুক্তগণও তাঁহাকে ভজন করেন।

সর্ব্বজ্ঞ ভগবান শঙ্করাচার্য্য এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় বলেন যে, মুক্তপুরুষগণও স্বেচ্ছায় শরীর গ্রহণপূর্বক ভগবানকে ভজন করেন। এখানে বিগ্রহং কৃত্বা, শব্দে বিদেহমুক্তিই ভঙ্গিক্রমে সূচিত হইয়াছে। কারণ জীবন্মুক্তগণের শরীর বিদ্যমান থাকে, অতএব শরীরগ্রহণ সম্ভব নহে।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ প্রীতিসন্দর্ভে বলেন, 'তাদৃগর্থত্বেনৈব অদ্বৈতবাদগুরুভিরপি সম্মতা শ্রীনৃসিংহতাপনী চ—যং বৈ সর্বে দেবা আনমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ। যথা মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্ত ইতি হি তদ্ভাষ্যম্।' (৩২ অনুচ্ছেদ)। 'যং ইত্যাদি ইত্যত্র শ্রুতাবদ্বৈতবাদগুরবোঽপি' (ভগবৎসন্দর্ভ ৭৯ অনুচ্ছেদ)।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ইহাদ্বারা সর্বজ্ঞ ভাষ্যকার যে অদ্বৈতবাদিগণের গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য-তাহা বুঝা যায়। কেহ কেহ বলেন, নৃসিংহতাপনীর ভাষ্য শ্রীশঙ্করাচার্য কৃত নহে, কারণ তাঁহারা বলেন ঈশ, কেন, কঠ প্রভৃতি দশখানি উপনিষদের ভাষ্যই শ্রীশঙ্করাচার্যকৃত। যাহা হউক শ্রীধরস্বামিপাদ ও শ্রীজীবগোস্বামিপাদ যখন উহা শ্রীশঙ্করকৃত বলিয়া প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন সে বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই। শ্রীমধ্বাচার্য্যধৃত সৌপর্ণশ্রুতিতে আছে, 'সর্বদৈনমুপাসীত যাবন্মুক্তি মুক্তা হ্যেনমুপাসতে'। মুক্তানামপি ভক্তির্হি নিত্যানন্দস্বরূপিণী।' ইহাও মধ্বাচার্য্যকৃত ভারত-তাৎপর্য্যে দৃষ্ট হয়।

'মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ' ব্রহ্মসূত্রও (১।৩।২) এ বিষয়ে প্রমাণ। 'এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে'—এই শ্রুতিও প্রমাণিত আছে। শ্রীভগবান্ মুক্তপুরুষগণেরই প্রাপ্য একথা শ্রুতি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'আ প্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্'। (৪।১।১২) ব্রহ্মসূত্রেও মোক্ষ পর্য্যন্ত ও মোক্ষদশাতেও ভজন শ্রুতি উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামী পূর্বোক্ত ভাগবতের শ্রুত্য-ধ্যায়ের শ্লোকের ব্যাখ্যা সমাপনপূর্বক উহার সার মর্ম্ম একটি কারিকায় বলেন,

ত্বৎকথামৃতপাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদঃ।
কুর্ব্বন্তি কৃতিনঃ কেচিচ্চতুর্ব্বর্গং তৃণোপমম্॥

অর্থাৎ হে ভগবান তোমার কথারূপ অমৃতসাগরে যে সকল সুকৃতিশালী জন মহানন্দে বিহার করেন, তাঁহারা চতুর্ব্বর্গকে (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) তৃণের মত তুচ্ছ জ্ঞান করেন। জ্ঞানের পরাকাষ্ঠাদশায় যোগিগণেরও হৃদয়ে পর বৈরাগ্য উদয় হয়, তখন তাঁহাদের মোক্ষে পর্য্যন্ত স্পৃহা থাকে না। সে বিষয় যোগদর্শনে ভগবান পতঞ্জলি বলিয়াছেন, যথা, 'তৎ পরং পুরুষ-খ্যাতের্গুণবৈতৃষ্ণ্যম্' (১।১৬।)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ পুরুষখ্যাতি বা আত্মজ্ঞান হইলে তাহার পর ত্রিগুণপরিণাম শব্দাদিতে বা গুণত্রয়ের ব্যক্ত ও অব্যক্ত সকল অবস্থায় যোগী বিরক্ত হন। ইহাই পর বা শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য, কারণ অপরবৈরাগ্য ইহার সাধন ও ইহাই ফল। অপরবৈরাগ্যে অন্য বিষয়ে ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও মোক্ষাভিলাষ থাকে, কিন্তু পরবৈরাগ্যের উদয়ে মোক্ষ পর্য্যন্ত স্পৃহণীয় হয় না। এই পরবৈরাগ্য ধর্ম্মমেঘ সমাধিরই যে ভেদ বা প্রকারবিশেষ তাহা শ্রীমদ্ বাচস্পতিমিশ্র মহোদয় টীকায় বলিয়াছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীপাদ শ্রীরূপগোস্বামীও বলেন,

মনাগেব প্ররূঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ।
পুরুষার্থাস্তু চত্বারস্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ॥

অর্থাৎ যাঁহার হৃদয়ে অল্পমাত্রও ভগবানের সম্বন্ধে রতি আবির্ভূত হইয়াছে, তিনি চতুর্ব্বর্গকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করেন। অর্থাৎ পুরুষার্থচতুষ্টয় তাঁহার হৃদয়ে গমন করিতেও লজ্জিত হয়। মোক্ষদশাতেও ভক্তগণ যে ভক্তিরসাস্বাদন করেন সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত শ্রীশুকমুনি ও সনক, সনাতন প্রভৃতি সিদ্ধ মহাযোগীন্দ্রগণ। যদিও মুক্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে কোন প্রকার ফল ও শাস্ত্রীয় বিধি না থাকায় মনে হইতে পারে যে, তাঁহারা মোক্ষদশায় ভজন করেন না, কিন্তু ভজনসংস্কারই তাঁহাদের ব্রহ্মসাযুজ্যলাভের বাধক হয়। পিত্তদূষিত ব্যক্তির শর্করাসেবনে পিত্তনাশ হইলেও উহার মধুর রস আস্বাদন করিয়া ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। শ্রীভগবানের ভজনসম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। যাহা হোক্ এখন ভক্তির সংজ্ঞা ভক্তিরসায়নে যেরূপ প্রদত্ত হইয়াছে তাহা বলা যাইতেছে।

দ্রুতস্য ভগবদ্ধর্ম্মাদ্ধারাবাহিকতাং গতা।
সর্ব্বেশে মনসো বৃত্তির্ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥ ১।৩

অর্থাৎ ভগবানের গুণশ্রবণে চিত্তে কাম ক্রোধ প্রভৃতি ভাবের উদ্দীপন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হয় ও তাহাতে চিত্ত বিগলিত হয়। সেই দ্রুতচিত্তের ভগবদ্বিষয়ে যে একতানতা বা ভগবদাকারতা তাহাই ভক্তিশব্দে অভিহিত হয়। মূলের 'ভগবদ্ধর্ম্ম' শব্দে ধর্ম্মবুদ্ধিপূর্ব্বক অথবা অযত্নপূর্ব্বকই হউক তদীয় গুণশ্রবণ-মাত্রই বুঝায়। সেইজন্য কংস শিশুপাল প্রভৃতি ধর্ম্ম বুদ্ধিতে শ্রীভগবানের গুণশ্রবণ না করিয়াও শ্রবণমহিমায় মুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহারা ভক্ত নহেন কারণ, ভয়জ ও ঈর্ষ্যাজন্য দ্বেষ প্রভৃতি চিত্তদ্রুতির বিরোধী। ভক্তিরসায়নের দ্বিতীয় উল্লাসে উক্ত আছে,

ঈর্ষ্যাজভয়জ-দ্বেষৌ ভগবদ্বিষয়াবপি।
ন ভক্তিরসতাং যাতঃ সাক্ষাদ্ দ্রুতিবিরোধতঃ॥ (২।২৯)

অর্থাৎ ভগবানের সম্বন্ধেও যদি ঈর্ষ্যা (পরের উৎকর্ষ দর্শনে অসহিষ্ণুতা) ও ভয় হইতে উপজাত যে দুইপ্রকার দ্বেষবুদ্ধি, তাহা ভক্তিরসতা প্রাপ্ত হয় না, কারণ তাদৃশ ভাব চিত্তের দ্রবীভাবের প্রতিকূল। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, চিত্তের বিগলিত অবস্থাই রসতাপ্রাপ্তির প্রধান কারণ।

শিশুপাল ভগবৎগুণাদি শ্রবণপ্রভাবেই মুক্তি পাইয়াছেন. কারণ বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না। জানিয়া বা না জানিয়া অগ্নিতে হস্তক্ষেপ করিলে উহা দগ্ধ হইবেই, কিন্তু তাহা হইলেও শিশুপাল প্রভৃতির ভক্তিলাভ হয় নাই, কারণ ভগবানে প্রতিকূলভাব হৃদয়ে বিদ্যমান থাকিলে ভক্তিলাভ হয় না। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে স্বরূপসিদ্ধা বা শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ 'আনুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা' বলা হইয়াছে; অর্থাৎ যাহাতে ভগবানের সুখ হয়, যে কার্য্য তাঁহার রুচিকর তাদৃশ কায়িক, বাচিক ও মানসিক চেষ্টাই ভক্তিশব্দে অভিহিত হয়। প্রতিকূলভাব বিবর্জ্জন ও অনুকূলভাব গ্রহণই শরণাগতির বিশেষ লক্ষণ। গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকের ব্যাখ্যাকালেও শ্রীপাদ মধুসূদনসরস্বতী বলিয়াছেন, 'কংস-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শিশুপালাদয়স্তু ভয়াদ্দ্বেষাচ্চ সন্ততভগবচ্চিন্তাপরা অপি ন ভক্তাঃ ভগবদনুরক্তেরভাবাৎ' অর্থাৎ কংস, শিশুপাল প্রভৃতি কিন্তু ভয় ও দ্বেষহেতু নিরন্তর ভগবানের চিন্তাপরায়ণ হইলেও ভক্ত নহে, কারণ তাহাদের হৃদয়ে ভগবানের প্রতি অনুরাগ ছিল না। শ্রীভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী প্রণিধানযোগ্য,

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে। (১০।২৯।১৪)

অর্থাৎ কামে, ক্রোধে, ভয়ে, স্নেহে, সম্বন্ধে বা ভক্তিতে, যেভাবেই হউক অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ করিতে পারিলে মানবসকল তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। ইহাদ্বারা নিরন্তর তৈলধারার মত নিরবচ্ছিন্ন তীব্র চিন্তা বা ধ্যানই যে মুক্তির কারণ তাহা বুঝা যায়। সেই জন্য বেণরাজার শ্রীকৃষ্ণে বৈরভাব যদিও ছিল কিন্তু বৈরানুবন্ধ বা শিশুপালাদির মত নিরন্তর শত্রুভাবে চিন্তা না থাকায় সে পাপহেতু নরকে পতিত হইয়াছিল। শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন, 'অতো যথাকথঞ্চিৎ তদাসক্তির্মুক্তিকারণম' অর্থাৎ যে কোনভাবে ভগবানে চিত্ত আসক্ত বা অভিনিবিষ্ট হইলেই মানুষ মুক্তি পাইবার যোগ্য হয়। কিন্তু চিত্ত এইভাবে ভগবানে একতানতা লাভ করিলেও উহা কোন অনুকূল ভাববিশেষ দ্বারা যতক্ষণ দ্রবীভূত না হইবে ততক্ষণ ভক্তিলাভ সুদূরপরাহত।

এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, ভক্তিরসায়নে ভগবদ্বিষয়ে ধারাবাহিকী দ্রবীভূত মনোবৃত্তিই ভক্তিশব্দে অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ভক্তিকে ভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ বলিয়াছেন। সেই ভক্তি ভগবান ও ভক্তকৃপায় জীবে সঞ্চারিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহার মনের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে, বস্তুতঃ কিন্তু ভক্তি মনেরবৃত্তি নহে, কারণ সিদ্ধি বা মোক্ষ হইতেও ভক্তি গরীয়সী বা শ্রেষ্ঠ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রীতিসন্দর্ভে 'দেবানাং গুণলিঙ্গানাম্ ইত্যাদি (ভাঃ ৩।২৫।২৯) শ্রীকপিলদেবের উক্তি ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী বলেন, 'তস্মাদ্বৃত্তিশব্দেন প্রীতিরেবাত্র মুখ্যত্বেন গ্রাহ্যেতি। সা চ সিদ্ধের্মোক্ষাদ্‌গরীয়সী ইতি। অত্র মোক্ষাদ্‌গরীয়স্ত্বেন তস্যা বৃত্তের্গুণাতীতত্বং ততোঽপি ঘনপরমানন্দত্বং শ্রীভগবৎপ্রসাদবিশেষৈণৈব মনস্যুদিতত্বং তত্রাপি তত্তাদাত্ম্যেনৈব তদ্বৃত্তিব্যপদেশ্যত্বঞ্চ দর্শিতম্।' (৬১ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ এখানে বৃত্তিশব্দে মুখ্যভাবে প্রীতিই বুঝাইতেছে। সেই প্রীতি সিদ্ধি বা মোক্ষ হইতে গরীয়সী। এখানে মোক্ষ হইতেও শ্রেষ্ঠ বলায়, সেই বৃত্তি যে গুণাতীত তাহা সূচিত হইয়াছে। মোক্ষ হইতেও প্রেম নিবিড়তর আনন্দরূপ। উহা ভগবানের কৃপা বিশেষদ্বারা মানবমনে উদিত হইয়া উহার সহিত তাদাত্ম্য বা ভেদসহিষ্ণু অভিন্নভাবতা প্রাপ্ত হয় বলিয়াই প্রীতিকে মনোবৃত্তি বলা হয়, বস্তুতঃ কিন্তু উহা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভক্তি বা প্রেমের স্বরূপনির্ণয়ে ইহাই বৈশিষ্ট্য। ভক্তিসন্দর্ভে (১৮০ অনুচ্ছেদ) উক্ত আছে, 'ভক্তির্হি ভক্তকোটীপ্রবিষ্টতদাদ্রীভাবয়িতৃ-তচ্ছক্তিবিশেষঃ' অর্থাৎ ভক্তি ভগবানের শক্তিবিশেষ—উহা ভক্তসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া ভক্ত ও ভগবানের হৃদয় বিগলিত করে। পরমাত্মসন্দর্ভেও (৯৩ অনুচ্ছেদ) উক্ত আছে, "কিঞ্চ পরমসারভূতায়া অপি স্বরূপশক্তেঃ সারভূতা হ্লাদিনী নাম যা বৃত্তিস্তস্যা এব সারভূতো বৃত্তিবিশেষো ভক্তিঃ। সা চ রত্যপরপর্য্যায়া। ভক্তির্ভগবতি ভক্তেষু চ নিক্ষিপ্তনিজোভয়কোটিঃ সর্ব্বদা তিষ্ঠতি। অতএবোক্তং ভগবান্ ভক্তভক্তিমানিতি। অর্থাৎ ভগবানের পরম সারভূত স্বরূপশক্তির প্রধানা বৃত্তির নাম হ্লাদিনী। এই হ্লাদিনী বৃত্তির প্রধান বৃত্তিই ভক্তি নামে অভিহিত! ইহার অপর নাম রতি। শ্রীভগবান ও ভক্ত এই উভয় আধারে নিক্ষিপ্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়া উহা সর্ব্বদা বিরাজিত। ভক্তি স্বরূপশক্তি বলিয়াই ভগবানের স্বতৃপ্তির হানি হইতেছে না, উহা শক্তিরূপে স্বরূপ হইতে ভিন্না ও অভিন্নারূপে বিরাজিত। ভক্তহৃদয়গত হইয়া ভক্তির ভেদ স্ফুরণ হয় বলিয়া ভগবান অনুভব করেন—আমাকে ভক্তের ভক্তি আনন্দ দান করিতেছে, এই জন্যই আনন্দ-চমৎকারিতা প্রকাশিত হয়। শ্রীভাগবতের যে সকল স্থানে ভক্তি মনের বৃত্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে সেই সেই স্থলে এইরূপ সমাধান করিতে হইবে।

শাণ্ডিল্য ঋষির মতে জীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তিই মুক্তি ও ভক্তিই উহার সাধন। জীব ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত অভিন্ন। জীবের সংসার ত্রিগুণময় অন্তঃকরণরূপ উপাধিকৃত 'উপ সমীপবর্তিনি স্বাধিষ্ঠানচৈতন্যে স্বীয়ং পরপ্রকাশ্যত্বাদিকং ধর্ম্মমারোপয়তীতি স্ফটিকে জবাকুসুমবদ্ বোধ্যম' (মুক্তিবাদটীকা) স্বাভাবিক নহে। যেমন স্ফটিক স্বতঃ স্বচ্ছ ও শুভ্রবর্ণ হইলেও উহার সমীপে একটী জবাকুসুম থাকিলে লৌহিত্য স্ফটিকে সংক্রমিত হয়, তদ্রূপ অন্তঃকরণধর্ম্ম সুখ দুঃখ আত্মায় আরোপিত হয়। জীবের সংসারদশা ঔপাধিক বলিয়া উহা জ্ঞানদ্বারা নিবর্ত্তিত হয় না, কিন্তু উপাধি মন ও উপাধেয় (যাহা উপাধির বিষয়, এখানে আত্মা) এই দুইটীর মধ্যে একটীর নিবৃত্তি বা উহাদের সম্বন্ধনিবৃত্তিদ্বারাই মুক্তি সাধিত হয়। উপাধিযোগে স্ফটিকে যে লৌহিত্যভ্রম তাহা নিপুণভাবে দর্শন করিলেও নিবৃত্ত হয় না। সকল বস্তুর স্বরূপপ্রকাশক আত্মারও নাশ সম্ভব নহে কিংবা আত্মা ও অন্তঃকরণের সম্বন্ধত্যাগও সম্ভব নহে। অতএব পরিশেষে দেখা যায় উপাধিহানি বা অন্তঃকরণনিবৃত্তিদ্বারাই মুক্তি হয়, কিন্তু আত্মজ্ঞানদ্বারা নহে। উপাধি-হানির উপায় যে অলৌকিক স্বভাব ভক্তি তাহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে প্রসিদ্ধই আছে। গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সেখানে উপসংহারে উক্ত আছে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥

যে ব্যক্তি আমাকে অব্যভিচারী ভক্তিযোগে সেবা করে সে ত্রিগুণের অতীত হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির যোগ্য হয়। এখানে ভগবান বলিয়াছেন যে, তদীয় ভক্তিদ্বারা ত্রিগুণময় অন্তঃকরণের লয় হইলে ব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি সাধিত হয়। আত্মজ্ঞান যে বৃথা তাহাও বলা যায় না, কারণ; জ্ঞান অশ্রদ্ধারূপ মলিনতা অপনীত করিয়া ভক্তি-উন্মেষের সহায় হয়। কিন্তু অদৃষ্ট অন্তঃকরণরূপ উপাধির ধর্ম্ম সুখ দুঃখ—যাহা আত্মায় অধ্যস্ত হইতেছে উহা নিরসন করিতে জ্ঞান সমর্থ নহে। সেই মর্ম্মেই গীতা বলেন, 'গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি' (১৪।১৯)। ত্রিগুণ হইতে যে আপনাকে ভিন্ন (অতীত) রূপে জানে সে মুক্তি পায়। 'জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ঃ' (৪।৪১)।

জ্ঞানদ্বারা আমার এইরূপ সিদ্ধি হইবে কিনা এইরূপ সন্দেহ অপগত হয়। এই বাক্যেও পূর্ব্বোক্তি সমর্থিত হইতেছে। জীবের বন্ধনদশা যে অজ্ঞানকৃত তাহাও বলা যায় না। সেরূপ হইলে জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হইত। রজতকণাসমূহ বিদ্যমান না থাকিলে অজ্ঞাত শুক্তি হইতে রজতের উৎপত্তি অসম্ভব। যাহার রজত ও শুক্তি এই উভয় বস্তুর জ্ঞান থাকে তাহারই শুক্তিতে রজতভ্রম হয়। অধ্যাস মাত্রেই দুইটী বস্তুর সত্তা থাকা প্রয়োজন।

জগতের সত্তা যদি আদৌ বিদ্যমান না থাকে তবে ব্রহ্মে বা আত্মায় উহার অধ্যাস হয় কি প্রকারে? বিশেষতঃ ছান্দোগ্য শ্রুতি বলেন, 'কথমসতঃ সজ্জায়েত' (৬।২।২)। কি প্রকারে অসৎ বস্তু হইতে সতের উৎপত্তি হয়। ইহাতে কার্য্যের (বিশ্বের) সত্তাদ্বারা কারণের (ব্রহ্মের) সত্তাই প্রতিপাদনপূর্ব্বক জগতের বিদ্যমানতাই অবধারিত হইয়াছে। ছান্দোগ্যশ্রুতি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রহ্মের সম্বন্ধে বলেন, 'সত্যসংকল্পঃ' (৩।১৪।২)। ব্রহ্ম সত্যসংকল্প, তাঁহার ইচ্ছা অন্যথা হইবার নহে। সেই অমোঘ ইচ্ছায় যে বিশ্বসৃষ্টি হইয়াছে তাহা সত্য হওয়াই স্বাভাবিক। ভগবান বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের কোনস্থানে জগৎ যে অবিদ্যাকল্পিত বা মিথ্যা তাহা বলেন নাই; প্রত্যুত স্বপ্নসৃষ্টি নিরাকরণ দ্বারা জাগ্রৎসৃষ্টির সত্যতাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। আর স্বপ্নসৃষ্টির মিথ্যাত্ব যে কোন দৃষ্টান্তের অনুরোধে নির্ণীত হইয়াছে তাহাও বলা যায় না, কারণ, সে বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। স্বপ্নের মত সত্য নাই। যে যখন স্বপ্ন দর্শন করে সে উহার সত্যতা অপলাপ করিতে পারে না, কিন্তু স্বপ্নজ্ঞানই মিথ্যা; কারণ জাগরণ করিলে উহা বাধিত হয়। অতএব স্বপ্ন মিথ্যা নহে কিন্তু স্বপ্নজ্ঞানই মিথ্যা।

ভক্তিদ্বারা ভগবানের ও বিশ্বের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। তদীয় ভক্তি এইরূপে পরম পুরুষার্থের হেতু বলিয়া উহার বিচার প্রয়োজন। বিদ্বদ্বর স্বপ্নেশ্বর তদীয় শাণ্ডিল্যসূত্রের ভাষ্যভূমিকায় সংক্ষেপে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভগবান গীতায় বলেন, ভক্তিদ্বারা যাহাদের চিত্ত আমাতে আবিষ্ট তাহাদিগকে আমি মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে শীঘ্র উদ্ধার করি। তৈত্তিরীয়মন্ত্রভাগে উক্ত আছে,

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥ (১।৮০)

আমরা ত্রিনেত্রকে ভজনা করি, তিনি সুরভিময় ও পুষ্টিদাতা। কাঁকুরের ফল যেমন বৃন্ত হইতে মুক্ত হয় তদ্রূপ তিনি আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত করুন।

এখানে যজন শব্দে যে ভক্তি বুঝায় তাহা মন্ত্রের কল্পে (বেদাঙ্গ গ্রন্থ-বিশেষ) ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ভক্তিদ্বারা বন্ধনদশা অপগত হয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহাও বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আছে 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি'; রস বা অনুরাগ লাভ করিয়া জীব আনন্দিত হয়। রসই ব্রহ্মানন্দস্বরূপিণী মুক্তির হেতু। এই রস বা অনুরাগদ্বারা ব্রহ্মানুভব হয়। রসশব্দে যে রাগ বুঝায় তাহাও গীতাতে উক্ত আছে, যথা 'রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে'। পরমাত্মাকে দর্শন করিলে বিষয়রাগ পর্য্যন্ত দূরীভূত হয়। দ্বেষ সংসারের হেতু, তাহা গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে স্পষ্ট উক্ত আছে। অতএব দ্বেষের বিরোধী ঈশ্বরবিষয়ক ভক্তিই যে অনুরাগ ও উহা সংসারনাশের হেতু তাহা যুক্তিযুক্ত। শাণ্ডিল্যসূত্রে স্বপ্নেশ্বরের এইরূপ অভিপ্রায় দেখা যায়।

শাণ্ডিল্যসূত্রে বিশেষ ভাবে ভক্তির মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে, কারণ উহা ভক্তিমীমাংসা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। বেদান্তদর্শনে (২।২।৪৫) পঞ্চরাত্র মত খণ্ডনপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলেন, 'চতুর্ষু বেদেষু পরং শ্রেয়োঽলব্ধ্বা শাণ্ডিল্য ইদং শাস্ত্রমধিগতবানিত্যাদি বেদনিন্দাদর্শনাৎ'। পঞ্চরাত্রপ্রভৃতি বেদবিরুদ্ধ, কারণ, পঞ্চরাত্র গ্রন্থে কথিত আছে যে, শাণ্ডিল্য চার বেদে পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত না হইয়া এই শাস্ত্র (পঞ্চরাত্র) লাভ করেন। আচার্য্য শঙ্করের মতে ইহাতে বেদনিন্দা করা হইয়াছে। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য বলেন যে, পঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রশংসা করাই এই উক্তির অভিপ্রায়। যেমন নারদ ছান্দোগ্য শ্রুতিতে (৭।১।২) বলেন যে, তিনি ঋগ্বেদাদি নিখিল শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করিয়াও আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। এখানে যেরূপ আত্মজ্ঞানের গৌরব প্রকাশ করাই নারদের তাৎপর্য্য, কিন্তু বেদাদি শাস্ত্র নিন্দা করা নহে, শাণ্ডিল্যের বাক্যও এইরূপে সমাধান করা কর্ত্তব্য; কারণ, বেদপ্রতিপাদ্য ভগবান বাসুদেবই জীবের প্রতি কৃপা করিয়া পঞ্চরাত্র প্রণয়ন করেন। বিশেষতঃ, মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে সাংখ্য, যোগ, বেদ ও আরণ্যক—এই সকল শাস্ত্র পঞ্চরাত্র নামে অভিহিত হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যাহা হোক 'উভয়পরাং শাণ্ডিল্যঃ শব্দোপপত্তিভ্যাম্ (১।২।৩১) এই শাণ্ডিল্যসূত্রে অপর শাণ্ডিল্য ঋষির নাম পাওয়া যায়। তিনি বেদপ্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা ভগবানের ঐশ্বর্য্যবিষয়ক জ্ঞান ও শুদ্ধ আত্মজ্ঞান—এই উভয়কেই মুক্তির কারণ বলিয়াছেন। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৩।১৪) শাণ্ডিল্য ঋষি সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার বিষয় বলিয়াছেন। বেদান্তসার গ্রন্থে এরূপ উপাসনাই শাণ্ডিল্যবিদ্যা শব্দে অভিহিত হইয়াছে। যথা, 'উপাসনানি সগুণব্রহ্মবিষয়মানসব্যাপারাণি শাণ্ডিল্যবিদ্যাদীনি'। উপাসনা সগুণব্রহ্মবিষয়ে যে মানসক্রিয়া বা ধ্যান—ইহাই শাণ্ডিল্যবিদ্যা।

বেদের যে অংশে যজ্ঞাদি ক্রিয়াপদ্ধতি ও মন্ত্র লিপিবদ্ধ আছে তাহাকে কর্ম্মকাণ্ড কহে। যে অংশে যজ্ঞাঙ্গসমূহের রূপকভাবনা, প্রতীক-উপাসনা ও ব্রহ্মজ্ঞান নিহিত আছে তাহা জ্ঞানকাণ্ড নামে সাধারণতঃ অভিহিত হয়। অথবা উহারা পূর্ব্ব ও উত্তরকাণ্ড সংজ্ঞাও প্রাপ্ত হয়। শাণ্ডিল্য ঋষির মতে জ্ঞানকাণ্ড প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মকাণ্ড। তাহা না হইলে অজ্ঞাত পদার্থের জ্ঞাপকরূপে উভয় কাণ্ডই সমান।

ধর্ম্মজ্ঞানের হেতুস্বরূপ কর্ম্মকাণ্ডও জ্ঞানকাণ্ড নামে কথিত হইতে পারে। জ্ঞান পরিনিষ্পন্ন বস্তু বলিয়া উহার সম্বন্ধে বিধি দেওয়া চলে না, যাহাতে জ্ঞানের প্রাধান্য হেতু জ্ঞানকাণ্ড বলা যাইতে পারে। কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই বিধি। অতএব জ্ঞানকাণ্ড নাম ভ্রমমাত্র—উহা ব্রহ্মকাণ্ড। এই মর্ম্মেই ভগবান বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন, 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।' অতএব ইহার পর ব্রহ্মকে জানিবার ইচ্ছা। ব্রহ্মকাণ্ড ভক্তিকাণ্ডও বটে, কারণ উহাতে ভক্তির কথা বিশেষ ভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'আসীনঃ সম্ভবাৎ' (৪।১।৭) 'আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ' (৪।১।১) প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্র সকল যে উপাসনাবিষয়ক তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। 'ব্রহ্মকাণ্ডং তু ভক্তৌ তস্যানুজ্ঞানায় সামান্যাৎ' (১।২।২৬) শাণ্ডিল্যসূত্র ও ভাষ্য এ বিষয়ে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দ্রষ্টব্য। মহর্ষি জৈমিনি-প্রণীত সঙ্কর্ষণকাণ্ডও ভক্তিশাস্ত্র। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের মতে ইহা ভক্তিমীমাংসা। এইরূপ অনাদি কাল হইতে বেদাদি নিখিল শাস্ত্রে ভক্তির বহুল আলোচনা দৃষ্ট হয়।

নারদভক্তিসূত্রের শেষে ভক্তিবাদী আচার্য্যগণের নামোল্লেখ আছে, যথা, সনৎকুমার, ব্যাস, শুক, শাণ্ডিল্য, গর্গ, বিষ্ণু, কৌণ্ডিন্য, শেষ, উদ্ধব, আরুণি, বলি, হনুমান্, বিভীষণ প্রভৃতি।

ধ্যান বা নিদিধ্যাসন যে আত্মদর্শনের অব্যবহিত উপায় সে বিষয় বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন, 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিধিধ্যাসিতব্যশ্চ' (৪।৫।৬)। আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে—তাহার উপায়—শ্রবণ, মনন ও ধ্যান। মুণ্ডকোপনিষদ্ বলেন, 'ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ' (৩।১।৮)। আর্য্যঋষিগণ স্বয়ং ধ্যানযোগে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বিশ্বপ্রকৃতির ধ্যাননিমজ্জিত স্বরূপ তাঁহাদের মানস নয়নে প্রতিভাত হইয়াছিল ও তাঁহারা এইরূপ বাণী প্রচার করিয়াছিলেন ধ্যায়তীব পৃথিবী, ধ্যায়তীবান্তরীক্ষং, ধ্যায়তীব দ্যৌর্ধ্যায়ন্তীবাপঃ 'ধ্যায়ন্তীব পর্ব্বতাঃ ধ্যায়ন্তীব দেবমনুষ্যাঃ' (ছান্দোগ্য ৭।৬।১)—পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ, জল, পর্ব্বত, দেব, মনুষ্য সকলে যেন ধ্যানই করিতেছে। ইহা অপেক্ষা ধ্যানের মহিমা ও মাধুর্য্য ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এই ধ্যানই ভক্তি। শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ ছান্দোগ্য শ্রুতির ভাষ্যের প্রারম্ভে ধ্যান বা উপাসনাকেই ভক্তি বলিয়াছেন। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে নিরন্তর ভগবানের স্মরণ সম্ভব হয় না। সাধনার প্রথম দশায় চিত্ত ভক্তিরসে আপ্লুত হয় না, প্রত্যুত উহা সুদূরপরাহত ব্যাপার। সাধকের চিত্ত যখন সময় সময় নিরাশার নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, তখন সেই মহাদুর্দ্দিনে শ্রদ্ধাই আশার আলোকবর্ত্তিকা জ্বালাইয়া তাহাকে গহন ভজন-পথে অগ্রে লইয়া চলে। শ্রদ্ধা-তাপসীর অপূর্ব্ব সংযম ও বৈরাগ্য—সে সাধককে গম্যস্থানে না লইয়া বিশ্রাম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চাহে না। এমন স্পৃহাহীনা সাধনসঙ্গিনী আর নাই। সাধনকালে মধ্যে মধ্যে যদিও কোন এক অনির্ব্বচনীয় কারণে শুভ মুহূর্ত্তে সাধকের শুষ্ক হৃদয়ে সহসা ভক্তিরসমন্দাকিনী অবতরণ করিয়া ক্ষণিকের জন্য উহাকে অভিষিক্ত করে, কিন্তু সে সৌভাগ্য ত প্রতিদিন আশা করা যায় না। অতএব পুনর্ব্বার হৃদয়ের শুষ্কতা ও রিক্ততা দেখা দেয়। সুদূর-প্রসারিত দুর্গম ভজনমার্গ যেন মহামরুর মত প্রতিভাত হয়—মনে হয় যে, ইহা অতিক্রম করা অসাধ্য। এরূপ অবস্থায় যাহাতে চিত্ত অবসন্ন ও ভজন-প্রযত্ন শিথিল হইয়া না পড়ে তাহার জন্য নিত্যসঙ্গিনী শ্রদ্ধার সহায়তা একান্ত আবশ্যক। সেই জন্য বেদ স্বয়ং শ্রদ্ধাসূক্ত প্রকাশ করিয়া সাধক সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে শ্রদ্ধার প্রতি পরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

গীতায় উক্ত আছে, 'শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্' (৪।৩৯)।

ভগবান পতঞ্জলি বলেন, 'শ্রদ্ধা-বীর্য্য-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্' (যোগসূত্র ১।২০)। শ্রদ্ধা, বীর্য্য, সমাধি ও প্রজ্ঞা—এই উপায়ের দ্বারা অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হয়। প্রথমেই শ্রদ্ধার উল্লেখ—শ্রদ্ধা থাকিলেই উত্তরোত্তর বীর্য্যাদি লাভ হয়। প্রেমলাভের ক্রম দেখাইতে শ্রীপাদ রূপ-গোস্বামী প্রথমে শ্রদ্ধার উল্লেখ করিয়াছেন—'আদৌ শ্রদ্ধা' (ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু ১।৪।১১)। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়,

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়,
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ করয়।' (মধ্যলীলা ২৩ পরি)

ঋগ্বেদ সংহিতায় শ্রদ্ধার সম্বন্ধে উক্ত আছে,

'শ্রদ্ধয়াগ্নিঃ সমিধ্যতে শ্রদ্ধয়া হূয়তে হবিঃ' ইত্যাদি

(১০ মণ্ডল ১৫১ সূক্ত)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রদ্ধার দ্বারাই যাগক্রিয়ায় অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হবিঃ অর্পণ করা বিধেয়। এই সকল সূক্তের তাৎপর্য্য এই যে, যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হউক, উহা যেন শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে কৃত হয়। কোন বস্তু কাহাকে দান করিতে হইলে শ্রদ্ধার প্রয়োজন, তাহা না হইলে সকাম কর্ম্মও ফলপ্রসূ হয় না। সেই জন্য তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলেন, 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্'— শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিবে, অশ্রদ্ধায় কাহাকেও কোন বস্তু দিবে না। গীতা বলেন,

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥ (১৭।২৮)

হোম, দান, তপস্যা প্রভৃতি—যাহা কিছু ক্রিয়া অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয় সে সকল অসৎ শব্দে অভিহিত হয়। কারণ, তাদৃশ কর্ম্ম ইহলোকে কিংবা পরলোকে ফলপ্রদ হয় না। যাস্কের নিরুক্তে আছে, 'শ্রৎ সত্যং তস্মিন্ ধীয়তে ইতি শ্রদ্ধা' সত্য বস্তু তাহাতে (সাধকে) আহিত করে বলিয়া উহা শ্রদ্ধা শব্দে কথিত হয়। শ্রদ্ধার দ্বারাই সত্য বস্তু লাভ করা যায়। ব্যাসভাষ্যে শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ চিত্তের সম্প্রসাদ—প্রীতিময়ী নিশ্চয়বৃত্তি বা যোগসিদ্ধি বিষয়ে দৃঢ় অভিলাষ। উহা কল্যাণী জননীর মত যোগীকে যোগমার্গের অনন্ত অন্তরায় হইতে রক্ষা করে। ইহা চিত্তের একটী অবস্থাবিশেষ— যখন সাধকের মনে হয় এই সাধনই পরমপুরুষার্থ। সাধকের সম্বন্ধে শ্রদ্ধার উপকারিতা জননীর মতই—উহাতে কোন স্বার্থানুসন্ধান থাকে না। সাধককে অভীষ্ট বস্তু লাভ করানই শ্রদ্ধার মুখ্য প্রয়োজন। পারমর্ষী গাথা বলেন।

'স্বাধ্যায়াদ্ যোগমাসীত যোগাৎ স্বাধ্যায়মামনেৎ
স্বাধ্যায়যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে' (ব্যাসভাষ্য ১।২৮)

জপ করিতে করিতে যোগারূঢ় হইবে, যোগ হইতে জপের উৎকর্ষ সাধন করিবে। এইরূপে জপ ও যোগদ্বারা পরমাত্মা প্রকাশিত হন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রেমের মহামণিমন্দিরে উঠিতে হইলে শ্রদ্ধাই প্রথম সোপান।

যাহাহোক্ ধ্যানরূপা ভক্তিকেই শঙ্করাচার্য্যপাদ (বিবেকচূড়ামণিতে) স্বস্বরূপানুসন্ধান শব্দে অভিহিত করিয়াছেন এবং উহাই মুক্তির যত প্রকার কারণসমষ্টি আছে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যদিও ভক্তিবাদ রামানুজাচার্য্য-পাদদ্বারা বেদান্তের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তথাপি শ্রীভাষ্য (রামানুজভাষ্য) হইতেই জানা যায় যে, তাঁহার পূর্ব্বেও ভক্তিবাদী আচার্য্যগণ বিদ্যমান ছিলেন। ভগবান্ বোধায়ন বেদান্তের বিস্তীর্ণ বৃত্তি প্রণয়ন করেন ও দ্রমিড়াচার্য্য উহা সংক্ষিপ্ত করেন। রামানুজাচার্য্য যে তাঁহাদের মতানুসরণপূর্ব্বক তদীয় ভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। দ্রমিড়াচার্য্য শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, কারণ, ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যভূমিকায় আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন যে, তিনি সরল ও অনতিদীর্ঘ ভাষ্য রচনা করিতেছেন। আনন্দ গিরির টীকায় আছে, 'দ্রাবিড়ং ভাষ্যং প্রণীতং তৎ কিমনেন? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অল্পগ্রন্থমিতি'। এতদ্ভিন্ন, টঙ্ক, ভর্তৃপ্রপঞ্চ, নাথমুনি যামুনাচার্য্য, গুহদেব, কপর্দ্দী, ভারুচি, যাদবপ্রকাশ প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈত মতের আচার্য্যগণ বিদ্যমান ছিলেন। রামানুজাচার্য্য বাক্যকারের বচন শ্রীভাষ্যে প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি টঙ্কাচার্য্য, কারণ—তিনি বোধায়নবৃত্তির টীকা প্রকাশ করেন। ভগবান উপবর্ষের শিষ্য কাত্যায়ন বররুচি পাণিনিসূত্রের উপর বৃত্তি লিখিয়া বাক্যকার নামে অভিহিত হন, সেই জন্য ভট্টোজিদীক্ষিত-কৃত সিদ্ধান্তকৌমুদীর প্রণামাঞ্জলিশ্লোকে দেখা যায়,

বাক্যকারং বররুচিং ভাষ্যকারং পতঞ্জলিম্।
পাণিনিং সূত্রকারং চ প্রণতোঽস্মি মুনিত্রয়ম্॥

বাক্যকার বররুচি, ভাষ্যকার পতঞ্জলি ও সূত্রকার পাণিনি এই তন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মুনিকে আমি প্রণাম করি। বিশেষতঃ, প্রসিদ্ধি আছে যে, বাক্যকার কাত্যায়নেরও উত্তরমীমাংসার বৃত্তি ছিল।

ভর্তৃপ্রপঞ্চ, বোধায়ন প্রভৃতি যে জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়বাদী ছিলেন তাহা শঙ্করাচার্য্যকৃত উপনিষদভাষ্য ও গীতাভাষ্য পাঠে বুঝা যায়। যাহারা—জ্ঞান ও কর্ম্মের আপেক্ষিক সম্বন্ধ আছে ও উহারা মিলিত হইয়া মুক্তির হেতু হয় —বলেন, তাহাদিগকে জ্ঞান-কর্ম্মসমুচ্চয়বাদী বলা হয়। শাঙ্করভাষ্যে পূর্ব্বোক্ত মতবাদ নিরাকৃত হইয়াছে। গীতার টীকায় আনন্দগিরি স্পষ্টই বৃত্তিকারের (বোধায়নের) মত নিরসনের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন।

যাহা হোক্, অনাদিকাল হইতে শাস্ত্র সকল বিদ্যমান আছে, কখনও তাহাদের কলেবর বিস্তৃত ও সংক্ষিপ্ত হয় মাত্র, কিন্তু কোন সময়েও শাস্ত্র উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয় না। ভক্তিরসের প্রবাহও কখনও অন্তঃসলিল কখনও প্রকাশমান, কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয় না। এই অর্থেই শাস্ত্রে সম্প্রদায় (সম্যক্ প্রদীয়তে জ্ঞানম্ অনেনেতি) বা গুরু-শিষ্যপরম্পরাক্রমে জ্ঞান-প্রবাহ—শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

ভক্তিযোগের উপদেশক পরমর্ষিগণ অনাদিকাল হইতেই আছেন ও থাকিবেন, এই মর্ম্মেই শ্রীভাগবত বলেন,

স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্
ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে
নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্। (১০।২।৩১)

হে স্বপ্রকাশ, সকল ভূতে প্রীতিযুক্ত ভক্তগণ আপনার চরণতরীর সান্নিধ্যমাত্রেই এই ভয়াবহ দুস্তর সংসারসিন্ধু উত্তীর্ণ হইয়া, অন্য লোক যাহাতে উহা উত্তীর্ণ হইতে পারে তাহার জন্য সেই চরণতরী এখানে

৩

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাখিয়া গিয়াছেন অর্থাৎ ভক্তিসম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন। আপনি চিরদিনই সাধুগণের প্রতি সদয়।

শ্রীধরস্বামিপাদ এই শ্লোকের টীকায় ভক্তিসম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন ও এই ভজনমার্গ যে অনাদিসিদ্ধ এবং নিত্য সে বিষয় শ্রীপাদ শ্রীজীব-গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় (সর্ব্বসংবাদিনীতে) বলেন: 'শ্রুত্যাদিপ্রসিদ্ধানাং তত্তদুপাসনাপ্রবাহাণাং 'স্বয়ং সমুত্তীর্য্য' ইত্যনুসারেণাবিচ্ছিন্নসম্প্রদায়ত্বেন অনাদিসিদ্ধত্বাৎ অনন্তত্বাৎ' ইত্যাদি।

বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন মতবাদের আচার্য্যগণের নাম পাওয়া যায়, যথা—আশ্মরথ্য, কাশকৃৎস্ন, ঔড়ুলোমী। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বিভিন্ন উপাসকসম্প্রদায় চিরদিনই আছে ও যে যেভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হয় ভগবান তাহাকে সেই ভাবেই কৃপা করিয়া থাকেন। অতএব সেই সেই রূপে ভগবানেরও নিত্যস্থিতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, অর্থাৎ ভগবানের চিদানন্দময় বিগ্রহ নিত্য। ইহাই গৌড়ীয় ভক্তিবাদী আচার্য্যগণের একটি বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত। ভক্তি-সম্প্রদায় প্রাচীনকালে ভাগবত, সাত্বত ও পাঞ্চরাত্রিকপ্রভৃতি নানা নামে যে অভিহিত হইত তাহা বেদান্তদর্শনের ভাষ্যাদি (২।২।৪২) হইতে জানা যায়। ছান্দোগ্যোপনিষদে (৩।১৪।৪) শাণ্ডিল্য ঋষি ব্রহ্মকে "সর্ব্বরসঃ" শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। অতএব দেখা যায়, প্রাচীন উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থেও উপাসনার কথা আছে।

পুরাণপ্রভৃতি গ্রন্থে যে ভক্তির বহুল আলোচনা দেখা যায় তাহা সকলেরই সুবিদিত। দক্ষিণ ভারতে আল্বর সম্প্রদায়ে ভক্তিরসের উপাসনা প্রচলিত ছিল। সপ্তম খৃষ্টাব্দে এই মধুর রসের উপাসক-সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়াছিল।

'তৎসংস্থস্যামৃতত্বোপদেশাৎ' (১।৩) শাণ্ডিল্যসূত্রে ভক্তিমান্ জন যে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অমৃতত্ব বা মুক্তি লাভ করে তাহা জানা যায়। সংস্থা শব্দে স্বপ্নেশ্বরভাষ্যে ভক্তি উল্লিখিত আছে, যথা, 'তস্মিন্নীশ্বরে সংস্থা ভক্তির্যস্য স তথোক্তঃ'। ছান্দোগ্য শ্রুতি (২।২৩।২) বলেন 'ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি'। এখানে যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে, সংস্থা শব্দে ব্রহ্মজ্ঞান বুঝায় কিন্তু ভক্তি নহে, অতএব অমৃতত্ব জ্ঞানেরই ফল। ইহার সমাধান ভাষ্যে দৃষ্ট হয়। যাহারা ব্রহ্মবিষয়ে দ্বেষ করে তাহাদেরও ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব হয়, কিন্তু তাহারা ব্রহ্মসংস্থ এরূপ কথনও বলা হয় না। পক্ষান্তরে, যে সকল অমাত্য ও মিত্র-প্রভৃতি রাজার প্রতি অনুরক্ত তাহাদিগকে রাজসংস্থ বলা হয় কিন্তু যাহারা রাজার প্রতিপক্ষ বা শত্রু তাহাদের রাজসংস্থ বলা হয় না। যেরূপ লোকব্যবহারে তদ্রূপ বেদেও শব্দার্থের নির্ণয় হয়।

মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে চিরকালিকোপাখ্যানে এ বিষয়ে প্রমাণ দৃষ্ট হয়। যথা,

বিমৃশ্য তেন কালেন পত্নীসংস্থাব্যতিক্রমম্।
'সোঽব্রবীচ্চ ভৃশং তপ্তো দুঃখেনাশ্রূণি বর্ত্তয়ন্'॥ (২৬৭ অঃ)

সেই সময় পত্নীর ভক্তির অভাব চিন্তা করিয়া সেই ঋষি অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া চক্ষুজল মোচন করিয়াছিলেন। এখানে পতিভক্তির ব্যতিক্রম উক্ত হইয়াছে। এই মর্ম্মেই ভগবান বাদরায়ণ একটী ব্রহ্মসূত্রও প্রণয়ন করিয়াছেন, যথা, 'তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ' (১।১।৭) ব্রহ্মভজন-কারীর মুক্তি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদের প্রতি ভগবানের উক্তি হইতেও এবিষয় সমর্থিত হয়। যথা,

যথা তে নিশ্চলং চেতো ময়ি ভক্তিসমন্বিতম্।
তথা ত্বং মৎপ্রসাদেন নির্ব্বাণমপি যাস্যসি॥ (১।২০।২৮)

যেহেতু তোমার চিত্ত আমাতে ভক্তিদ্বারা নিশ্চল বা স্থির হইয়াছে, সেইজন্য আমার প্রসাদে তুমি মুক্তি পাইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তির অঙ্গসমূহের মধ্যে নামকীর্ত্তনই সর্ব্বপ্রধান। শ্রীভগবানের অলৌকিক নাম-মাহাত্ম্যসূচক ঋক্‌মন্ত্র শ্রীভগবন্নামকৌমুদী গ্রন্থে (৩ পরিঃ) লক্ষ্মীধর উদ্ধৃত করিয়াছেন,

তমু স্তোতারঃ পূর্ব্বং যথা বিদ
ঋতস্য গর্ভং জনুষা পিপর্ত্তন।
আস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবিক্তন
মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥ (ঋগ্বেদ ১।১৫৬।৩)

ইহা দীর্ঘতমা ঋষির বাক্য। অর্থ এইরূপ—হে বিজ্ঞব্যক্তিগণ কোন একজন নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর আছেন—সেই পুরাতন অধিষ্ঠানচৈতন্য উপনিষদ্ বা তাহা হইতে উৎপন্ন জ্ঞানগম্য। সেই দেবকে তোমরা যেরূপ জান সেইরূপেই স্তুতি কর ও জন্ম-মরণরূপ সংসার-প্রবাহের উচ্ছেদ সাধন কর, অথবা সেই দেবের বহুবিধ স্বেচ্ছাময় মৎস্যাদি অবতার-লীলা বর্ণন কর। যদি ইহাতেও অসমর্থ হও তাহা হইলে ভগবানের নামাবলী সর্ব্বদা কীর্ত্তন কর। তিনি বিভু, তোমরা তাঁহার চিৎস্বরূপ ও তদীয় স্বরূপপ্রকাশিকা শোভনা বুদ্ধির কীর্ত্তন কর। ইহা বিখ্যাত মীমাংসক আপোদেবের পুত্র অনন্তদেবের প্রকাশ টীকায় আছে। শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী তদীয় ভগবৎসন্দর্ভে (৪৯ অনুচ্ছেদ) এই মন্ত্রের তৃতীয় ও চতুর্থ চরণ উদ্ধৃত করিয়া নিজেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, হে বিষ্ণো, তোমার নাম চিৎস্বরূপ—স্বপ্রকাশ। নামের সম্যক উচ্চারণাদি-মাহাত্ম্য না জানিয়া যদি অল্পমাত্র জানিয়াও নামের অক্ষরগুলির অভ্যাস মাত্র করি, তবে আমরা সুমতি (ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান) লাভ করিব। যেহেতু সেই প্রণবব্যঞ্জিত বস্তু স্বতঃসিদ্ধ, অতএব ভয়দ্বেষাদিযুক্ত মানবের নিকটও যেরূপ ভগবানের মূর্ত্তি স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ যে কোনরূপে সর্ব্বদা নামাদি গ্রহণ করিলেও উহা মুক্তির কারণ হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যদি কেহ শঙ্কা করে যে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে আছে,

'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।'

সেই পরমাত্মাকেই জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, অন্য উপায় নাই।

এখানে 'জ্ঞানের ফল মুক্তি' এতদর্থক পূর্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে স্মৃতিসমূহের অন্য প্রকার অর্থ করাই সমীচীন। এইরূপ শঙ্কার কারণ নাই, কারণ অতিমৃত্যু পদটী মুক্তিতে রূঢ় বা প্রসিদ্ধ নহে; অতিমৃত্যুশব্দে যোগার্থের ভেদে মুক্তি ও ভক্তি এই উভয় অর্থই বুঝাইতে পারে। যাহা লাভ করিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় এইরূপ যোগার্থে অতিমৃত্যুশব্দে মুক্তি বুঝায়, আর যাহা (ভক্তি) হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মৃত্যুর অতিক্রম হয় এইরূপ যোগার্থে অতিমৃত্যুশব্দে ভক্তিকে বুঝায়। পূর্বোক্ত অর্থে ভাবে সপ্তমী হওয়ায় উহা উপপদবিভক্তি, আর, ভক্তি অর্থে অপাদান হওয়ায় উহা কারকবিভক্তি। উপপদবিভক্তি হইতে কারকবিভক্তি বলবতী। এবিষয় ভগবান পাণিনির ব্যাকরণ (২।৩।১৯) দ্রষ্টব্য। বিশেষতঃ শ্রুতিতে 'তমেব' পরমেশ্বরকেই এইরূপে 'এব' কার যুক্ত হইয়াছে। গীতায় উক্ত আছে,

তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥

চিত্ত লাক্ষা বা গালার মত স্বভাবতঃ কঠিন, গালা যেমন অগ্নিসন্তাপে বিগলিত হয়, সেইরূপ কাম ক্রোধ ভয় প্রভৃতির দ্বারা চিত্ত দ্রবীভূত হয়। দ্রুতচিত্তে যে দৃশ্যবস্তুর আকার প্রতিফলিত হয় তাহাই সংস্কার, বাসনা, ভাব বা ভাবনা শব্দে অভিহিত হয়।

দ্রুতচিত্তে প্রথম যে বস্তু প্রবেশ করে ও পরে চিত্ত কঠিন হইলেও যাহা বিদ্যমান থাকে এবং পুনর্ব্বার অন্য বিষয়ের সংযোগে চিত্ত দ্রবীভূত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইলেও যাহা প্রথম বিষয়াকার পরিত্যাগ করে না তাহাই বাসনা। ইহাকেই রসশাস্ত্রে স্থায়ী ভাব বলা হয়। ভক্তিরসায়নে উক্ত আছে,

স্থায়িভাবগিরাতোঽসৌ বস্ত্বাকারোঽভিধীয়তে।
ব্যক্তশ্চ রসতামেতি পরানন্দতয়া পুনঃ॥ (১।৯)

অর্থাৎ (দ্রবীভূত চিত্তে প্রবিষ্ট বিষয়াকার অবিনশ্বর বলিয়া) এই যে চিত্তের বিষয়াকারতা তাহাই স্থায়ী ভাব শব্দে কথিত হয়। এবং উহাই বিভাবাদিসংযোগে পরমানন্দরূপে অভিব্যক্ত হইয়া রসতা প্রাপ্ত হয়। ভগবানই স্বয়ং ভক্তের দ্রুতচিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া স্থায়িভাবত্ব প্রাপ্ত হন ও পরে পরিপূর্ণ রসরূপে অভিব্যক্ত হন। অতএব ভক্তিরস যে পরমানন্দস্বরূপ সে বিষয়ে কোন বিপ্রতিপত্তি নাই।

শৃঙ্গারাদি অন্যান্য প্রাকৃত রসও যে আনন্দময় তাহার কারণ এই যে, জড়ের মধ্যেও চৈতন্য অনুস্যূত থাকে ও সেই বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যই সত্ত্বগুণের উদ্রেক বশতঃ চিত্ত বিগলিত হইলে, উহাতে প্রতিফলিত হয় এবং পরে স্থায়ী ভাব ও রসরূপে পরিণত হয়। সেইজন্য উক্ত আছে,

কান্তাদিবিষয়েঽপ্যস্তি কারণং সুখচিদ্ঘনম্।
কার্য্যাকারতয়া ভেদেঽপ্যাবৃতং মায়য়া স্বতঃ॥ (১।১১)

অর্থাৎ কান্তাদিবিষয়ক লৌকিক শৃঙ্গার রসে যে আনন্দ আস্বাদন হয় তাহার কারণও চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মই। সেই পরমানন্দ মায়াদ্বারা আবৃত হয় বলিয়াই উহা নানা কার্য্য বা উৎপন্ন দ্রব্যরূপে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু সত্ত্বগুণের সাময়িক উদ্রেকে চিদাবরণ ভঙ্গ হইলে আত্মার স্বরূপ প্রকাশ হয় ও শৃঙ্গার রসেও আনন্দ অনুভূত হয়, ইহাই শ্লোকের তাৎপর্য্য। এখানে বুঝিবার বিষয় এই যে, তখন সাত্ত্বিক মনোবৃত্তি সমুদ্ভূত হইয়া সেই বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে প্রকাশিত করে, কিন্তু তাহারও পরম আশ্রয়ভূত পরমানন্দস্বরূপ চৈতন্য প্রকাশিত না হওয়ায় তখন রসানুভবকর্ত্তার সদ্যোমুক্তি হয় না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তিরসে আনন্দের সাতিশয় আধিক্য, যথা, 'অত এব অনবচ্ছিন্ন-চিদানন্দঘনস্য ভগবতঃ স্ফুরণাদ্ভক্তিরসে অত্যন্তাধিক্যমানন্দস্য ; লৌকিক-রসে তু বিষয়াবচ্ছিন্নস্যৈব চিদানন্দাংশস্য স্ফুরণাৎ তত্রানন্দস্য ন্যূনতৈব ; তস্মাদ্ভক্তিরস এব লৌকিকরসানুপেক্ষ্য সেব্য ইত্যর্থঃ।' (১।১৩ টীকা)। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ভক্তিরস লৌকিক অন্যান্য রসের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। কারণ ভক্তিরসে অনবচ্ছিন্ন চিদানন্দের প্রকাশ হয়। কিন্তু লৌকিক রসে সেই সেই বিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যেরই প্রকাশ, ইহাই বেদান্তসম্মত রসনিষ্পত্তি। ভক্তিরসায়নে সাংখ্যসিদ্ধান্ত অবলম্বনপূর্ব্বক রসস্বরূপও ব্যাখাত হইয়াছে।

সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন যে, সকল বস্তুই জগতে সুখ দুঃখ মোহাত্মকরূপে অনুভূত হয়। ইহার কারণ, সকল বস্তুই সত্ত্বরজঃতমোময়ী প্রকৃতির কার্য্য। সত্ত্বগুণের কার্য্য সুখ, রজোগুণের কার্য্য দুঃখ ও তমোগুণের কার্য্য মোহ। যে বস্তু যেরূপ স্বভাব-বিশিষ্টরূপে প্রতীত হয়, সেই বস্তু তদনুরূপ একই উপাদান হইতে উদ্ভূত--যেমন মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘটাদির কারণ মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নহে। এখানেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। জগদুপাদান যখন ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি তখন তাহা হইতে যাহা কিছু উদ্ভূত হইবে তাহাতে ত্রিগুণের কার্য্য সুখ, দুঃখ ও মোহ অনুভূত হইবে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, একই কামিনীতে সত্ত্বগুণের ভাগ অভিব্যক্ত হয় বলিয়া স্বামী তাহার সত্ত্বাংশ গ্রহণ করিয়া সুখানুভব করে, সপত্নীর প্রতি রজোগুণের উদ্রেক হয়, এই জন্য সপত্নী তাহার রজোগুণের অংশ গ্রহণপূর্ব্বক দুঃখ অনুভব করে ও যে অপর ব্যক্তি সেই কামিনীকে কামনা করে কিন্তু পায় না তাহার সম্বন্ধে তমোগুণের অভিব্যক্তি হয় বলিয়া তমোঽংশ গ্রহণ করিয়া সেই পুরুষ মোহ অনুভব করে। একই বস্তুতে যে উপলব্ধির ভেদ তাহা বাসনা বা সংস্কারভেদেই ঘটিয়া থাকে। কুমারিলভট্টপাদ বলেন,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরিব্রাট্‌কামুকশুনামেকস্যাং প্রমদাতনৌ।
কুণপঃ কামিনী ভক্ষ্যা ইতি তিস্রো বিকল্পনাঃ॥

অর্থাৎ একই নারীদেহে পরিব্রাজক (সন্ন্যাসী) কামুক ও কুক্কুরের তিন প্রকার কল্পনা হয়—সন্ন্যাসী ভাবেন ইহা একটা মৃত শরীরমাত্র অতএব ঘৃণ্য, কামুক পুরুষ ভাবে যে ইনি কামিনী, অতএব তাহার ভোগ্য, কুকুর মনে করে উহা তাহার খাদ্য দ্রব্য।

এইরূপে প্রত্যেক বস্তুই সুখ দুঃখ মোহাত্মক। যখন মানসে বস্তুর সুখাকার প্রবেশ করে, তখন সেই সুখাকার স্থায়িভাব প্রাপ্ত হইয়া পরে রসাকারে পরিণত হয়। সত্ত্বগুণের উদ্রেক ভিন্ন চিত্ত দ্রবীভূত হয় না, চিত্তদ্রব ভিন্ন ক্রোধাদি ভাবের উদয় হয় না। সত্ত্বগুণ স্বভাবতঃই সুখময়—অতএব বুঝা যায় যে সত্ত্বগুণ হইতে উত্থিত কাম ক্রোধাদি সুখময়, তবে রজঃ ও তমোগুণের মিশ্রণে তরতমতাহেতু সকল রসে তুল্য সুখানুভব হয় না।

নৈয়ায়িকগণ বলেন, মন নিত্য, নিরবয়ব ও পরমাণুর মত সূক্ষ্ম পদার্থ। অতএব সাবয়ব স্থূল জতুর মত উহার দ্রবীভাব ও বিষয়াকারে পরিণতি সম্ভব নহে। নিরবয়ব বস্তুর হ্রাস বা বৃদ্ধিও সম্ভব নহে। সেই জন্য উক্ত স্থায়িভাব নিরূপণ অসঙ্গত হইতেছে। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ সূচনা করিয়া ভক্তিরসায়নে একটী কারিকা দৃষ্ট হয়, যথা—

পরমাণ্বেকরূপত্ত্ব চিত্তং ন বিষয়াকৃতি।
ইত্যাদি মতমন্যেষামপ্রামাণ্যাদুপেক্ষিতম্॥ (১।১৯)

অর্থাৎ তার্কিকগণ বলেন, চিত্ত পরমাণুতুল্য বা পরম সূক্ষ্ম, এইজন্য উহা দৃশ্য বিষয়-আকারে আকারিত হইতে পারে না। যাহাদের এই মত ও যাঁহারা (প্রভাকর সম্প্রদায়) চিত্তকে বিভু বলেন ও যে বৌদ্ধগণ পরবর্ত্তী জ্ঞানের উৎপাদক অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

জ্ঞানই মনের স্বরূপ বলিয়া থাকেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্তে কোন প্রমাণ না থাকায় সেই সকল মত উপেক্ষিত হইতেছে। মহর্ষি গৌতম ন্যায়দর্শনে মনের লক্ষণ নিরূপণপ্রসঙ্গে এই সূত্রটী উল্লেখ করিয়াছেন. যথা, 'যুগপজ্‌জ্ঞানানুৎপত্তির্মনসো লিঙ্গম্‌' (১।১।১৬)। অর্থাৎ এককালে একাধিক জ্ঞানের অনুৎপত্তিই মনের লক্ষণ। তাৎপর্য্য এই যে, এক ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সময় কোন পদার্থকে প্রত্যক্ষ করা যায়, সে সময় অন্য ইন্দ্রিয় অপর বিষয়ের প্রত্যক্ষ জন্মায় না। যখন নয়নদ্বারা কোন বস্তু দর্শন করা যায়, তখনই নাসিকাদ্বারা ঘ্রাণগ্রহণ সম্ভব নহে. কারণ মন পরমাণুর মত সূক্ষ্ম বলিয়া এককালে বহু বিষয়ের সহিত উহার সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে, অথচ মনের সংযোগ ভিন্ন কোন ইন্দ্রিয়ই বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। প্রত্যেক জীবের মন যে একটী ও অণু তাহাও মনের পরীক্ষায় উক্ত আছে, 'জ্ঞানাযৌগপদ্যাদেকং মনঃ' ও 'যথোক্তহেতুত্বাচ্চাণু' (৩।২।৫০,৫৩)। অর্থাৎ সমকালে যখন দুইটী বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না তখন মন যে এক কিন্তু বহু নহে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, অভিনয় দর্শনকালে সঙ্গীতশ্রবণ ও চক্ষুদ্বারা অভিনয় দর্শন উভয়ই হইয়া থাকে, ইহা হইতে বুঝা যায় যে মন একাধিক, কারণ মনের সংযোগ ব্যতীত দুইটী বিষয়ের জ্ঞান সম্ভব নহে। তদুত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, একটী বিষয়জ্ঞানের অব্যবহিত পরেই অন্য বিষয়ে জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু এত শীঘ্র উহা ঘটিয়াছে যে, তাহা বোধের বিষয় হয় নাই। যেমন সূচীদ্বারা পদ্মের দল-সমূহ বিদ্ধ হইলে মনে হয় এককালেই সকল দল বিদ্ধ হইয়াছে, বস্তুতঃ কিন্তু শীঘ্র বিদ্ধ হওয়ায় কালের সূক্ষ্ম ক্রম বা পারম্পর্য্য মন গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় নাই। সেইরূপ অভিনয়দর্শনকালেও হইয়া থাকে। মন নানা বা বৃহৎ হইলে এককালে নানা ইন্দ্রিয়ের বিষয়সান্নিধ্যবশতঃ সমকালেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নানাজ্ঞান জন্মাইত। কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে উহা অসম্ভব, সেইজন্য মন অণু।

বৈশেষিকদর্শনেও মহর্ষি কণাদ মনের অণুত্ব ও একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, যথা, 'প্রযত্নাযৌগপদ্যাজ্ জ্ঞানাযৌগপদ্যাচ্চৈকং' (৩।২।৩)। অর্থাৎ যদি একই শরীরে বহু মন থাকিত তাহা হইলে জ্ঞানপ্রযত্ন বহু হইত অর্থাৎ বহু ইন্দ্রিয় জ্ঞান জন্মাইত। তবে যে নর্ত্তকীর করচরণের অঙ্গুলি প্রভৃতিতে যুগপৎ কর্ম্মদর্শনে একই কালে বহু ক্রিয়া উৎপন্ন হইতেছে মনে হয়, তাহা ভ্রম। মন অতিশীঘ্র সেই সেই ইন্দ্রিয়ে সঞ্চারিত হইয়া পরপর ক্রিয়া সম্পাদন করে বলিয়াই তাদৃশ হস্তপদাদির সঞ্চালন দেখা যায়। বৈশেষিক সূত্রোপস্কারে শ্রীশঙ্করমিশ্র এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

অপর একটী সূত্রে উক্ত আছে, 'তদভাবাদণু মনঃ' (৭।১।২৩)। অর্থাৎ বিভুত্বের অর্থাৎ সকল মূর্ত্ত দ্রব্যের সহিত সংযোগের অভাব বশতঃ মন অণু। বৈশেষিক দর্শনের প্রাচীনাচার্য্য পদার্থসংগ্রহকার প্রশস্তপাদও দ্রব্যপদার্থনিরূপণপ্রসঙ্গে মনঃপ্রকরণে বলেন, 'তস্য (মনসঃ)... প্রযত্নজ্ঞানাযৌগপদ্যবচনাৎ প্রতিশরীরমেকত্বং সিদ্ধম্। পৃথক্ত্বমপ্যত এব। তদভাববচনাদণুপরিমাণম্।' ইহাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, আরম্ভবাদপ্রস্থানে মন প্রতিদেহে একটী, পৃথক ও পরমাণুর মত সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তিত হইয়াছে।

বৈদান্তিকগণ বলেন যে, একটী ইন্দ্রিয় যে একই সময়ে একই জ্ঞান জন্মায় তাহা সত্য, কিন্তু বিভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা এক সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানের উৎপত্তি অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, জগতে দেখা যায় যে, দীর্ঘ শস্কুলী (পিষ্টকবিশেষ) ভক্ষণকারীর একই সময়ে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের অনুভূতি হয়।

শ্রীপাদ মধুসূদনসরস্বতী তার্কিকগণের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত উপেক্ষা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

করিয়া মন যে মধ্যমপরিমাণ তাহাই স্থাপন করিয়াছেন। বেদান্তে ও সাংখ্য শাস্ত্রে মন যে সাবয়ব ও উহার যে বিষয়াকার গ্রহণের যোগ্যতা আছে তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। যদিও তাঁহাদের মধ্যে মনের উৎপত্তি-সম্বন্ধে মতভেদ আছে, অর্থাৎ বেদান্তমতে মন ভৌতিক বা পঞ্চভূতের সাত্ত্বিকাংশ হইতে উৎপন্ন। সাংখ্যমতে উহা অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন, তথাপি মন যে দর্পণের মত বিষয়ের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে পারে, সে বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত প্রমাণ-সিদ্ধ।

গলিত তাম্র যেরূপ প্রতিমাদির ছাঁচে পতিত হইয়া তদ্রূপ আকার ধারণ করে, সেইরূপ চিত্তও যখন যে বিষয়ে গমন করে তখন তদ্রূপ আকারে আকারিত হয়। পুরুষেরও সেইরূপ অভিমান হয়। ভগবান্ পতঞ্জলি যোগ-দর্শনে 'বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র' (১।৪) সূত্রে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। মহামতি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতিমিশ্র মহোদয় তত্ত্ববৈশারদী টীকায় বলেন, 'জপাকুসুমস্ফটিকয়োরিব বুদ্ধিপুরুষয়োঃ সন্নিধানাদভেদগ্রহে বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুরুষে সমারোপ্য শান্তোঽস্মি দুঃখিতোঽস্মি মূঢ়োঽস্মি ইতি অধ্যবস্যতি। যথা মলিনে দর্পণতলে প্রতিবিম্বিতং মুখং মলিনমারোপ্য শোচত্যাত্মানং মলিনোঽস্মীতি' ইত্যাদি।

বুদ্ধি ও পুরুষ পরস্পর অত্যন্ত সমীপবর্ত্তী বলিয়া জবাফুল ও স্ফটিকের মত ঐ দুইটী অভিন্ন দৃষ্ট হয়। তখন বুদ্ধির বৃত্তিসমূহকে পুরুষে আরোপিত করিয়া মানুষ আপনাকে কখন শান্ত, কখন দুঃখিত ও কখন মূঢ় মনে করে, কারণ শান্তি, দুঃখ ও মোহ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ধর্ম্ম, কিন্তু পুরুষ এই সকল ধর্ম্মদ্বারা অস্পৃষ্ট—অতএব তিনি স্ফটিকের মত নির্লেপ ও অসঙ্গ। যেমন মানুষ একটী মলিন দর্পণে তাহার মুখের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া মনে করে তাহার মুখ মলিন ও তজ্জন্য শোক করে, পুরুষও সেইরূপ প্রকৃতির ধর্ম্ম আপনাতে আরোপিত করিয়া আপনাকে সুখী, দুঃখী প্রভৃতি রূপে মনে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করে। ইহাদ্বারা পুরুষে বৃত্তিপ্রতিবিম্বপাতে তিনি যে তদাকারে আকারিত হন তাহা বুঝা গেল।

ভরতমুনি-প্রণীত নাট্যশাস্ত্রের প্রাচীন ব্যাখ্যাতা ভট্টনায়ক সাংখ্যসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়াই রসসূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশের প্রদীপ টীকায় উক্ত আছে, 'সত্ত্বরজস্তমসাং গুণানামুদ্রেকেণ ক্রমাৎ সুখ-দুঃখ-মোহাঃ প্রকাশ্যন্তে। উদ্রেকশ্চ স্বেতরাবভিভূয়াবস্থানমিতি সাংখ্যসিদ্ধান্তানুসারেণ বিবৃণুতে।' অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের উদ্রেকবশতঃ ক্রমে সুখ, দুঃখ ও মোহ প্রকাশিত হয়। উদ্রেক বলিতে এখানে অন্য দুইটী গুণকে অভিভূত করিয়া যে একটী গুণের প্রাদুর্ভাব তাহা বুঝায়। এইরূপ সাংখ্য দর্শনের সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া ভট্টনায়ক ভরতমুনির রসসূত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন।

যে হেতু দ্রবীভূত চিত্তে বাহ্যবস্তু বিনষ্ট হলেও উহার মনোময় আকারটী বিনষ্ট হয় না, সেই হেতু উহা স্থায়ী ভাব, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ভক্তিরসে ভগবানই ভক্তের দ্রবীভূত চিত্তে প্রতিবিম্বিত হইয়া স্থায়িভাবত্ব ও রসত্ব প্রাপ্ত হন। এরূপ ভক্তের অন্য কিছু করণীয় থাকে না। ভক্তিরসায়নে উক্ত আছে,

> ভগবন্তং বিভুং নিত্যং পূর্ণং বোধসুখাত্মকম্।
> যদ্গৃহ্ণাতি দ্রুতং চিত্তং কিমন্যদবশিষ্যতে ॥ (১।২৯)

অর্থাৎ ভগবদ্ভাবে বিগলিত চিত্ত যদি সর্ব্বব্যাপী, সনাতন, পূর্ণ-চিদানন্দস্বরূপ ভগবানকে গ্রহণ করে, তবে তাহার আর কোন কৃত্যই থাকে না। ভগবান্ চিত্তে প্রবেশ করিলে অনাদিকালসঞ্চিত অসংখ্য বিষয়াকারসকল তাঁহার দ্বারা অভিভূত হয়—কেবল তিনিই একমাত্র প্রকাশ পাইতে থাকেন। 'এতাদৃশেন ভগবদাকারেণ মনোগতেন অনাদিকালপ্রবিষ্টাসংখ্যবিষয়াকারাণাং কবলীকরণাৎ তন্মাত্রপরিস্ফূর্ত্ত্যা কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ (টীকা)।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যে চিত্ত সাতিশয় কঠিন তাহা কোনরূপ বিষয়াকার ধারণ করে না। শিথিল কোমল চিত্ত বিষয়াকার গ্রহণ করিলেও উহাতে সংস্কার জন্মায় না। তাদৃশ জ্ঞানসম্বন্ধে দার্শনিকগণ একটী পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেন। উহাকে তাহারা উপেক্ষ্যজ্ঞান বলেন। ন্যায়দর্শনের বার্ত্তিকে উক্ত আছে, 'যন্ন সুখসাধনং ন দুঃখসাধনং তদেবোপেক্ষণীয়ম্' ইতি। অর্থাৎ যাহা সুখও জন্মায় না, দুঃখও জন্মায় না, তাহা উপেক্ষার যোগ্য। সুখসাধনে যে রাগ ও দুঃখসাধনে যে দ্বেষ তাহাই সংস্কার জন্মায়, কিন্তু উভয়ের অভাবে চিত্ত দ্রবীভূত হয় না বলিয়া সংস্কার জন্মায় না। কঠিন প্রস্তরাদি বস্তুতে যেমন বীজ অঙ্কুরিত হয় না—কঠিন হৃদয়েও তদ্রূপ। টীকার শেষে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,

'এতাবান্ হি সর্ব্বেষাং শাস্ত্রাণাং রহস্যভূতোঽর্থঃ—যদ্বিষয়াকারতা-নিরাকরণপূর্ব্বকং চিত্তস্য ভগবদাকারতাসম্পাদনম্। সর্ব্বেষামপি শাস্ত্রাণামত্রৈব ব্যাপারভেদেন পর্য্যবসানাৎ (১।৩০)।' অর্থাৎ সকল শাস্ত্রের এই পর্য্যন্তই নিগূঢ় তাৎপর্য্য যে, চিত্তের বিষয়াকারতা নিরসনপূর্ব্বক দ্রবীভূত করিয়া উহার ভগবদাকারতাসম্পাদন, কারণ ভগবদ্ভাবে চিত্ত ভাবিত করাতেই সকল শাস্ত্রের পর্য্যবসান দৃষ্ট হয়, কেবল সাধনপ্রণালী ভিন্ন।

গীতার 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' এই শ্লোকের টীকাতেও শ্রীপাদ মধুসূদনসরস্বতী ভঙ্গিক্রমে এই কথাই বলিয়াছেন, যথা, 'সর্ব্বেষাং তু শাস্ত্রাণাং পরমং রহস্যমীশ্বরশরণতৈব, তত্রৈব শাস্ত্রপরিসমাপ্তির্ভগবতা কৃতা'। অর্থাৎ সকল শাস্ত্রের পরম রহস্য ঈশ্বরে শরণাগতি, তাহাতেই ভগবান্ গীতাশাস্ত্রের সমাপ্তি করিয়াছেন। শরণাগতি বা ভক্তিযোগেই যে গীতাশাস্ত্রের পর্য্যবসান তাহা স্পষ্টই দৃষ্ট হয়। ভক্তিরসায়নের বাক্যের সহিত গীতার টীকার একবাক্যতা আছে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, ভগবানে চিত্ত দ্রবীকরণেই সকল শাস্ত্রের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাৎপর্য্য। প্রাকৃত ভোগ্য বিষয়ে সাধনাদ্বারা নিরন্তর চিত্তের কঠিনতা ও ভগদ্বিষয়ে দ্রবতাসম্পাদন করাই প্রত্যেক সাধকের কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ, বিচার করিলে বুঝা যায় যে, চিত্তের ভগবদাকারতা স্বাভাবিক, কিন্তু বিষয়াকারতাই আগন্তুক; কারণ, জাগরণকালে চিত্ত স্থূলবিষয়াকারে আকারিত হয়, স্বপ্নে মনোগত বাসনানিবন্ধন সূক্ষ্মবিষয়ে ভাবিত হয়, সুষুপ্তিদশায় চিত্ত নির্ব্বিষয় হয়; এইরূপে দেখা যায়, একরূপ বিষয় চিত্তে স্থান পায় না।

অবস্থাভেদে চিত্তের আকারও ভিন্ন হয়। কিন্তু চিত্তের মূল কারণ যে মায়া, সেই মায়ার আশ্রয় সর্ব্বান্তর্যামী বিভু ভগবান্। তিনি সকল বস্তুতে অনুস্যূত আছেন। ব্যাপক বলিয়া আকাশ যেমন ঘটে অনুগত আছে, তদ্রূপ ভগবান বিভু বা ব্যাপক বলিয়া চিত্তে স্বভাবতঃই অনুপ্রবিষ্ট আছেন, সেই জন্য শ্রুতি 'হৃদয়' শব্দের নিরুক্তিও এইরূপ করিয়াছেন 'হৃদি অয়ম্ ইতি তস্মাৎ হৃদয়ম্' (ছান্দোগ্য উঃ ৮।৩।৩) অর্থাৎ সেই হৃদয়শব্দের ইহাই নিরুক্ত বা যৌগিকার্থ যে, হৃদয়ে এই আত্মা আছেন সেই জন্যই হৃদয় বলা হয়। অতএব চিত্তের ভগবদাকারতা আকাশের পূর্ণতার ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ। সাধনশাস্ত্রের প্রয়োজনই হইল ভগবদাকারতার প্রতিকূল বা বিরোধী যে বিষয়াকারতা তাহা নিরাকরণপূর্ব্বক চিত্তের স্বাভাবিক অবস্থা সম্পাদন করা।

জীব নিত্যমুক্তস্বভাব, সাধনার দ্বারা অবিদ্যানিবৃত্তি হইলে তাহার মুক্ত স্বরূপ যেমন প্রকাশিত হয় মাত্র, সেইরূপ সাধনভক্তিদ্বারা বিষয়াকারতা নিরাকৃত হইলে চিত্তের স্বাভাবিক অবস্থা ভগবদাকারতা প্রকটিত হয়। নিখিল ভাগবতশাস্ত্র নির্ম্মন্থন করিয়া শ্রীপাদ মধুসূদনসরস্বতী ভক্তিরসায়নে সাধনার বিভিন্ন ভূমিকা উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহারা এ বিষয় সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা মূলগ্রন্থ দেখিবেন। উহাতে একাদশটী ভূমিকা দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে সাতটী সাধন ও অপর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চারিটী তাহারই ফল। একাদশ ভূমিকায় প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হইয়াছে। 'প্রেম্নোঽথ পরমা কাষ্ঠা প্রাণপরিত্যাগাবধি বিরহাসহিষ্ণুতারূপা' —অর্থাৎ প্রেমের তাহাতে পরাকাষ্ঠা—যাহাতে ভগবানের বিরহ এতাদৃশ তীব্র ও অসহনীয় হয় যে, শেষে প্রাণপরিত্যাগও ঘটে। ইহার দৃষ্টান্ত শ্রীরাসলীলায় সাধনসিদ্ধা গোপী।

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ॥

এই শ্লোকটীতে সাধনসিদ্ধা গোপীগণের বিরহে প্রাণত্যাগের সংবাদ শ্রীভাগবত প্রদান করিয়াছেন। শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামীও শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে গোপীগণের প্রেমপ্রকর্ষ দেখাইতে বলিয়াছেন, 'অত্র চ ভক্তচিত্তাকর্ষণমেবং সম্ভবতি, অহো তাদৃশোঽসৌ শ্রীকৃষ্ণমধুরিমা যেন তাঃ স্বসাক্ষাৎকারায় প্রাণানপি ত্যাজ্যন্তে স্মেতি'। অর্থাৎ এই লীলাদ্বারা ভক্তগণের শ্রীভগবানের প্রতি চিত্তাকর্ষণ সম্ভব হয়। তাঁহারা ভাবিবেন যে শ্রীকৃষ্ণে এমনই কোন অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য আছে যে, গোপীগণ তাঁহার বিরহে অসহিষ্ণু হইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন (১৪৫ অনুচ্ছেদ)।

ভক্তিরসায়নের দ্বিতীয় উল্লাসে ভক্তির অবান্তর ভেদ বলা হইয়াছে। চিত্তদ্রবের কারণভেদে ভক্তির আকারও ভিন্ন হয়। রতি (কাম) শৃঙ্গাররসের স্থায়ী ভাব, আবার ক্রোধ রুদ্ররসের স্থায়ী ভাব। যদিও ভক্তি এক প্রকার, কিন্তু স্থায়িভাবের ভেদানুসারে রসেরও ভেদ হইয়া থাকে। ভগবানে রতি অন্যান্য স্থায়ী ভাবের সহিত মিশ্রিত হইলে এক অপূর্ব্ব বিচিত্র রসের আবির্ভাব হয়, যেমন বিচিত্র পুষ্পের দ্বারা মাল্য নির্ম্মিত হইলে সুন্দর দেখায়, ইহাও তদ্রূপ।

রসান্তরবিভাবাদিসংকীর্ণা ভগবদ্রতিঃ।
চিত্ররূপরসত্বাদ্য রসতাং প্রতিপদ্যতে॥ (২।৭৩)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কিন্তু যখন ভগবদ্রতি অন্যান্য শৃঙ্গারাদি স্থায়ী ভাবের সহিত সম্বন্ধশূন্য হইয়া স্বরূপভাক্ বা কেবল ভগবানকে আলম্বন করে, তখন দশম রস বা ভক্তিরসরূপে অভিব্যক্ত হয় ; যেমন সনক, সনাতন প্রভৃতির রতি। যথা,

'রসান্তরবিভাবাদিরাহিত্যে তু স্বরূপভাক্।
দশমীমেতি রসতাং সনকাদেরিবাধিকাম্ ॥ (২।৭৪)

তাৎপর্য্য এই যে, শৃঙ্গারাদি নবরস ভরতমুনিদ্বারা স্বীকৃত বলিয়া কাব্যপ্রকাশকার প্রভৃতি প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ সকলেই উহা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু ভক্তির রসতা পূর্ব্বে স্বীকৃত হয় নাই। দেবাদিবিষয়ক রতিকে ভাব সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু উহা রস বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। সেই জন্য পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ পূর্ব্বপক্ষরূপে বলিয়াছেন, অথ কথমেত এব রসাঃ ভগবদালম্বনস্য রোমাঞ্চাশ্রুপাতাদিভিরনুভাবিতস্য হর্ষাদিভিঃ পরিপোষিতস্য ভাগবতাদিপুরাণশ্রবণসময়ে ভগবদ্ভক্তৈরনুভূয়মানস্য ভক্তিরসস্য দুরপহ্নবত্বাৎ। ভগবদনুরাগরূপা ভক্তিশ্চাত্র স্থায়ী ভাবঃ। ন চাসৌ শান্তরসেঽন্তর্ভাবমর্হতি, অনুরাগস্য বৈরাগ্যবিরুদ্ধত্বাৎ। উচ্যতে ; ভক্তের্দেবাদিবিষয়রতিত্বেন ভাবান্তর্গততয়া রসত্বানুপপত্তেঃ।...ভরতাদিমুনিবচনানামেবাত্র রসভাবত্বাদিব্যবস্থাপকত্বেন স্বাতন্ত্র্যাযোগাৎ।' (রসগঙ্গাধর কাশী সংস্করণ ৭৫—৭৬ পৃঃ)।

অর্থাৎ যদি কেহ শঙ্কা করে যে, কেন শৃঙ্গারাদি নয়টীই রস হইবে ? আর ভগবানই যে রসের বিষয় আলম্বন, পুলক নয়নজল যাহার অনুভাব ও হর্ষাদি ব্যভিচারী ভাবদ্বারা পুষ্ট যে ভক্তিরস ভাগবতাদি গ্রন্থ শ্রবণকালে ভক্তগণ অনুভব করেন তাহা কেন রস হইবে না ? ভগবানে অনুরাগরূপ ভক্তি এখানে (ভক্তিরসে) স্থায়ী ভাব হইতে পারে। অনুরাগ বিরাগের বিরুদ্ধ বলিয়া উহা শান্তরসেরও অন্তর্গত হইতে পারে না। হাঁ, বলিতেছি, ভক্তি দেবাদিবিষয়ক রতি বলিয়া ভাবের অন্তর্ভুক্ত হইবে, কিন্তু উহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রসসংজ্ঞালাভ করিতে পারে না। রসত্ব ও ভাবত্ব প্রভৃতির ব্যবস্থাবিষয়ে ভরত প্রভৃতি মুনিগণের বাক্যই প্রমাণ—এ বিষয়ে আমাদের কোন স্বাধীনতা নাই। কিন্তু ভক্তিরসায়নে ভক্তিকে দশম রস বলা হইয়াছে। ভগবান 'রসো বৈ সঃ' বা রসরূপে শ্রুতিতে কীর্ত্তিত হইয়াছেন, সেই পরমানন্দস্বরূপকে বিষয়রূপে আলম্বন করিয়া যদি ভগবদ্রতি রসতা প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা অসমীচীন আর কিছু নাই। ভক্তিরসায়নে দুইটী শ্লোকে উহার সমাধান দৃষ্ট হয়, যথা,

রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথোর্জ্জিতঃ।
ভাবঃ প্রোক্তো রসো নেতি যদুক্তং রসকোবিদৈঃ॥
দেবান্তরেষু জীবত্বাৎ পরানন্দাপ্রকাশনাৎ।
তদ্‌যোজ্যং পরমানন্দরূপে ন পরমাত্মনি॥ ২।৭৫-৭৬

অর্থাৎ রসজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন যে, দেবাদিবিষয়ে অর্থাৎ দেবতা মুনি ও গুরুজন প্রভৃতিবিষয়ে যে রতি এবং ঐ সকল বিষয়ে প্রধান রূপে অভিব্যক্ত যে ব্যভিচারী ভাব, উহারা রসতা প্রাপ্ত হয় না কিন্তু ভাব সংজ্ঞাই লাভ করে। তাঁহাদের এইপ্রকার উক্তি দেবতা (ইন্দ্রাদি) বিষয়েই প্রযোজ্য, কিন্তু পরমানন্দস্বরূপ ভগবানে নহে, কারণ দেবতারা জীব বলিয়া তাহাতে পরমানন্দের প্রকাশ নাই।

সাহিত্যদর্পণেও দৃষ্ট হয়,

সঞ্চারিণঃ প্রধানানি দেবাদিবিষয়া রতিঃ।
উদ্বুদ্ধমাত্রঃ স্থায়ী চ ভাব ইত্যভিধীয়তে॥

শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামীও প্রীতিসন্দর্ভে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই স্থাপন করিয়াছেন। যথা, 'যত্তু প্রাকৃতরসিকৈ রসসামগ্রীবিরহাদ্ভক্তৌ রসত্বং নেষ্টং তৎ খলু প্রাকৃতদেবাদিবিষয়মেব সম্ভবেৎ' (১১০ অনুচ্ছেদ)।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ প্রাকৃতরসিকগণ রসসামগ্রীর (কারণসমষ্টির) অভাব নিবন্ধন ভক্তির রসত্ব অঙ্গীকার করেন নাই, তাহা প্রাকৃত দেবাদিবিষয়েই সম্ভব হইতে পারে।

যাহা হোক্, ভক্তিরসায়নের বিচারের ধারা হইতে উপলব্ধি হয় যে, শৃঙ্গারাদি নবরস ভিন্ন দশম ভক্তিরস স্বীকৃত হইয়াছে। সেই জন্য প্রথম উল্লাসের প্রথম শ্লোকেই উক্ত আছে। 'নবরসমিলিতং বা কেবলং বা পুমর্থং', অর্থাৎ ভগবদ্রতি রূপে স্থায়িভাব অন্যান্য রসের স্থায়িভাবের সহিত মিলিত হউক অথবা উহা স্বতন্ত্ররূপে ভগবানকে আলম্বন রূপে গ্রহণ করিয়া দশম রস রূপে অভিব্যক্ত হউক, ভক্তিযোগ পরম পুরুষার্থ। শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মুখ্য ও গৌণ ভেদে দ্বাদশ প্রকার ভক্তিরস স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে প্রাকৃত রস স্বীকৃত হয় নাই, উহা আলম্বনের বিরূপতা বশতঃ যথার্থ রসসংজ্ঞা লাভ করিতে পারে না। শৃঙ্গার (মধুর) বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য ও শান্ত—এই পঞ্চ প্রকার রস মুখ্য। এতদ্ভিন্ন সপ্ত প্রকার রস গৌণ। সেই জন্য ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে উক্ত আছে,

মুখ্যস্তু পঞ্চধা শান্তঃ প্রীতঃ প্রেয়াংশ্চ বৎসলঃ।
মধুরশ্চেত্যমী জ্ঞেয়া যথাপূর্ব্বমনুত্তমাঃ॥
হাস্যোঽদ্ভুতস্তথা বীরঃ করুণো রৌদ্র ইত্যপি।
ভয়ানকঃ সবীভৎস ইতি গৌণশ্চ সপ্তধা॥

এবং ভক্তিরসো ভেদাদ্দ্বয়োর্দ্বাদশধোচ্যতে। (দক্ষিণ ৫ লহরী ৬৪)

অর্থাৎ মুখ্য ভক্তিরস পাঁচ প্রকার। যথা, শান্ত, প্রীত (দাস্য), প্রেয় (সখ্য), বৎসল ও মধুর, কিন্তু এই পাঁচের পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রম অনুসারে কনিষ্ঠতা বুঝিতে হইবে। শান্ত হইতে দাস্যের উত্তমতা—ইত্যাদি।

হাস্য, অদ্ভুত, বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক, বীভৎস—এই সপ্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রস গৌণ। পুরাণশাস্ত্রে এই সকল রস ব্যভিচারিভাবের অন্তর্ভূত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার রসই দৃষ্ট হয়। সেখানে ভাব ও রসের ভেদ এই রূপ কথিত আছে,

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ॥
ভাবনায়াঃ পদে যস্তু বুধেনানন্যবুদ্ধিনা।
ভাব্যতে গাঢ়সংস্কারৈশ্চিত্তে ভাবঃ স কথ্যতে॥ দক্ষিণ ৫।৭৯

অর্থাৎ কারণ ও কার্য্যরূপে ভাব ও রস সম হইলেও উহাদের ভেদ নিরূপিত হইয়াছে। ভাবনামার্গ অতিক্রমপূর্ব্বক যাহা চমৎকার-আতিশয্যের আধারস্বরূপ হইয়া শুদ্ধসত্ত্ববিশেষদ্বারা পবিত্র ও উজ্জ্বল স্বকীয় হৃদয়ে আস্বাদিত হয় তাহাই রস। রসের সার বস্তু চমৎকার—বা চিত্তের স্ফারতা বা বিস্তার। এই চমৎকারিতা মলিন হৃদয়ে অনুভূত হয় না, সেইজন্য সাধনভক্তিদ্বারা চিত্ত শোধিত ও প্রসন্ন হইলে এবং রাগদ্বেষ প্রভৃতি চিত্তদোষ অপগত হইলে শুদ্ধসত্ত্ব তাদৃশ চিত্তে আবির্ভূত হইবার যোগ্যতা লাভ করে। তাদৃশ চিত্ত তখন উজ্জ্বলতা বা শুদ্ধসত্ত্ব-আবির্ভাবে সর্ব্বজ্ঞানের আধার হইয়া উঠে। সেইজন্য ভাবভক্তির লক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন, 'শুদ্ধসত্ত্বং নাম যা ভগবতঃ সর্ব্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তেঃ সংবিদাখ্যা বৃত্তিঃ। নতু মায়াবৃত্তি-বিশেষঃ।' (দুর্গমসঙ্গমনী টীকা, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু পূর্ব্ব ২।১)

অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব বলিতে ভগবানের স্বরূপশক্তির সর্ব্বপ্রকাশিকা সংবিৎ নামে বৃত্তি। উহা মায়ার বৃত্তি নহে, কিন্তু হ্লাদিনী ও সম্বিৎ এই দুটীর সমবেত সারস্বরূপ। এই রস স্বসংবেদ্য, সেইজন্য 'স্বদতে' পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে। বিভাব ও ব্যভিচারিপ্রভৃতির ভাবনা বিষয়ে অনন্যবুদ্ধি বা তদ্গতচিত্ত হইয়া পণ্ডিতগণ হৃদয়মধ্যে গাঢ় ভক্তি সংস্কারদ্বারা যাহার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভাবনা করেন তাহাকে ভাব বলে। রস ও ভাবের মধ্যে যে ভেদ উক্ত হইল উহা সমাধি ও ধ্যানের মধ্যে যে ভেদ তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন, 'সমাধি-ধ্যানয়োরিবানয়োর্ভেদ ইতি ভাবঃ।'

অর্থাৎ ধ্যানের পরিপাকদশাই যেমন সমাধি; সেইরূপ ভাবের পরিণতিই রস, রতিই রসাকারে বিভাবাদিসংযোগে অভিব্যক্ত হয়।

শ্রীবৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন, লৌকিক রতির সুখরূপতা অতি অল্পমাত্র, বস্তু বিচার করিলে সেই রত্যাদি দুঃখেই পর্য্যবসিত হয়। প্রীতিসন্দর্ভে উক্ত আছে; 'কিঞ্চ লৌকিকস্য রত্যাদেঃ সুখরূপত্বং যথাকথঞ্চিদেব বস্তু-বিচারে দুঃখপর্যবসায়িত্বাৎ। তদুক্তং শ্রীভগবতা—সুখং দুঃখসুখাত্যয়ঃ, দুঃখং কামসুখাপেক্ষা ইতি।' (১১০ অনুচ্ছেদ)। প্রাকৃতসুখদুঃখের নিবৃত্তিই যথার্থ সুখ। বিষয়ভোগের অপেক্ষাই দুঃখ। পারমার্থিক রসে লৌকিক সুখদুঃখের গন্ধমাত্রও নাই। অতএব উহাই রস নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। ভক্তিরসায়নে ভগবদ্রতিকে সূর্য্যের ও লৌকিক রতিকে খদ্যোতের (জোনাকীর) সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে। যথা,

> কান্তাদিবিষয়া বা যে রসাদ্যাস্তত্র নেদৃশম্।
> রসত্বং পুষ্যতে পূর্ণসুখাস্পর্শিত্বকারণাৎ॥
> পরিপূর্ণরসা ক্ষুদ্ররসেভ্যো ভগবদ্রতিঃ।
> খদ্যোতেভ্য ইবাদিত্যপ্রভেব বলবত্তরা॥ ২।৭৭—৭৮

অর্থাৎ লৌকিক জগতে কান্তাদি বিষয়কে অবলম্বন করিয়া শৃঙ্গারাদি রস অভিব্যক্ত হয়, তাহাতে পূর্ণসুখের স্পর্শ নাই বলিয়া উহারা ভক্তিরসের মত ঘনানন্দময় নহে, কারণ প্রাকৃত রসের আলম্বনে আনন্দের অপূর্ণতাহেতু সেই আলম্বনবিভাবে যে রসাভিব্যক্তি হইয়া থাকে তাহাতে আনন্দের পূর্ণ পুষ্টি সাধিত হয় না। খদ্যোত-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্থানীয় কান্তাদিবিষয়ক ক্ষুদ্র রস অপেক্ষা সূর্য্যপ্রভাসদৃশ ভগবদ্রতি আনন্দ প্রচুর। এই হেতু সর্ব্বপ্রকার লৌকিক রস হইতে ভক্তিরসের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হইল। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সরস্বতীপাদ বিরত হন নাই, দ্বিতীয় উল্লাসের শেষে, যাঁহারা ভক্তিরস স্বীকার করেন নাই তাঁহাদের প্রতি এইরূপ বলিয়াছেন,

> ক্রোধশোকভয়াদীনাং সাক্ষাৎ সুখবিরোধিনাম্।
> রসত্বমভ্যুপগতং তথানুভবমাত্রতঃ ॥
> ইহানুভবসিদ্ধোঽপি সহস্রগুণিতো রসঃ।
> জড়ত্বেন ত্বয়া কস্মাদকস্মাদপলপ্যতে ॥ ২।৭৯-৮০

অর্থাৎ ক্রোধ, শোক, ভয়প্রভৃতি ভাব সকল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুখানুভূতির প্রতিকূল, তথাপি কোন সৎ কবিদ্বারা বর্ণিত হইয়া অভিনীত হইলে সহৃদয়হৃদয়ে সাধারণীকরণ-মহিমায় আনন্দ সঞ্চার করে। এইরূপ অনুভূতিমাত্রবলে উক্ত স্থায়িভাব সকলের রসতা স্বীকার করা হইয়াছে। আর যিনি শ্রুতিতে রসস্বরূপ বলিয়া উদ্গীত হইয়াছেন ও ভক্তগণ যাঁহাকে তদ্রূপে অনুভবও করিয়াছেন, তদ্বিষয়ক রস (ভক্তিরস) কোন্ কারণে তুমি জড়ের মত অপলাপ করিতেছ ?

তাৎপর্য এই যে, যিনি অখিলরসামৃতমূর্ত্তি ও যাঁহার সত্তায় অন্য বস্তুও কিঞ্চিৎপরিমাণে উপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইয়াও রসরূপে অনুভূত হয়, সেই ভগবানের সম্বন্ধে ভক্তিরস, যাহাতে অন্যান্য রস হইতে সহস্রগুণ আনন্দ উপলব্ধি হয়, তাহা কেন তুমি অস্বীকার করিতেছ ?

এই সকল বাক্যে যেন শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীর হৃদয়কমলনিহিত ভক্তিরসমকরন্দ নিঃস্যন্দিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা না হইলে লেখনীর মুখে ঈদৃশ ভাব উদ্বেলিত হইয়া উঠে না। তিনি একাধারে পরম জ্ঞানী ও ভাগবত। তাঁহার গ্রন্থ যেরূপ একদিকে তদীয় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অলৌকিক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রতিভা ও অদ্ভুত সুতীক্ষ্ণ দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় প্রদান করে, সেইরূপ অপরদিকে তাঁহার ভজনোত্থ অনুভব, সুচারু শৃঙ্খলাবদ্ধ বিচারপ্রণালী ও গহনাতিগহন ভজনমার্গের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রহস্য সংবাদ প্রকাশ করে। তাঁহার গ্রন্থ ও টীকা সেইজন্য জ্ঞান ও ভক্তির সংমিশ্রণে মণিকাঞ্চন যোগের সৃষ্টি করিয়াছে। ভক্তিরসের অনুকূল ও প্রতিকূল বহু দর্শন-শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত অবতারণপূর্ব্বক যাহা রসাভিব্যক্তির অনুকূল তাহাই স্বীকৃত হইয়াছে, প্রতিকূল যুক্তি বিচারপূর্ব্বক খণ্ডিত হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, যদিও মীমাংসক সম্প্রদায়ে চিত্তের বিভুত্ব প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে তথাপি শব্দদ্বারা যে রসের অভিব্যক্তি হইতে পারে সে বিষয় প্রতিপাদন করিতে ভাট্টমত প্রমাণরূপে উল্লিখিত হইয়াছে,

পরমানন্দ আত্মৈব রস ইত্যাহুরাগমাঃ।
শব্দতস্তদভিব্যক্তি-প্রকারোঽয়ং প্রদর্শিতঃ॥ ৩।২৪

শ্রুতিসকল সমস্বরে বলেন, আত্মা পরমানন্দ বা রসস্বরূপ। শব্দ দ্বারা (ব্যঞ্জনাবৃত্তিদ্বারা) রসের অভিব্যক্তি কি রূপে হইতে পারে তাহা দেখান হইল। বিশেষতঃ শব্দদ্বারা যে সুখের অভিব্যক্তি হয়, সে বিষয়ে পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কুমারিলভট্টপাদও স্বীকার করিয়াছেন। যথা,

অর্থবাদাধিকরণে নবশৈলাদিবর্ণনম্।
শ্রোতৃণাং সুখমাত্রার্থমিতি ভট্টৈরুদাহৃতম্॥ ৩।২৫

অর্থাৎ মীমাংসাদর্শনের একটি সূত্র, 'বিধিনা তু একবাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ' (১।২।৭) শ্রুতিতে দেখা যায় 'বায়ব্যং শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ, বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা'। এখানে বায়ু অতিশয় ক্ষিপ্রগামী দেবতা বলায় কোন ক্রিয়ার বিধি বা নিষেধ জানিতে পারা যায় না,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

(অথচ বিধি বা নিষেধ না থাকার জন্য বাক্যটী অপ্রমাণ হইয়া পড়ে) তথাপি বিধির সহিত ইহার একবাক্যতা আছে বলিয়া এই শ্রুতিবাক্যের প্রামাণ্য। 'শ্বেতমালভেত ভূতিকামঃ' এইটী বিধি। তাহার সহিত একবাক্যভূত 'বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা দেবতা'।

এই ভাষ্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তন্ত্রবার্ত্তিকে শ্রীমৎকুমারিলভট্টপাদও বলেন যে, বেদভিন্ন ব্যাস, বাল্মীকিপ্রভৃতিও যে কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহাতে এমন অনেক বাক্য আছে যাহা মানুষকে কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত করিতেছে না, কিন্তু স্তুতিমাত্র প্রকাশ করিতেছে, স্তুতিরূপেই উহাদের প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার্য্য। উপাখ্যানেই চিত্ত সাতিশয় অভিনিবিষ্ট করা সুধীগণের কর্ত্তব্য নহে। তন্ত্রবার্ত্তিকে উক্ত আছে,

'যে তু বাক্যেশেষত্বং ন প্রতিপন্নাস্তে তেঽপি (অর্থবাদাঃ) কেচিৎ স্বয়মেব শ্রূয়মাণগন্ধমাদনাদিবর্ণনপ্রভৃতয়ঃ প্রীতিং জনয়ন্তি।' [১।২।৭ তঃ বাঃ]

অর্থাৎ যে সকল অর্থবাদ বা প্রশংসাসূচক বাক্য বিধির অন্তর্গত হয় না সেই সকল গন্ধমাদনপর্ব্বত প্রভৃতির বর্ণনা শ্রোতার হৃদয়ে আনন্দ জন্মাইয়া থাকে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কুমারিল ভট্টপাদও যে শব্দ দ্বারা সুখাভিব্যক্তি হয় তাহা স্বীকার করেন। ইহাই ভাট্টমত। গুরুমতের সহিতও কোনও বিরোধ নাই, অর্থাৎ প্রভাকর সম্প্রদায় কার্য্যান্বিতত্ববাদী। তাঁহারা বলেন, বাক্যমাত্রই ক্রিয়ার সহিত অন্বিত বা মিশ্রিত হইয়া অর্থ প্রকাশ করে। তাঁহারা যখন বলেন কর্ম্মকর্ত্তার অভীষ্ট সুখ কর্ম্মসাধ্য ফল, তখন সুখ শব্দদ্বারা ব্যঞ্জিত হয়, সে বিষয়ে তাঁহাদেরও অসম্মতি নাই। ভক্তিরসায়নের কারিকাটী এই,

কার্য্যান্বিতত্ববাদেঽপি ন বিরোধোঽস্ত কশ্চন।
যস্মাৎ কৃতীপ্সিতত্বেন কার্য্যং সুখমপীষ্যতে॥ ৩। ২৬

যদিও ভক্তিরসায়ন স্বল্পায়তন গ্রন্থ তথাপি উহাতে যে দার্শনিক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিচারপরিপাটী ও রসানুভূতির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পরিলক্ষিত হয় তাহা সরস্বতীপাদের সাগরসদৃশ অগাধ ও অপার বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক। প্রথম উল্লাসের তিনি নিজে টীকা রচনা করিয়াছেন ও তাহাতেই সারগর্ভ বিচারদ্বারা ভক্তির রসতাবিষয়ক সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। ভক্তিরসায়ন তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা—অবশ্য উহা গীতার টীকার পূর্ব্বে প্রণীত হয়, কারণ উক্ত টীকার ভক্তিরসায়নের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সপ্তম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোক ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে উক্ত আছে, 'ভগবদনুরক্তিরূপায়াস্তু ভক্তেঃ স্বরূপং সাধনং ভেদাস্তথাঽভক্তানামপি 'ভগবদ্ভক্তিরসায়নে' অস্মাভিঃ সবিশেষং প্রপঞ্চিতাঃ, ইতীহোপরম্যতে।'

অর্থাৎ ভগবদনুরাগরূপ ভক্তির স্বরূপ, সাধন ও ভেদ ও অভক্ত গণেরও ভেদ আমি ভক্তিরসায়নে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি, এইজন্য এখানে (গীতার টীকায়) সে প্রসঙ্গবিচারে বিরত হইতেছি। গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যেরূপ শ্রীবৃন্দাবনে গোপীগণের সমর্থারতির শ্রেষ্ঠতমত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, ভক্তিরসায়নে সেই রতি তীব্রতীব্রা নামে অভিহিত হইয়াছে।

বৈকুণ্ঠে দ্বারকায়াং চ শ্রীমদ্বৃন্দাবনে তথা।
মৃদুতীব্রা মধ্যতীব্রা তীব্রতীব্রা চ সা ক্রমাৎ॥ ২।৬২

অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে মৃদুতীব্রা, দ্বারকায় মধ্যতীব্রা ও শ্রীবৃন্দাবনে তীব্র-তীব্রা রতি জাতি ও পরিমাণে শ্রেষ্ঠতম।

বিরহে যে পরিমাণ দুঃখ দেখা যায়, সেই পরিমাণ অনুরূপই রতির উত্তমত্ব ও অধমত্ব নিরূপিত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, বিরহ দশায় যাহার দুঃখ মৃদু, তাহার রতি মৃদু, যাহার দুঃখ মধ্যমপরিমাণ তাহার রতিও তদ্রূপ, যাহার দুঃখ তীব্র তাহার রতিও তীব্রা।

এইরূপ ভেদ যোগদর্শনেও স্বীকৃত হইয়াছে। ভগবান্ পতঞ্জলি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কাহার কত কালের মধ্যে সমাধি লাভ হইবে তাহা বলিতে দুইটী সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, 'তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ, মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাত্ততোঽপি বিশেষঃ' (১।২১,২২)।

যাহার সংবেগ বা কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতুভূত সংস্কার তীব্র, তাহার সমাধিলাভ শীঘ্র হয়। সেই তীব্রও আবার মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র ভেদে বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ যাহার শ্রদ্ধাদি মৃদু তাহার সমাধি লাভে বিলম্ব হয়। যাহার শ্রদ্ধাদি মধ্য তাহার তদপেক্ষা সমাধি শীঘ্র সিদ্ধ হয়, কিন্তু যাহার শ্রদ্ধা, বীর্য্য প্রভৃতি সমধিক প্রবল তাহার সমাধি লাভ সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র সম্পন্ন হয়। এইরূপ ভগবদ্রতির সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে।

ভক্তিরসায়নে নিসর্গ সংসর্গাদি ভেদে রতির অষ্টপ্রকার ভেদ দেখান হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণিতে যেমন শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি পঞ্চ বিষয় রূপে উল্লিখিত আছে, উহারা কৃষ্ণরতি উদ্বোধের কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; তদ্রূপ ভক্তিরসায়নেও উক্ত আছে,

স্পর্শে শব্দে তথা রূপে রসে গন্ধে চ কেবলে।
সমুচ্চিতে চ সা তত্রেত্যেকৈকা ষড়্বিধা ভবেৎ ২।৬৪

অর্থাৎ কখনও রতি শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বিষয় সমারোপদ্বারা উৎপন্ন হয়। সেই সমারোপজাত রতির বিশেষ বলা হইতেছে। উক্ত রতি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাঁচটী বিষয়ের প্রত্যেকগত সুতরাং পাঁচপ্রকার ও উহাদের মিশ্রণগত এক প্রকার, এইরূপে ছয় প্রকার। আরও অনেকপ্রকার অবান্তর ভেদ দেখান হইয়াছে, তাহা এখানে উক্ত হইল না।

শ্রীপাদশ্রীজীবগোস্বামী প্রীতিসন্দর্ভে বলেন, 'সামগ্রী হি রসাত্মাপত্তৌ ত্রিবিধা; স্বরূপযোগ্যতা, পরিকরযোগ্যতা, পুরুষযোগ্যতা চ। তত্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লৌকিকেঽপি রসে রত্যাদেঃ স্থায়িনঃ স্বরূপযোগ্যতা স্থায়িভাবরূপত্বাৎ সুখতাদাত্ম্যাঙ্গীকারাদেব চ। ভগবৎপ্রীতৌ তু স্থায়িভাবত্বং তদ্বিধাশেষ-সুখতরঙ্গার্ণবব্রহ্মসুখাদধিকতমত্বঞ্চ প্রতিপাদিতমেব।' (১১০)

অর্থাৎ স্থায়ী ভাবের রসত্বপ্রাপ্তিবিষয়ে সামগ্রী তিনপ্রকার—স্বরূপ-যোগ্যতা, পরিকরযোগ্যতা ও পুরুষযোগ্যতা। লৌকিক রসের স্থায়িবভা রত্যাদির স্বরূপযোগ্যতা আছে, কারণ উহা স্থায়িভাব ও সুখের সহিত উহার তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছে। ভগবৎপ্রীতির কিন্তু স্থায়িভাবত্ব ও তাদৃশ অশেষ তরঙ্গময় সাগরসদৃশ ব্রহ্ম সুখ হইতেও প্রেমে যে অধিক সুখ তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। শ্রীভাগবতে 'যা নির্বৃতিস্তনুভৃতাম্' (৪।৯।১০) ইত্যাদি শ্লোকে ভগবানের ধ্যানজনিত আনন্দ যে ব্রহ্মানন্দ হইতেও অধিক তাহা উক্ত হইয়াছে। 'নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং' ইত্যাদি ও 'ন পরিলষন্তি কেচিদপবর্গমীশ্বর' (১০।৮৭।১১) শ্লোকে মোক্ষসুখ হইতেও ভগবানের কথাকীর্ত্তনে আনন্দ অধিক তাহা বলা হইয়াছে, ভগবদ্দর্শনের কথা দূরে থাক। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উক্ত আছে,

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি॥

অর্থাৎ পরার্দ্ধকাল সমাধি হইতে সমুদিত ব্রহ্মানন্দও ভক্তিসুখসাগরের পরমাণুতুল্যও নহে। ভগবৎপ্রীতির কারণসমূহ স্বভাবতঃ অলৌকিক ও অদ্ভুত। ইহাকে পরিকরযোগ্যতা বলা হয়। ইহার আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাবাদি সকলই অলৌকিক।

প্রহ্লাদ প্রভৃতির মত ভক্তিবাসনাই পুরুষযোগ্যতা। অতএব রসত্ব প্রাপ্তিতে যে তিন প্রকার সামগ্রী (কারণসমষ্টি) প্রয়োজন অপ্রাকৃত রসে তাহার যথেষ্ট সমাবেশ আছে। সেই জন্য প্রীতিসন্দর্ভে উক্ত আছে, 'কিঞ্চালৌকিকলৌকিকরসবিদাং প্রাচীনানামপি মতানুসারেণ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সিদ্ধত্যসৌ রসঃ। তত্র সামান্যতঃ শ্রীভগবন্নামকৌমুদীকারৈর্দর্শিতঃ তস্য বিশেষতশ্চ শান্তাদিষু পঞ্চসু ভেদেষু বক্তব্যেষু শ্রীস্বামিচরণৈ-র্মল্লানামশনিরিত্যাদৌ তে পঠ্যৈব দর্শিতাঃ'।

তথা কৈশ্চিল্লৌকিকরসবিদ্ভির্ভোজরাজাদিভিঃ প্রেয়ান্ বৎসলশ্চ রসঃ সম্মতোঽস্তি। তথা সুদেবাত্থভক্তিময়শ্চেতি। (১১০ অনুচ্ছেদ)

অর্থাৎ প্রাচীন অলৌকিক ও লৌকিক রসজ্ঞগণের মতানুসারেও ভক্তিরস সিদ্ধ হয়। অলৌকিক রসিকগণের মধ্যে শ্রীভগবন্নাম-কৌমুদীকার শ্রীলক্ষ্মীধর সাধারণ ভাবে তদীয় গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন; 'অত্র চ ভক্তিশব্দেন ভগবদালম্বনো রত্যাখ্যঃ স্থায়িভাবে২ভি-ধীয়তে; ন ভজনমাত্রং তস্য-কীর্ত্তনশব্দেনোপায়েষূপাত্তত্বাৎ'। তাৎপর্য এই যে, বিষ্ণুপুরাণে উক্ত আছে,

যন্নামকীর্ত্তনং ভক্ত্যা বিলাপনমনুত্তমম্।
মৈত্রেয়াশেষপাপানাং ধাতূনামিব পাবকঃ॥

অর্থাৎ হে মৈত্রেয়, ভক্তিপূর্ব্বক ভগবানের নামকীর্ত্তন করিলে অশেষপাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যেমন ধাতু দ্রব্যকে অগ্নি দহন করে, সেইরূপ ভক্তি পাপরাশিকে নষ্ট করে। এখানে 'ভক্তি' শব্দে ভগবান যাহার আলম্বন বিষয় (তাদৃশ) রতি নামক স্থায়িভাবকে বুঝাইতেছে, কিন্তু ভজন মাত্র নহে। কারণ, কীর্ত্তন শব্দ দ্বারাই উপায় সকলের মধ্যে উহা কথিত হইয়াছে। শ্রীভাগবতের 'মল্লানামশনিঃ' (১০।৪৩।১৪) শ্লোক টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ ভক্তিরসের বিশেষ বলিতে যাইয়া শান্তাদি পঞ্চ রসই দেখাইয়াছেন। সেখানে উক্ত আছে 'শৃঙ্গারাদিসর্ব্বরসকদম্বমূর্ত্তির্ভগবান্। মল্লাদিষু অভিব্যক্তা রসাঃ ক্রমেণ নিবধ্যন্তে।

রৌদ্রোঽদ্ভুতশ্চ শৃঙ্গারো হাস্যবীরৌ দয়া তথা।
ভয়ানকশ্চ বীভৎসঃ শান্তঃ সপ্রেমভক্তিকঃ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ ভগবান শৃঙ্গারাদি অখিলরসময়বিগ্রহ। মল্লাদিতে অভিব্যক্ত রস যথাক্রমে শ্লোকে প্রকাশিত হইতেছে। যথা, স্ত্রীগণের শৃঙ্গার রস। গোপগণের (হাস্ত শব্দদ্বারা সূচিত) নর্ম্মময় সখ্যস্থায়ী সখ্যরস। মাতাপিতার (দয়াশব্দ দ্বারা সূচিত) বাৎসল্যস্থায়ী বৎসল রস। যোগিগণের জ্ঞানভক্তিময় শান্ত। বৃষ্ণিগণের ভক্তিময় দাস্তরস, সেইরূপ নরগণসম্বন্ধে সামান্তভাবে প্রীতিময় রস দেখান হইয়াছে। দর্শকবৃন্দের শ্রীকৃষ্ণদর্শনে কোন বিশেষ রসের উদয় না হইলেও তাঁহারা তদীয় অসমোর্দ্ধ রূপদর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন, এইজন্ত তাঁহাদের সম্বন্ধে অদ্ভুত রস বুঝিতে হইবে। আর সপ্ত গৌণরসের সম্বন্ধে এই প্রকার বুঝিতে হইবে—মল্লগণের ক্রোধস্থায়িভাবময় রৌদ্র। নরগণের সামান্ত প্রীতিময় অদ্ভুতরস। অসৎনৃপতিগণের যুদ্ধোৎসাহস্থায়ী বীর রস। কংসের ভয়স্থায়ী ভয়ানক রস। অজ্ঞগণের জুগুপ্সা-(ঘৃণা) স্থায়ী বীভৎস রস। বসুদেব ও দেবকীর সম্বন্ধে বাৎসল্যরস উক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের করুণ রসও বুঝিতে হইবে, কারণ তাঁহাদের চিত্তের ভাবানুসারে শ্রীকৃষ্ণ শিশুরূপে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিলেন—এই জন্য তাঁহার অতি সুকুমার অঙ্গের কোমলতা অনুভব ও মল্লাদির দৌরাত্ম্য ও হননেচ্ছা শঙ্কা করিয়া শোকস্থায়ী করুণ রস উদিত হইয়াছিল। এইরূপে প্রীতিময় দ্বাদশরসোদ্বোধ হইয়াছে। এই পর্য্যন্ত অলৌকিক রসিক গণের অভিমত প্রকাশিত হইল; লৌকিক রসিক ভোজরাজ সরস্বতীকণ্ঠাভরণ নামক গ্রন্থে প্রেয়ান্ (সখ্য) ও বৎসল রস স্বীকার করিয়াছেন। শুকদেব প্রভৃতিও ভক্তিরস স্বীকার করিয়াছেন। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে প্রীতিভক্তিরস বর্ণন প্রসঙ্গে উক্ত আছে,

শ্রীধরস্বামিভিঃ স্পষ্টময়মেব রসোত্তমঃ।
রঙ্গপ্রসঙ্গে সপ্রেমভক্তিকাখ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রতিস্থায়িতয়া নামকৌমুদীকৃদ্ভিরপ্যসৌ।
শান্তত্বেনায়মেবাঙ্কা সুদেবাদ্যৈশ্চ বর্ণিতঃ॥ (পশ্চিম ২য় লহরী ১)

শ্রীধরস্বামিপাদ এই প্রীতভক্তিরসকে (দাস্যকে) রঙ্গপ্রসঙ্গে অর্থাৎ মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের রণস্থলে প্রবেশকালে স্পষ্টই সপ্রেমভক্তি নামে উত্তম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই রসই শ্রীনামকৌমুদীকার লক্ষ্মীধর রতিস্থায়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুদেব প্রভৃতি প্রাচীন রসশাস্ত্রকারগণ ইহাকেই সাক্ষাৎ শান্তরসরূপে স্বীকার করিয়াছেন। সুদেবের শ্লোক উজ্জ্বলনীলমণিতে (নায়িকাভেদ প্রকরণে ৩) প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। তদীয় গ্রন্থের নাম যে 'রসবিলাস' তাহা দশশ্লোকীভাষ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণগোস্বামী স্পষ্টই বলিয়াছেন।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন যে, ভক্ত সৎসামাজিকের নিকট লৌকিক রসের বিভাবাদি রুচিকর নহে, কারণ রক্তমাংসময় মানুষের দেহ যদি রসের আলম্বন হয় ও সেখানে রসোদ্বোধ হয়, তবে বীভৎস রস নিষ্পত্তি হইবে।

পক্ষান্তরে ভাগবত রস বিষয়ী মানব হইতে আরম্ভ করিয়া মুক্তপুরুষে পর্য্যন্ত অনুবৃত্ত হয়। অধিক কি, অচেতন—ইন্দ্রিয়হীন বৃক্ষলতাদিতেও রসের বিকার দৃষ্ট হয়। 'নিবৃত্ততর্ষৈঃ' ইত্যাদি শ্লোকে যাহাদের বিষয়তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইয়াছে তাদৃশ মুক্তগণও যে পারমার্থিক রস আস্বাদন করেন, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। 'অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাম্' ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবশ্রবণে নদী প্রভৃতি প্রবাহশীল বস্তুর স্তম্ভভাব ও স্থাবর বৃক্ষাদির পুলক দৃষ্ট হইয়াছিল। ইহাতে ভক্তিরসের বিকার স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়াছে।

'পিবত ভাগবতং রসমালয়ং' বলিয়া শ্রীভাগবতে প্রীতিরসের নিষ্পত্তি সূচিত হইয়াছে। 'মল্লানাং' ইত্যাদি শ্লোকে যে শ্রীধরস্বামিপাদ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রৌদ্রাদি রসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা কিন্তু প্রীতির বিরোধী, সেইজন্য ভক্তিশাস্ত্রে তাদৃশ ভাব সকল আদরণীয় নহে। ভক্তগণের যে ভগবৎপ্রীতিময় রৌদ্রাদিরস তাহা বিভিন্ন প্রকার। উক্তরসের বিষয় আলম্বন কৃষ্ণ ও আশ্রয় আলম্বন তাঁহার প্রিয়জন। উদাহরণ স্বরূপ জটিলার ক্রোধ বলা যাইতে পারে। যথা,

অরে যুবতিতস্কর প্রকটমেধ বধ্বা পট।
স্ফুটবারসি নিরীক্ষ্যতে বত ন নেতি কিং জল্পসি॥
অহো ব্রজনিবাসিনঃ শৃণুত কিং ন বিক্রোশনং।
ব্রজেশ্বরসুতেন মে স্নুষাগৃহে হুতাগ্নিরুত্থাপিতঃ॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু উত্তর ৫।১)

অর্থাৎ ক্রোধ প্রকাশপূর্ব্বক জটিলা কৃষ্ণকে বলিলেন, ওরে যুবতি-চোর, স্পষ্টই তোর বক্ষে আমার বধূর বস্ত্র দেখিতেছি, তবে না না এ কথা কেন বলিতেছ? ওহো ব্রজবাসিগণ, তোমরা কি চীৎকার শুনিতেছ না? ব্রজরাজকুমার আমার পুত্রের গৃহে অগ্নি জ্বালাইয়াছে।

এখানে বৃদ্ধা জটিলা ব্রজজন বলিয়া তাহার কৃষ্ণের প্রতি স্বাভাবিকী প্রীতি। ক্রোধের মধ্যেও উহা বিদ্যমান থাকায়, বৃদ্ধার ক্রোধ প্রীতিময়। কৃষ্ণের মঙ্গলকামনায় তাঁহাদের তাদৃশ ক্রোধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ পরবধূস্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের পাপ হইবে এইরূপ অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহারা ক্রোধ প্রকাশ করেন। এই হেতু প্রীতিময় রৌদ্ররস লৌকিক রৌদ্ররস হইতে স্বতন্ত্র। অন্যান্য রসের সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

এখন এই রসবস্তু কাহার প্রতীত হয় সে বিষয় আলোচিত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন, রস অনুকার্য্যগত অর্থাৎ নাটকে যাহার অনুকরণ করা হয় তাদৃশ ব্যক্তিরই অনুভূত হয়। রামলীলাভিনয়-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কালে শ্রীরাম যখন সীতাবিরহে কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছেন, সেই স্থলে করুণরসের স্থায়িভাব শোক তাঁহার চিত্তে বিদ্যমান থাকায় তাঁহারই রসাস্বাদ হওয়া যুক্তিযুক্ত। এইরূপে মুখ্যা বৃত্তিতে প্রাচীন নায়কবিশেষেই রসের প্রবৃত্তি কিন্তু নটে সেই রসের উপচার বা গৌণবৃত্তিতে প্রবৃত্তি, অর্থাৎ রসের আরোপ মাত্র। ইহা একপক্ষ।

কিন্তু অনুকার্য্যে রস স্বীকার করিলে উহা পরিমিত হইয়া পড়ে ও তাহাতে অন্যান্য দোষও আসিয়া পড়ে। সাহিত্যদর্পণে উক্ত আছে,

পারিমিত্যাল্লৌকিকত্বাৎ সান্তরায়তয়া তথা।
অনুকার্য্যস্য রত্যাদেরুদ্বোধে ন রসো ভবেৎ॥ ৩।১৮

অর্থাৎ অনুকার্য্য বা নায়কগত রত্যাদির উদ্বোধ, পারিমিত্য, লৌকিকত্ব ও অন্তরায়নিবন্ধন রসতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই, কাব্যে বা নাট্যে বর্ণিত নায়কাদির রতিপ্রভৃতি স্থায়িভাব সকল রসতা-প্রাপ্তির সম্পূর্ণ প্রতিকূল, যে হেতু উহারা পরিমিত বা অল্প, অর্থাৎ কেবল নায়কনিষ্ঠ; কিন্তু রস নানা সামাজিকগত বলিয়া অপরিমিত। অনুকার্য্যে রস স্বীকার করিলে উহা লৌকিক হইয়া পড়ে অর্থাৎ অনুকার্য্য শ্রীরাম প্রভৃতিতে যদি শৃঙ্গাররসের উদয় স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাদৃশ নাটকাদি দর্শন করিয়া লৌকিক জগতে কোন কামাতুর ব্যক্তিকে দেখিয়া যেমন মনে হয়, ইনি স্ত্রীলোকে আসক্ত, সেইরূপ প্রতীতই দর্শকবৃন্দের হইবে কিন্তু রসাস্বাদ চমৎকার জ্ঞান হইবে না। সৎসামাজিকের চিত্তে তাদৃশ চেষ্টাদর্শনে লজ্জারই উদয় হইবে। অন্যান্য দর্শকের মনে হইবে, এই সুন্দরী স্ত্রীলোকটী কিরূপে লাভ করা যাইবে; এইরূপে তাহার অসূয়া বা ঈর্ষ্যার উদয় হইবে।

বিশেষতঃ অনুকার্য্যে রস স্বীকার করিলে কাব্যশ্রবণ বা নাট্য-দর্শন কালেই যে রসনিষ্পত্তি—যাহা আলংকারিকগণদ্বারা স্বীকৃত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহা সম্ভব হয় না, কারণ কাব্য শ্রবণ বা অভিনয় দর্শনসময়ে রাম ও সীতা বিদ্যমান না থাকায় বস্তুতঃ নায়কাদিনিষ্ঠ রসের উৎপত্তি হইতে পারে না। এইরূপে কাব্যশ্রবণ ও নাট্যদর্শনের অন্তরায় বা প্রতিকুল বলিয়াও অনুকার্য্যে রস স্বীকার করা যায় না।

যে বস্তুটী অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বেই বিদ্যমান থাকে, তাহাই অন্য বস্তুর দ্বারা অভিব্যক্ত হইতে পারে, যেমন ঘট পূর্ব্বেই বিদ্যমান ছিল, উহা প্রদীপদ্বারা প্রকাশিত হইল মাত্র কিন্তু, রসের সত্তা পূর্ব্বে থাকেনা, অভিনয় দর্শনকালেই সহৃদয়ের চিত্তে বিভাবাদিসংযোগে অভিব্যক্ত হয়। অতএব কেহ কেহ বলেন অনুকর্ত্তার বা অনুকরণকারী নটে রসোদ্বোধ হয়। কিন্তু এ মতও বিচারসহ নহে। কারণ, নট শিক্ষাভ্যাসবলে শূন্য হৃদয়ে অনুকরণ করে, এই জন্য তাহার হৃদয়ে রসস্পর্শ হওয়া সম্ভব নহে। সাহিত্য দর্পণে উক্ত আছে,

'শিক্ষাভ্যাসাদিমাত্রেণ রাঘবাদেঃ স্বরূপতাম্।
দর্শয়ন্ নর্ত্তকো নৈব রসস্যাস্বাদকো ভবেৎ॥ ৩।১৯

অর্থাৎ শিক্ষাকাদির নিকট অভিনয় শিক্ষাগ্রহণপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিয়া নট রামাদির স্বরূপ দেখাইয়া থাকে, কিন্তু স্বয়ং কখনও রসাস্বাদন করিতে পারে না। ইহা দ্বিতীয় পক্ষ। এই জন্য তৃতীয় পক্ষ বা সামাজিকে রসাস্বাদ স্বীকৃত হয়। এ পক্ষের বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই নাই, কারণ নাটকদর্শনকালে সামাজিকের স্থায়িভাবই বিভাবাদির দ্বারা ভাবিত হইয়া রসতা প্রাপ্ত হয়। শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীও ভক্তিরসায়নের টীকায় (১।৯) বলেন, 'বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগেনাভিব্যক্তঃ স্থায়িভাব এব সভ্যাভিনেয়য়োর্ভেদতিরোধানেন সভ্যগত এব সন্ পরমানন্দসাক্ষাৎকাররূপেণ রসতামাপ্নোতীতি রসবিদাং মর্য্যাদা'—তাৎপর্য্য এই যে, যিনি সহৃদয়, তাঁহার বহুদিন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইতে কাব্যালোচনাবশতঃ চিত্ত শুদ্ধ হইয়া থাকে ও কবির বর্ণনীয় ভাবের সহিত তাঁহার চিত্ত তন্ময়তা লাভের যোগ্য হয়, এই জন্য তাঁহার স্থায়িভাবই (রসবাসনা) বিভাবাদিসংযোগে রসতা প্রাপ্ত হয় ও অনুকার্য্যের সহিত ভেদানুভূতি হয় না।

এ বিষয় মুক্তাফলের কৈবল্যদীপিকা টীকা ১১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। দশরূপকেও উক্ত আছে, 'কিঞ্চ ন কাব্যং রামাদীনাং রসোপজননায় কবিভিঃ প্রবর্ত্ত্যতে, অপিতু সহৃদয়ানানন্দয়িতুম্'—অর্থাৎ কবিগণ যে কাব্য নির্ম্মাণ করেন তাহা রামপ্রভৃতির রসাভিব্যক্তির জন্য নহে, কিন্তু সহৃদয়দিগকে আনন্দ প্রদানের জন্য।

শ্রীমদ্ রুদ্রটও বলেন, 'নহি কবিনা পরদারা এষ্টব্যা নাপি চাদেষ্টব্যাঃ কর্ত্তব্যতয়ান্যেষাং, নচ তদুপায়োঽভিধাতব্যঃ। কিন্তু তদীয়ং বৃত্তং কাব্যাঙ্গতয়া স কেবলং বক্তি আরাধয়িতুং বিদুষস্তেন ন দোষঃ কবেরত্র'।

অর্থাৎ কবি পরস্ত্রী অভিলাষ করিবেন না। অন্যের সম্বন্ধেও তিনি সে বিষয় আদেশ করিবেন না এবং তাহা প্রাপ্তির সাধন বা উপায়ও সেই কবি তাঁহার কাব্যে প্রতিপাদন করিবেন না। তবে যে তিনি পরস্ত্রীবৃত্তান্ত বর্ণন করেন তাহা কেবল কাব্যের অঙ্গরূপেই এবং ইহা দ্বারা রসিকগণকেই তিনি আরাধনা করেন বা তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করেন, অতএব এ বিষয়ে কবির কোন দোষ নাই। এই সকল উক্তি দ্বারাও স্পষ্টই বুঝা যায় কাব্যরস রসিকগণহৃদয়বেদ্য।

চতুর্থ পক্ষ হইতেছে, যদি নট সহৃদয় হন, তবে নট ও সহৃদয় উভয়েই রসাস্বাদ করিতে পারেন। এ পক্ষেও কোন রসাস্বাদের বাধক যুক্তি নাই। কারণ কাব্যার্থবোদ্ধা নট সেই সময় প্রকৃত পক্ষে সহৃদয়ই হইয়া যান। জীবন্মুক্ত পুরুষের মত সংস্কারবশেই তিনি অনুকরণ করেন। সাহিত্যদর্পণে উক্ত আছে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'কাব্যার্থভাবনেনায়মপি সভ্যপদাস্পদম্' ৩।২০

অভিনয়কালে নট যদি কাব্যের প্রতিপাদ্য অর্থ ধ্যান করিয়া আপনার মধ্যে অনুকার্য্যের স্বরূপ প্রকাশ করিতে পারেন, অর্থাৎ রামভাবে ভাবিত হইয়া রামের সহিত ভেদতিরোধান করিতে পারেন, তবে নটও সভ্যপদবাচ্যই হইলেন বা সহৃদয়সংজ্ঞা লাভ করিলেন। তাদৃশ নট যে রসাস্বাদে সমর্থ সে বিষয়ে কাহারও মতদ্বৈধ থাকিতে পারে না।

এখানে শঙ্কা হইতে পারে যে, শ্রীরামসীতার অভিনয় দর্শনকালে শ্রীরামের সহিত যে সহৃদয়ের ভেদজ্ঞান লুপ্ত হইয়া থাকে, তাহা অত্যন্ত দোষাবহ। কারণ, সীতা জগজ্জননী, সীতারূপ বিভাব পদার্থ রামের রতি-উদ্বোধের কারণ, কিন্তু তাহার দ্বারা সামাজিকের রতির উদ্বোধ কি প্রকারে হইতে পারে? তদুত্তরে দশরূপকে উক্ত আছে, 'তা এব চ পরিত্যক্তবিশেষা রসহেতবঃ।' অর্থাৎ সীতাদিশব্দ তখন জনকতনয়াদি বিশেষ ভাব পরিত্যক্ত হইয়া স্ত্রীমাত্রবাচী হইয়া থাকে অর্থাৎ সাধারণীকরণ ব্যাপার দ্বারা সামান্যতঃ নায়িকাদি-রূপে উপস্থিত হয়। অতএব সহৃদয়ের ললনাসামান্য প্রতীতি হয় বলিয়া উহাতে দোষাবহ কিছুই নাই।

সেই ভাবেই মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভব কাব্যে শ্রীহরপার্ব্বতীর সম্ভোগশৃঙ্গার বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু জগতের পিতামাতারূপে নহে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত ভরত মুনির বাক্য

শক্তিরস্তি বিভাবাদেঃ কাপি সাধারণীকৃতৌ।
প্রমাতা তদভেদেন স্বং যয়া প্রতিপদ্যতে॥ দক্ষিণ—৫।৫৭

অর্থাৎ সাধারণীকরণ ব্যাপারে বিভাবাদির কোন এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি আছে, যাহার দ্বারা সহৃদয় অনুকার্য্যের (অভিনেয়ের) সহিত আপনাকে অভিন্ন বোধ করেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীপাদ অভিনবগুপ্তাচার্য এই সাধারণীকরণের অপূর্ব্ব মহিমা সম্বন্ধে বলেন, 'যেন (সাধারণ্যমহিম্না) অহৃদয়োঽপি হৃদয়বৈমল্য-প্রাপ্ত্যা সহৃদয়ীক্রিয়তে' (ভরতনাট্যশাস্ত্র ৬।৪ অভিনবভারতী)।

সাধারণীকরণের মহিমাদ্বারা যে অহৃদয় বা অরসজ্ঞ সেও হৃদয়ের বিমলতা প্রাপ্ত হইয়া সহৃদয় হইয়া থাকে। এই মুনিবাক্যদ্বারা বুঝায় যে সহৃদয় ও অনুকার্য্যের মধ্যে ভেদাংশ স্বতই বিদ্যমান আছে, কিন্তু অভেদপ্রাপ্তিতেই বিভাবাদির শক্তি. সাহিত্যদর্পণে উক্ত আছে,

'পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।

তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥ ৩।১৩

সহৃদয় মনে করেন এই বিভাবাদি পরের অর্থাৎ নায়কের, না, নায়কের নহে; আমার—আমারও নহে। অর্থাৎ উক্ত বিভাবাদি পরেরও মনে করিতে পারেন না, নিজেরও মনে করিতে পারেন না। তিনি সে সময় এমন তন্ময়দশা লাভ করেন যে, তাহার মনে হয়, অভিনয়ের ঘটনাগুলি যেন তাহারই অথবা আত্মবিস্মৃত না হওয়ায়—সেই ব্যাপার তাহার নহে—এইরূপ বোধ হইতে থাকে।

যদি নায়কনায়িকার দুঃখাদি স্বীয় দুঃখ বলিয়া মনে হয় ও সুখাদিও অন্যের, নিজের নহে বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলেও সেই সুখ দুঃখ সহৃদয়ের হৃদয়ে অপূর্ব্ব ও গভীর আনন্দের চমৎকার সঞ্চার করে। কারণ, নায়ক নায়িকার দুঃখাদির উপশম হইল ও ভবিষ্যতে সুখোদয় হইল, ইহা দৃশ্য কাব্য হইতে অথবা শ্রব্যকাব্যে বক্তার মুখ হইতে সংক্ষেপে সহৃদয় শ্রবণ করেন। এইরূপ শ্রবণকালে তাঁহার হৃদয়ে পূর্ব্বোক্ত ভাব জাগিয়া থাকে বলিয়া সীতাহরণকালেও ভাবী মিলন ঘটিবে বলিয়া সহৃদয়গণ দুঃখ পাইলেও এক অপূর্ব্ব রসাস্বাদ করেন। তাহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না হইলে, বিরহ ভিন্ন মিলন পুষ্ট হয় না, এইরূপ রসিক গণের উক্তি উপপন্ন হয় না।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উক্ত আছে,

দুঃখাদয়ঃ স্ফুরন্তোঽপি জাতু স্বীয়তয়া হৃদি।
প্রৌঢ়ানন্দচমৎকারচর্ব্বণামেব তন্বতে॥
পরাশ্রয়তয়াপ্যেতে জাতু ভান্তঃ সুখাদয়ঃ।
হৃদয়ে পরমানন্দসন্দোহমুপচিন্বতে॥ দক্ষিণ ৫লহরী ৫৮

ভরতনাট্যশাস্ত্রের ব্যাখ্যাতা ভট্টলোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক, অভিনব গুপ্ত প্রভৃতি ও পরবর্ত্তী কালে কাব্যপ্রকাশকার প্রভৃতিও রসাস্বাদে অনুকর্ত্তা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন।

হেমাদ্রি এই চারিপক্ষের বিষয় তদীয় টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ভক্তিরসিকগণের মতে অনুকর্ত্তা, অনুকার্য্য ও সামাজিক সকলেই রসাস্বাদ করিতে সমর্থ। কারণ, লৌকিকত্ব প্রভৃতি হেতু যাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সে সকল ভক্তিরসে বিদ্যমান নাই। প্রীতিসন্দর্ভে উক্ত আছে, 'শ্রীভাগবতানান্তু সর্ব্বত্রৈব তৎপ্রীতিময়রসস্বীকারঃ, লৌকিকত্বাদিহেতোরভাবাৎ।'

ভক্তিরসে অনুকার্য্য ভগবান্ ও তদীয় পরিকর লীলাসহায় নিত্যসিদ্ধ ভক্ত। পরিকরগণের হৃদয়ে নিত্যই ভাগবতরস উল্লসিত হইয়া থাকে ও অনুকর্ত্তৃগণে (ভক্তনটে) সঞ্চারিত হয়। এইজন্য অনুকার্য্যে বিশেষ রসোদয় স্বীকৃত হয়। শ্রীভগবান্ রসস্বরূপ হইয়াও রসিক, সেই জন্য তাঁহাতেও রসোদয় সম্ভব। বিশেষতঃ তিনি বিভু, এইজন্য তাঁহার লীলাভিনয়কালে তিনি নিত্যই সন্নিহিত থাকায় রসাস্বাদে বিঘ্ন নাই। ইহাতে ভগবৎপ্রীতির অলৌকিকত্ব ও অসীমত্ব স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে। ভক্তিরসে সাধারণ ভক্তিহীন নট অনুকর্ত্তা হইতে পারে না।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তই অনুকর্ত্তা হ'ন বলিয়া ভগবৎপরিকরের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা থাকা স্বাভাবিক—ইহাতে অনুকার্য্যগণ হইতে কৃপাশক্তিবলে তাঁহাদের হৃদয়ে রসসঞ্চার হয়।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে শ্রীপাদ কবিকর্ণপূরগোস্বামী প্রেমভক্তির মুখে এই তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন,

সামাজিকানাং হি রসো নটানাং
নৈবেতি পন্থাঃ কৃতিষু প্রসিদ্ধঃ ॥
হন্তোভয়ত্বে রসবিত্ত্বমেবা-
মলৌকিকে বস্তুনি কো বিরোধঃ ॥ (৩ অঙ্ক ১৭)

অর্থাৎ রসবেত্তাগণের মধ্যে ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, সামাজিক বা সহৃদয় রসিকগণই রসাস্বাদ করেন, কিন্তু নটগণ নহে। কিন্তু এখানে ইহাদের মধ্যে নট ও সহৃদয় উভয়স্থানেই রসাস্বাদ সম্ভব হইতেছে। কারণ, ভক্তিরসে উহারা উভয়েই রসাস্বাদের অধিকারী। অলৌকিক বস্তুতে কোন বিরোধ নাই।

সামাজিকগণেরও ভক্তিরসবাসনা (সংস্কার) আছে বলিয়া তাঁহাদেরও রসাস্বাদ হয়। ইহাই ভক্তিরসের বৈশিষ্ট্য। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে উক্ত আছে,

প্রাক্তন্যাধুনিকী চাস্তি যস্য সদ্ভক্তিবাসনা।
এষ ভক্তিরসাস্বাদস্তস্যৈব হৃদি জায়তে ॥ (দক্ষিণ ১ লহরী ৩)

অর্থাৎ যাহার প্রাক্তনী বা পূর্ব্বজন্মের ও আধুনিকী বা এই জন্মের ভক্তিবাসনা বা সংস্কার বিদ্যমান আছে তাহারই হৃদয়ে এই ভক্তি রসাস্বাদ উপজাত হয়।

শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামীর টীকা হইতে বুঝা যায় যে, ভক্তের হৃদয়ে রতি বিদ্যমান আছে বলিয়া আধুনিকী বাসনা আছেই, তথাপি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রসতাপত্তিবিষয়ে প্রাক্তন সংস্কার অবশ্য প্রয়োজন। যে সংস্কার পূর্ব্বজন্মে জাত হইয়াছিল কিন্তু এই জন্মে উদ্ভূত বা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে ; অর্থাৎ এই সময়ের মধ্যে সেই সংস্কার যেন তিরোহিত হইয়া ছিল, এই জন্য সংস্কারযুগলের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে।

লৌকিক রসশাস্ত্রে এই বাসনার বিশেষ উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সাহিত্য-দর্পণে উক্ত আছে,

ন জায়তে তদাস্বাদো বিনা রত্যাদিবাসনাম্। ৩।৮

অর্থাৎ ইদানীন্তনী ও প্রাক্তনী রতিপ্রভৃতি বাসনা ভিন্ন রসাস্বাদ সম্ভব হয় না। এ জন্মের সংস্কার যদি রসাস্বাদের হেতু না হয়, তাহা হইলে বেদাশাস্ত্রনিরত মীমাংসকগণও রসাস্বাদ করিতেন। পক্ষান্তরে যদি প্রাক্তন সংস্কার না থাকে, তবে কোন কোন স্থলে রাগী আসক্তচিত্ত ব্যক্তিরও যে রসাস্বাদ হয় না, তাহা অসমীচীন হইত, অতএব দুই সংস্কারই রসাস্বাদের হেতু। কাব্যপ্রকাশের টীকায় উদ্ধৃত আছে,

‘বাসনা চেন্ন হেতুঃ স্যাৎ স স্যান্মীমাংসকাদিষু’

অর্থাৎ আধুনিকী বাসনা যদি রসাস্বাদের হেতু না হয় তাহা হইলে মীমাংসকগণেরও রসাস্বাদ হইত।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীরূপগোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণকে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীপাদ বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিগণ দ্বাদশ ভক্তিরস স্বীকার করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেই দ্বাদশরসের মধ্যে উজ্জ্বল বা মধুর রস সকল রসের(মধ্যে রাজার স্থানীয়। উজ্জ্বলনীলমণিতে ‘ভক্তিরসরাট্’ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে।

মুখ্যরসেষু পুরা যঃ সংক্ষেপেণোদিতোঽতিরহস্যত্বাৎ।
পৃথগেব ভক্তিরসরাট্ সবিস্তরেণোচ্যতেঽত্র মধুরঃ॥

(২, নায়কভেদ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (পশ্চিম ৫ম লহরী) মধুর নামে মুখ্য ভক্তিরস সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার হেতু এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে,

নিবৃত্তানুপযোগিত্বাদ্দুরূহত্বাদয়ং রসঃ।
রহস্যত্বাচ্চ সংক্ষিপ্য বিততাঙ্গোঽপি লিখ্যতে॥

অর্থাৎ যে সকল ব্যক্তি প্রাকৃত শৃঙ্গার রসের সহিত অপ্রাকৃত ভাগবত মধুর রসের সমজ্ঞানে উহা আস্বাদনে বিরত হয়, সেই সকল বিরক্ত লোকের পারমার্থিক উজ্জ্বল রসাস্বাদনে যোগ্যতা নাই। সেই জন্য তাহাদের পক্ষে উক্ত রস দুর্গম। বিশেষতঃ এই মধুররস সাতিশয় নিগূঢ় বলিয়া উহা বিপুলাঙ্গ হইলেও শান্তরসাদিবর্ণন প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে সেই মধুর রসই বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

যাঁহারা শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বৎসল রসে ভক্তিপূর্ব্বক উন্মুখ হন, কিন্তু উজ্জ্বল রসে স্থূলদৃষ্টিনিবন্ধন কামজ্ঞানে অরুচি প্রদর্শন করেন, তাদৃশ প্রাকৃত নিবৃত্তিমার্গীয় জনগণের এই মধুর রহস্যরসে আদৌ অধিকার নাই। অতএব তাঁহারা অনুপযুক্ত বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে এ রসাস্বাদ দুর্ঘট ব্যাপার। তদ্রূপ, যাহারা কেহ কেহ ভাগবত শাস্ত্রে পরম পাণ্ডিত বলিয়া আপনাদিগকে মনে করেন, অথচ উহার রহস্য মর্ম্মার্থ পর্য্যালোচনা করিতে সমর্থ নহেন তাঁহাদের নিকটেও এই মধুর রস দুরধিগম বলিয়া ইহা তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করা সমীচীন নহে; বিষয়াসক্তচিত্ত ব্যক্তির নিকট যে উহা গোপনীয় তাহা বলা বাহুল্য।

অতএব সাধারণ অন্যগ্রন্থের মত উজ্জ্বলনীলমণি সকলের নিকট প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, অলৌকিক উজ্জ্বলনীলমণির মূল্য না জানিয়া মানুষের হয়ত অনাদরবুদ্ধি উপস্থিত হইতে পারে, তাহাতে পরম অকল্যাণ হইবার শঙ্কা আছে। তাৎপর্য্য এই যে, যাহারা উজ্জ্বল

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রসে শ্রীভগবানের উপাসনা করিতে ইচ্ছা করেন ও তাদৃশ শ্রদ্ধাবান্ তাঁহাদের পক্ষেই মধুর রস আলোচনা করা সার্থক। লোচনরোচনী ও আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় এইরূপ অভিপ্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে।

উজ্জ্বলনীলমণির উপসংহারেও উক্ত আছে,

অতলস্বাদপারত্বাদাপ্তোঽসৌ দুর্বিগাহতাম্।
স্পৃষ্টঃ পরং তটস্থেন রসাব্ধির্মধুরো ময়া॥

অর্থাৎ এই মধুররসসাগর অতল ও অপার। দাস্যাদিরসসাগর হইতে জাতিতে ও পরিমাণে অধিক। প্রাচীন ও অধুনাতন রসিকগণও ইহার সীমা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ-হ'ন নাই, বা সম্যগরূপে উহাতে অবগাহন করিতে পারেন নাই। আমি (রূপগোস্বামী) কেবলমাত্র তাদৃশ বিশাল বিপুল রসসাগরের তটে অবস্থানপূর্ব্বক অঙ্গুলিদ্বারা কণিকামাত্র জিহ্বায় স্পর্শ করিয়াছি।

এই প্রকারে উজ্জলরসের গাম্ভীর্য্য ও রহস্যত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।

অয়মুজ্জ্বলনীলমণির্গহনমহাঘোষসাগরপ্রভবঃ।
ভজতু তব মকরকুণ্ডলপরিসরসেবৌচিতীং দেব॥

নিজ প্রযত্ন সাফল্য মণ্ডিত করিতে সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি স্বীয় অভীষ্টদেবের শ্রবণের বিষয়ীভূত হউক, ইহাই গ্রন্থকার প্রার্থনা করিতেছেন।

মণিপক্ষে ব্যাখ্যা—এই শৃঙ্গাররসরূপ নির্ম্মল নীলমণি গহন শ্রীনন্দব্রজ-সাগরে সদা উৎকর্ষে বিদ্যমান আছে। নন্দব্রজ, দাস্য-সখ্য বৎসল ও উজ্জ্বল ভাবরত্নাকর বলিয়া সাগরসদৃশ; সেই নীলমণি তোমার মকর-কুণ্ডলের সমীপ দেশ অর্থাৎ কর্ণরন্ধ্রের সেবাবিষয়ে সুখে গ্রহণীয় হউক।

গ্রন্থপক্ষে—দ্বাদশ রসের আশ্রয়রূপে দুরবগাহ নন্দব্রজ যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে বিদ্যমান আছে, সেই সিন্ধু হইতে এই উজ্জ্বলনীলমণি উৎপন্ন হইয়াছে। অর্থাৎ যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ব্রজধামে দ্বাদশরসের বিষয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিরূপিত হইয়াছে, সেই ভক্তিরসামৃত শব্দসাগর নির্ম্মন্থিত করিয়া যেন উজ্জ্বলনীলমণি উত্থিত হইয়াছে। উহা তোমার মকরকুণ্ডলের একদেশবর্ত্তী হইয়া সেবা বিধান করুক, অর্থাৎ তুমি এই গ্রন্থ শ্রবণ কর। শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র শ্রবণযোগ্যতা উল্লেখ করিয়া গ্রন্থের পরমরহস্যময়ত্ব ধ্বনিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণভক্তগণই পরম আদরের সহিত এই গ্রন্থ গ্রহণ করিবেন ও ইহার মূল্য বুঝিবেন ; অন্য ব্যক্তির নিকট ইহা গোপনীয়। এই গ্রন্থদ্বারা একমাত্র শ্রীভগবানের আরাধনা ও রহস্য-ভজনপরিপাটী প্রকাশপূর্ব্বক শ্রীভগবানের রহস্য (মধুর) রসের আধার বা পরিকরগণের সমীপে যাইবার যাঁহাদের অধিকার আছে, অর্থাৎ মানসে ভাব বা সিদ্ধদেহে যাঁহারা লীলা স্মরণ করেন তাদৃশ রসিক ভক্তগণই এই গ্রন্থ নির্জ্জন স্থানে পর্য্যালোচনা করিবেন, ইহাই গ্রন্থকার উপদেশ করিয়াছেন। অতএব পরম উপদেশক শ্রীপাদরূপগোস্বামিপ্রভৃতির আনুগত্য কখনও উল্লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে। ইহার কারণ প্রদর্শন করিতে শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী টীকার শেষে একটী শ্লোক লিখিয়াছেন। যথা,

'কৃষ্ণস্য নির্জ্জনবিহারবিকাশকোঽয়ং
স্বালোকনায় রহসি প্রকটয্য গুপ্তঃ।
শ্রীমদ্ভিরুজ্জ্বলমণিস্তদপীহ দৈবা-
দ্ব্যক্তঃ স এষ ইতি কস্য সমক্ষমেব॥

অর্থাৎ এই উজ্জ্বলনীলমণিতে শ্রীকৃষ্ণের রহোলীলার বা গোপীগণের সহিত নির্জ্জন নিকুঞ্জলীলার প্রসঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীপাদ শ্রীরূপ-গোস্বামী নিজ হৃদয়ের নিগূঢ় অন্তরতম প্রদেশ হইতে স্বয়ং দেখিবার জন্য উহা বিজনস্থানে প্রকাশ করিয়া গোপন করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও উজ্জ্বলনীলমণি দৈবক্রমে এই গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব কোন কোন ভাগ্যবানই ইহা দেখিতে পান। তাৎপর্য এই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যে, অতি অমূল্য রত্নাদি যেরূপ গুপ্তস্থানে রক্ষা করা বিধেয়, তদ্রূপ শ্রীপাদ শ্রীরূপগোস্বামী এই উজ্জ্বলনীলমণি তদীয় হৃদয়-সম্পুটেই যত্ন-সহকারে গোপন করিয়াছিলেন, তথাপি যেরূপ সেই পূর্ব্বোক্ত দুর্ল্লভ রত্নের অধিকারীর হৃদয়ে রত্ন দর্শন করিবার অভিলাষ জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক, সেইপ্রকার শ্রীরূপগোস্বামী তদীয় হৃদয়রূপ প্রেমরত্ন সম্পুট হইতে বাহির করিয়া উজ্জ্বলনীলমণি স্বয়ং দেখিবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈববশতঃ তাহা যেন বাহিরে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। স্বয়ং গ্রন্থকার যখন একান্তে নিগূঢ় বস্তু সন্দর্শন করিয়াছেন তখন অন্যান্য যাঁহারা তাঁহার অনুগত তাঁহাদের পক্ষেও পূর্ব্বরীতি উল্লঙ্ঘন করা কর্ত্তব্য নহে।

এই শ্লোকে শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী ব্যঞ্জনাবৃত্তিমুখে অপূর্ব্ব কাব্যকলার নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে গ্রন্থের রহস্যতা, রূপগোস্বামীর আনুগত্যে রহস্য-ভজন, উজ্জ্বল রসের দুর্ল্লভতা ও বিশুদ্ধত্বপ্রভৃতি অসংখ্য ব্যাপার ধ্বনিত ও অনুধ্বনিত হইয়াছে।

এই উজ্জ্বলরস সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ (বিরহ) ভেদে দ্বিবিধ, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বরাগ বিপ্রলম্ভেরই অন্যতম। ইহারই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত (পারমার্থিক) রসের মধ্যে একটি সংযোগসূত্র আছে, কারণ উহারা স্বরূপে ভিন্ন হইলেও উহাদের লক্ষণগুলি সমান।

প্রেম ও রসতত্ত্ব স্বরূপতঃ অলৌকিক (Transcendental)। জগতের শ্রেষ্ঠ কবিগণদ্বারা বর্ণিত প্রেম ও অপ্রাকৃত শ্রেষ্ঠ কবি শ্রীপাদ শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভৃতির প্রেমের মধ্যে বোধহয় একটী সূক্ষ্ম সংযোগসূত্র আছে। তাহা না হইলে ভগবানের লীলা লোকবৎ ও লোকোত্তর হয় না। পূর্ব্বরাগবর্ণনে কবিগণ যে নিগূঢ় মনস্তত্ত্বের রহস্যসংবাদ প্রদান করিয়াছেন,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহা হইতেই একথা বুঝা যায়। শ্রীরাধিকা অপ্রাকৃতনায়িকা-মুকুটমণি হইলেও লোকবল্লীলারস পরিবেশনের জন্য যে বয়সে পূর্ব্বরাগ মানবসমাজে নরনারীচিত্তে উদিত হওয়া সম্ভব, বিদগ্ধমাধব প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার তদনুরূপ বয়সই বর্ণিত হইয়াছে। ভাব, হাব, হেলা উজ্জ্বলনীলমণিতে অনুভাবপ্রকরণে ধৃত, কিন্তু অলঙ্কারকৌস্তুভে (২২৭ পৃঃ) লিখিত আছে, ইহারা অনুভাবসদৃশ হইলেও তাহা হইতে পৃথক। শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর গোস্বামী অলঙ্কারকৌস্তুভে বলেন, 'যদ্যপ্যমূ কেচিদনুভাবসদৃশাঃ সন্তি তথাপি পৃথক্। তে তু রসাদিব্যঞ্জকা এতে তু ব্যঞ্জকত্বেঽপি স্বতঃ সমর্থাঃ তেনালঙ্কারা এব।' ভাবহাবপ্রভৃতি কোন কোনটী অনুভাবের সদৃশ হইলেও বস্তুত তাহা হইতে ভিন্ন। অনুভাব সকল গৌণরূপে রসাদির ব্যঞ্জক। কিন্তু ভাবপ্রভৃতির রসোৎপত্তিতে স্বাভাবিক ও বিশেষ শক্তি আছে, এইজন্য ইহারা অলঙ্কার বা নায়িকার শরীরের শোভাবর্দ্ধন করে (৫ কিরণ ৪৫)। অলঙ্কারকৌস্তুভের রসবিচারপ্রণালী প্রাকৃতরসশাস্ত্রানুসারেই দেখা যায়। যদিও উদাহরণগুলি অপ্রাকৃতরসবিষয়ক। কোন বিশেষ আনন্দকে মানুষের আনন্দের পরাকাষ্ঠা বলা যাইতে পারে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এ সংবাদ পাওয়া যায়। যথা, 'এবং সর্ব্বেষামানন্দানামুপস্থ একায়নম্' (৪।৫।১২)। উপস্থ বা গুপ্তেন্দ্রিয় যেমন সকল আনন্দের একমাত্র আলয়, ব্রহ্মও সেইরূপ নিখিল জগতের একমাত্র আশ্রয়। ইহাদ্বারা জীবের হৃদয়ে যে একটা স্বতঃসিদ্ধ আনন্দলিপ্সা আছে, তাহা জানা যায়। 'পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ' (২।৩।৩১) ব্রহ্মসূত্রটী এইস্থানে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যে জ্ঞান স্বতঃই বিদ্যমান আছে তাহা জীবের সুষুপ্তিকালে ভোগ্য বিষয়ের অভাববশতঃ অনভিব্যক্ত থাকিলেও জাগরণসময়ে অভিব্যক্ত হয় মাত্র। ইহার দৃষ্টান্ত—যেরূপ পুরুষে পুরুষধর্ম্ম (শুক্রাদি)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিদ্যমান থাকিলেও যৌবনে উহার প্রকাশ হয়। এখানে যেরূপ পুরুষগণের পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মের অভিব্যক্তিকাল শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেইরূপ স্ত্রীগণেরও একটী বিশেষ বয়স আছে, যখন দেহধর্ম্মনিবন্ধন তাহাদের চিত্ত বাল্যের মত নির্ব্বিকার থাকে না,—যখন কাহারও সঙ্গলাভ করিতে তাহাদের প্রীতিপ্রবণ চিত্ত উৎকণ্ঠিত হয়। সেই আনন্দের কামনাও মানুষের সমুচিত কোন এক বিশেষ বয়সে স্বভাবত জাগিয়া থাকে। এই কালই রসশাস্ত্রে বয়ঃসন্ধি বা কৈশোর ও যৌবনের সন্ধি সময় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। উজ্জ্বলনীলমণিতে লিখিত আছে যে, রতি নামে স্থায়িভাব প্রাদুর্ভূত হইলে যে প্রথম বিকার তাহার নাম ভাব। অলঙ্কারকৌস্তুভে লিখিত আছে, নির্ব্বিকার চিত্তে প্রথম বিকারের নাম ভাব। প্রাকৃত জগতে বয়ঃসন্ধিদশায় নব্যকৈশোরে বা নব্যযৌবনে নায়িকার দেহের স্বভাবে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি প্রীতির সঞ্চার না হইলেও একটি আকাঙ্ক্ষা বা লালসা চিত্তে জাগে, ইহাই পূর্ব্বরাগের মূল বা আদি কারণ। ইহা না হইলে পূর্ব্বরাগ সম্ভব হইত না। লৌকিক জগতে নায়িকাগণের প্রীতির সংস্কারের যথেষ্ট তারতম্য আছে বা থাকিতে পারে। একেবারে প্রীতিসংস্কারবর্জ্জিত স্ত্রীলোক আছে কিনা সন্দেহ। হেমচন্দ্রসূরি কাব্যানুশাসনে বলেন যে, ভাবহাবাদি অঙ্গজ হইলেও সত্ত্বজ। 'দেহধর্ম্মত্বেনৈব স্থিতং সত্ত্বম্' যদাহ 'দেহাত্মকং ভবেৎ সত্ত্বম্' ইতি। ততো জাতাঃ সত্ত্বজাঃ রাজসতামসশরীরেষু অসদ্ভাবাৎ। চাণ্ডালীনামপি হি রূপলাবণ্যসম্পদো দৃশ্যন্তে নতু চেষ্টালঙ্কারাঃ ইতি।' (৭অঃ ৩০৮ পৃঃ)

জ্ঞান যে সত্ত্বগুণ হইতে উদ্ভূত হয় তাহা হইতে এ সত্ত্ব বিভিন্ন, ইহা দেহের ধর্ম্মরূপে বিদ্যমান থাকে। সেইজন্য ভরতমুনি বলেন, সত্ত্ব দেহাত্মক বা দেহধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত। তাদৃশ সত্ত্ব হইতে উত্থিত হয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলিয়া ভাবহাবাদি সত্ত্বজ অলঙ্কার বলা হয়। রাজস ও তামস শরীরে এইরূপ অলঙ্কার দৃষ্ট হয় না। চণ্ডালস্ত্রীগণেরও রূপ-লাবণ্য দেখা যায়, কিন্তু অলঙ্কার দেখা যায় না।

কৈশোরে নারীমাত্রেরই স্বভাবতঃ চিত্তের বিকার হইয়া থাকে, কিন্তু সত্ত্বের তারতম্য অনুসারে ভাবহাবাদি প্রকাশ পায়। প্রীতির অভিব্যক্তি হওয়ার পূর্ব্বেও ভাবাদি অভিব্যক্ত হইতে পারে, কারণ, উহারা অঙ্গজ বা দেহমাত্রনিষ্ঠ। যাহাদের প্রীতিসম্বন্ধে প্রাক্তন উজ্জ্বল সংস্কার আছে, তাহাদের বয়ঃসন্ধির এবং ভাবাদি অভিব্যক্তির পূর্ব্বেও পৌগণ্ড বয়সে অবস্থিত কোন রূপগুণবিশিষ্ট বালকের প্রতি প্রীতিসামান্যের সঞ্চার হইতে পারে, কিন্তু নায়ক নায়িকার বয়স উপযুক্ত অর্থাৎ রসবিষয়ে পরিপক্ব হইলেও চিত্তের ধৈর্য গাম্ভীর্য এবং সদ্বিবেচনাদির ফলে নির্ব্বিকার অবস্থায় যদি পাত্র বা পাত্রীর রূপগুণাদির বৈশিষ্ট্যে বিকারের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে সাতিশয় রসাবহ হইবে, সে বিষয় সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তস্থলে কাদম্বরীকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। মহাশ্বেতা যখন প্রথম পুণ্ডরীককে দেখেন, তখন তাঁহার বয়স কিরূপ তাহা স্পষ্ট জানিতে পারা যায় না। লিখিত আছে, পরম পবিত্র বাল্যকাল অতিক্রান্ত হইয়াছিল এবং শরীরে যৌবনের উদয় হইয়াছিল। মহাশ্বেতা গন্ধর্ব্বকন্যা ও রাজকন্যা। হয়ত সাধারণ স্ত্রীলোকের ১৬।১৭ বয়সে যেরূপ দেখায়, ইহাদের ১৩।১৪ বৎসরে সেইরূপ দেখায়। তাহাদের শরীর বয়সের অপেক্ষা অধিক পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

উজ্জ্বলনীলমণিতে নব্যযৌবনের যেরূপ লক্ষণ আছে, মহাশ্বেতার বোধহয় তাহা হইতে কিছু অধিক অর্থাৎ ব্যক্তযৌবনের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। কারণ, তাহা না হইলে বোধহয় পুণ্ডরীক এইরূপ মোহিত ও লুব্ধ হইতেন না। কাদম্বরী মহাশ্বেতার প্রায় সমবয়স্কা ছিলেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পুণ্ডরীকের তিরোভাবের পর চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়নের জন্ম। তাঁহাদের যৌবন বয়সে চন্দ্রাপীড়ের সহিত কাদম্বরীর প্রথম মিলন। এ স্থলে কাদম্বরীকে মহাশ্বেতার ন্যায় 'দিব্যত্বাদপরিজ্ঞায়মান-বয়ঃপরিমাণাম অপ্যষ্টাদশবর্ষদেশীয়ামিবোলক্ষ্যমাণাম' (কাদম্বরীপূর্ব্বভাগ মহাশ্বেতাবর্ণনা) বুঝিতে হইবে। মহাশ্বেতা গন্ধর্ব্বকন্যা বলিয়া তাঁহার বয়সের পরিমাণ কত ছিল তাহা না জানা থাকিলেও তিনি অষ্টাদশ বর্ষের কিছু অল্পবয়স্কা বলিয়া বোধ হইতেছিল। (ঈষৎ অল্প বুঝাইতে কল্প ও দেশীয়প্রত্যয় হয়)। যাহা হোক কাদম্বরীর চিত্ত যে সত্ত্ব-প্রধান ছিল ইহা অনুমান করা স্বাভাবিক। তিনি ব্যক্তযৌবনা বা পূর্ণযৌবনা হইলেও এবং মহাশ্বেতার প্রতি প্রণয় থাকিলেও তাঁহার চিত্ত চন্দ্রাপীড়দর্শনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বোধহয় ভাবহাবহেলাদি বিকারশূন্য ছিল। কারণ কাদম্বরী মহাশ্বেতাকে বলিয়াছিলেন, লজ্জা যেন আমার হস্ত ধরিয়া তাম্বুল দিতে বারণ করিতেছে। অতএব আমার হইয়া তুমি রাজকুমারের হাতে তাম্বুল অর্পণ কর।

মালতী, সাগরিকা, শকুন্তলা, দময়ন্তী ইহাদের বোধহয় সকলেরই ব্যক্তযৌবনে পূর্ব্বরাগের বর্ণন হইয়াছে। পদামৃতসমুদ্রেও প্রথমে মধ্যা নায়িকার অনুরূপ শ্রীরাধার পূর্ব্বরাগ ও নব মিলনের বর্ণন আছে। ইহাই অধিকরসাবহ ও আস্বাদ্য। বিদগ্ধমাধবে যদিও লিখিত আছে যে, শ্রীরাধা অল্পদিন হইল পূর্ব্বে বাল্যভাবাপন্ন ছিলেন, তথাপি যখন প্রথম বসন্তকালে শ্রীবৃন্দাবন দর্শন ও বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন, তখন তাঁহাকে ব্যক্তযৌবনা (বক্ষঃ প্রব্যক্তবক্ষোজং' উজ্জ্বলনীলমণি, উদ্দীপন প্রকরণ ১২) বুঝিতে হইবে। যে কালে নায়িকার বক্ষঃস্থলে স্পষ্টভাবে পয়োধরের উদ্গম হয় ও অঙ্গে উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়, তাহাকে ব্যক্ত-যৌবনা বলা হয়। বংশীধ্বনি শ্রবণের পূর্ব্বে শ্রীরাধার কাদম্বরীর ন্যায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নির্ব্বিকার ভাবেই বয়ঃসন্ধি এবং নব্যযৌবন অতিবাহিত। তখন তাঁহার স্বাভাবিক সহজ মধ্যা নায়িকার ভাব আবির্ভাব হইয়াছে। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বাস্তক শাকের সহিত ব্রজসুন্দরীগণের সমর্থা-রতিবীজের সাদৃশ্যের কথা বলিয়াছেন। এখানে অন্য কোন যোগ্য নায়ক উপস্থিত না থাকিলেও উপযুক্ত বয়স, উপযুক্ত উদ্দীপন বিভাব, বসন্তকাল, পূর্ণচন্দ্র, কোকিল, ভ্রমর, পুষ্পবন, মলয়ানিল, পুলিন, কুঞ্জ সমস্তই ছিল, তথাপি তাঁহার চিত্ত নির্ব্বিকার ছিল। রসের কিম্বা যোগমায়ার প্রভাবদ্বারাই ইহার সমাধান করিতে হইবে। বিদগ্ধমাধবে আছে, 'ততঃ প্রবিশতি ললিতয়া বিহস্যমানা রাধা (১ম অঙ্ক ৬১)। ললিতার সহিত হাসিতে হাসিতে শ্রীরাধা প্রবেশ করিলেন। এই হাস্য স্বতঃসিদ্ধ হইলেও শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ অভিব্যক্তির পরে নহে, কিন্তু পূর্ব্বে। সুতরাং ইহা স্বাভাবিক সত্ত্বজ অলঙ্কার বিশেষ বলিয়াই মনে হয়। যৌবনে এই হাসি নায়িকার অকারণে প্রকাশ পায়। 'যৌবনে সত্ত্বজাস্তাসামলঙ্কারস্তু বিংশতিঃ।' (উজ্জ্বলনীলমণি অনুভাবপ্রকরণ, ৫৭) সাধারণতঃ নায়কের সম্বন্ধ ভিন্নও বয়ঃসন্ধিতে ভাব, নব্যযৌবনে হাব এবং ব্যক্তযৌবনে হেলার বিকাশ অনুমান করা যাইতে পারে।

নায়কসম্বন্ধে শ্রবণ, দর্শনাদি দ্বারা ইহার ব্যতিক্রম হওয়া স্বাভাবিক। বয়ঃসন্ধিতে যে প্রাথমিক কন্দর্পক্ষোভানুভব তাহাকে (Biological urge) বলা যাইতে পারে। অভুক্ত অবস্থায় ক্ষুধা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরিশ্রমাদিদ্বারা তাহার আতিশয্য হয়। সেইরূপ দেহের ধর্ম্মানুসারে বয়ঃসন্ধিকালে নায়িকার পূর্ব্বোক্ত অঙ্গজ অলঙ্কার প্রকাশ পায়, নায়কসম্বন্ধে ঐ সকল বিকার অধিকতরভাবে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। সেইজন্য মধ্যা নায়িকার যে বয়সে চিত্তবিকার বিশেষভাবে উদিত হয় সেইরূপ বয়সে পূর্ব্বরাগ ও প্রথম মিলনই রসিক-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভক্তের বিশেষ ভাবে চিন্তনীয়। মুগ্ধার নব্য বা অস্পষ্টযৌবনার মন্দ ক্ষুধা, কারণ তিনি নবকামা অর্থাৎ তাহার নূতন রমণেচ্ছার উদ্গম হওয়ায় তিনি কামকলাচাতুর্য্যের অল্পমাত্রই জানেন। বিদগ্ধমাধবে শ্রীরাধা নবকামা হইলেও তিনি মধ্যা, কারণ এই সকল উক্তিই তাহার প্রমাণ। যথা, 'ক বাহং কা বাহং চকর কিমহং বা সখি তদা' (২।১২) শ্রীকৃষ্ণের চিত্রদর্শনে তাঁহার যে অবস্থা হইয়াছিল তাহাই এখানে প্রকাশিত হইয়াছে। আমি কোথায় আছি, আমি কে? আমি কি করিয়াছি, কিছুই জানিনা।

'পাদাব্জে বিলুঠত্যসৌ ময়ি মুহুর্দষ্টাধরায়াং রুষা (২।৩১)। আমি ক্রোধ করিয়া বারম্বার অধর দংশন করিলে তিনি আমার পদতলে লুণ্ঠিত হন। মধ্যার তুলনায় মুগ্ধার আস্বাদন অল্প। বালারমণীর সম্বন্ধে শ্রীবিদ্যাপতির পদটী প্রসিদ্ধ। মুগ্ধার প্রথম মিলনের বর্ণনা শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃত ক্ষণদাচিন্তামণির তৃতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। আনন্দবৃন্দাবন-চম্পুর ১১শ স্তবকে যে শ্রীরাধামাধবের প্রথম মিলন বর্ণিত আছে, তাহাতে নায়িকা বোধহয় মুগ্ধা ও মধ্যার সন্ধি স্থলে অবস্থিত। কিন্তু বিদগ্ধ-মাধবে প্রথম মিলনে নায়িকা মধ্যা (ব্যক্তযৌবনা)। উহাতে প্রথম মিলনের পর বিহার বর্ণিত না হইলেও শ্রীপাদ রূপগোস্বামী ধ্বনিমার্গে রসিক ভক্তগণের চিত্তে যে গভীর আবেদন করিয়াছেন, তাহাতে তদীয় অপূর্ব্ব রসবোধই প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকের প্রথম মিলন প্রগল্‌ভা এবং পূর্ণযৌবনার অনুরূপ। শ্রীরাধায় সকল প্রকার নায়িকার অবস্থা প্রকটিত হয়, সেইজন্য তিনি নায়িকামুকুটমণি। 'অশেষনায়িকাবস্থাপ্রাকট্যাদ্ভুতচেষ্টিতে' (চাটুপুষ্পাঞ্জলি)। শ্রীগীত-গোবিন্দে প্রাগলভ্য ও পূর্ণযৌবনত্ব সুব্যক্ত। যথা, 'কৃতপরিস্তুণচুম্বনয়া পরিরভ্য কৃতাধরপানং'। (২।৬।৩)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীগীতগোবিন্দে শ্রীপাদজয়দেব গোস্বামী শ্রীরাধামাধবের রহোলীলা বর্ণন করিয়াছেন বলিয়া রসগঙ্গাধর নামক রসগ্রন্থে পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বলিয়াছেন—

'জয়দেবপ্রভৃতিভিস্তু গীতগোবিন্দাদিপ্রবন্ধেষু সকলসহৃদয়সংমতোঽয়ং সময়ো মদোন্মত্তমতঙ্গজৈরিব ভিন্ন ইতি ন তন্নিদর্শনেনেদানীংতনেন তথা বর্ণয়িতুং সাম্প্রতম্। (বারাণসী সং ৮৬ পৃষ্ঠা)

জয়দেব প্রভৃতি কিন্তু গীতগোবিন্দাদি গ্রন্থে সকল সহৃদয়গণ দ্বারা অনুমোদিত এইরূপ রসমর্য্যাদা মদোন্মত্ত হস্তীর ন্যায় ভগ্ন করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া আধুনিক কবিগণ যেন ঐরূপ বর্ণন না করেন।

অবশ্য পণ্ডিতরাজ জগন্নাথের এইরূপ উক্তি অন্য কবিগণের পক্ষে সত্য হইলেও- শ্রীপাদ জয়দেবগোস্বামী শ্রীভগবানের বিশেষ রসিক ভক্ত বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ, তিনি শ্রীভগবানের ভাবে উন্মত্ত হইয়া, ভগবৎ প্রেরণাতেই ঈদৃশ রাধাকৃষ্ণের নিকুঞ্জলীলা স্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু যুক্তিহীন ভাবুকতায় নহে।

কবি পীযূষবর্ষ-জয়দেবকৃত চন্দ্রালোক নামে অলঙ্কার গ্রন্থের টীকাকার বহুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বৈদ্যনাথ পায়গুণ্ড তদীয় টীকার মঙ্গলাচরণ শ্লোকে বলেন,

বৃন্দাবনে খেলতি রাধিকাসমং
কর্ণাবতংসীকৃতফুল্লপদ্মঃ।
রহঃ সমালম্ব্য শরৎসুধাংশুঃ
কলঙ্কিতামাপ স পাতু মাধবঃ।

৬

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিকশিত কমলের কর্ণভূষণ ধারণ করিয়া বৃন্দাবনে নির্জনস্থানে শ্রীরাধিকার সহিত শ্রীকৃষ্ণ লীলা করিতেছেন। তাঁহার রূপমাধুর্য্য দর্শনে শারদীয় সুধাকর কলঙ্ক প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার সৌন্দর্যে চন্দ্র মলিন ও প্রভাহীন হইয়াছে।

এখানে টীকাকারমহোদয় স্পষ্টই নিভৃত নিকুঞ্জলীলার মাহাত্ম্য আভাসে ইঙ্গিত করিয়াছেন।

‘গেলি কামিনী গজহুগামিনী
বিহসি পালটি নেহারি (বিদ্যাপতি)।

ফুলের গেড়ুয়া লুফিয়া ধরয়ে
সঘনে দেখায় পাশ (চণ্ডীদাস)।

‘কেলিবিপিনং প্রবিশতি রাধা
প্রতিপদসমুদিতমনসিজবাধা’

(জগন্নাথবল্লভ নাটক ১।৩৭)

পরমরসিকশিরোমণিগণের এই সকল বাক্য হইতে শ্রীরাধাতে মধ্যা-নায়িকার লক্ষণই প্রকাশ পাইয়াছে, মুগ্ধার নহে।

চক্ষুঃপ্রীতি রতি-উদ্বোধক বলিয়া অলঙ্কার-শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। বাৎস্যায়ন মুনিও তদীয় কামসূত্রে দশবিধ কামদশার প্রথমটী চক্ষুঃপ্রীতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—

“চক্ষুঃপ্রীতির্মনঃসঙ্গঃ সঙ্কল্পোৎপত্তির্নিদ্রাচ্ছেদস্তনুতা বিষয়েভ্যো-ব্যাবৃত্তির্লজ্জাপ্রণাশ উন্মাদো মূর্চ্ছা মরণমিতি তেষাং লিঙ্গানি”। (৫।১।৫)

তাৎপর্য্য—এই যে, চক্ষুঃপ্রীতি, মনের-আসক্তি প্রভৃতি কামদশার দশটী অনুভাব বা কার্য্য। কাহারও হৃদয়ে রতি উদিত হইলে এইরূপ দশটী অবস্থা ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। মহাকবি ভবভূতি তদীয় মালতীমাধব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গ্রন্থের ষষ্ঠ অঙ্কে—এইরূপে মালতী ও মাধবের পরস্পর চক্ষুর প্রীতি প্রথমে উদিত হইয়াছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

'পুরশ্চক্ষূরাগস্তদনু মনসোঽনন্যপরতা
তনুগ্লানির্যস্য ত্বয়ি সমভবদ্ যত্র চ তব'। ইত্যাদি।

কামন্দকী বলিলেন, বৎসে তোমার প্রতি যাঁহার (মাধবের) ও যাঁহার প্রতি তোমার প্রথম নয়নের প্রীতি, তাহার পর মনের একাগ্রতা ও শরীরের গ্লানি হইয়াছিল ইত্যাদি।

তদীয় মহাবীরচরিতের প্রথম অঙ্কে শ্রীরাম-সীতার দৃষ্টিবিনিময় প্রসঙ্গে উক্ত আছে :—

'রামঃ—তৎ কিমিয়মমৃতবর্ত্তিরিব মে চক্ষুরাপ্যায়য়তি' অর্থাৎ—(মনে মনে) ইনি যেন অমৃতবর্ত্তির মত আমার নয়ন আপ্যায়িত করিতেছেন।

সীতাও আত্মগত বলিয়াছিলেন, 'কিমিতি সজ্জতেঽস্মিল্লোচনানন্দে মে দৃষ্টিঃ' অর্থাৎ কোন হেতু নয়নানন্দরূপ রামে আমার দৃষ্টি লগ্ন হইতেছে?

বীররাঘবকৃত টীকায় লিখিত আছে—

'তৎ কিমিয়মিত্যাদিনা দৃষ্টিরিত্যন্তেন দ্বাদশসু শৃঙ্গারাবস্থাসু চক্ষুঃ-প্রীতির্নাম প্রথমাবস্থোক্তা। তদুক্তম্ আদরাদীক্ষণং যত্তচ্চক্ষুঃপ্রীতি-র্ভবেত্তু সা'। ইতি। অর্থাৎ দ্বাদশ শৃঙ্গার অবস্থার মধ্যে এখানে চক্ষুঃপ্রীতি নামক প্রথম অবস্থা কথিত হইল। আদরপূর্ব্বক দর্শনকে চক্ষুঃপ্রীতি কহে। লৌকিক জগতে নয়নপ্রীতিসম্বন্ধে মনে হয়, পূর্ব্বজন্মের সংস্কারও একটী বিশেষ কারণ হইতে পারে। যেহেতু জগতে এরূপ দেখা যায় যে, কোন ব্যক্তি অপরিচিতজনকে প্রথম দর্শন মাত্রেই যেন তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়, তাহাকে যেন পরম আত্মীয়বোধে নিকটে লাভ করিতে অভিলাষ করে। ইহার কারণ ভারতীয় মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে, সে ব্যক্তি তখন অন্য ব্যক্তির সহিত পূর্ব্বজন্মের সখ্য বা সদ্ভাব স্মরণ করে। স্মরণকালেই তাঁহার প্রাক্তন সংস্কার চিত্তে উদ্বুদ্ধ হয়। তাহার তখন সে বিষয়ে স্পষ্ট

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্মরণ না হইলেও প্রীতির অস্ফুট স্মৃতি হৃদয়ে জাগে। সেইজন্য মহাকবি কালিদাস তদীয় বিশ্ববিখ্যাত শকুন্তলা নাটকের পঞ্চম অঙ্কে এই গভীর প্রেমরহস্য অভিব্যক্ত করিয়া বলেন—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি ॥

অর্থাৎ—রম্য বস্তু দেখিয়া ও মধুর শব্দ শ্রবণ করিয়া সুখী ব্যক্তিও যে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে, ইহার কারণ এই যে, সে তখন মনে মনে অজ্ঞাতসারে পূর্ব্বজন্মের বন্ধুত্ব স্মরণ করে। উহা সংস্কাররূপে তাহার চিত্তভূমিতে বদ্ধমূল হইয়া আছে। রঘুবংশেও এই অপূর্ব্ব রহস্য ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর প্রসঙ্গে অভিব্যক্ত হইয়াছে। যথা—

রতিস্মরৌ নূনমিমাবভূতাং রাজ্ঞাং সহস্রেষু তথাপি বালা।
গতেয়মাত্মপ্রতিরূপমেব মনো হি জন্মান্তরসংগতিজ্ঞম্ ॥ ৭।১৫

অর্থাৎ এই অজ ও ইন্দুমতী বোধহয় পূর্ব্বজন্মে মদন ও রতি ছিলেন, তাহা না হইলে সহস্র রাজার মধ্যে ইন্দুমতী কিরূপে স্বীয় অনুরূপ পতি লাভ করিলেন? ইহাতে বোধহয় মনই পূর্ব্বজন্মের সম্মিলন অবগত হইতে পারে। যাহা হোক্, পূর্ব্বজন্মের সংস্কার যে চিত্তে নিহিত থাকে সে বিষয় সন্দেহ করিবার কিছুমাত্র অবসর নাই, উহা সুবিচারিত সুদৃঢ় দার্শনিক সিদ্ধান্ত। উত্তররামচরিতের পঞ্চমাঙ্কেও এই গভীর রস-রহস্য মহাকবিদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। যথা—

ভূয়সা জীবিধর্ম্ম এষঃ যত্রসময়ী কস্তচিৎ ক্বচিৎ প্রীতিঃ, যত্র লৌকিকানামুপচারস্তারামৈত্রকং বা চক্ষুরাগ ইতি তমপ্রতিসংখ্যেয়মনবন্ধনং প্রেমাণমামনন্তি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অহেতুঃ পক্ষপাতো যস্তস্য নাস্তি প্রতিক্রিয়া।
স হি স্নেহাত্মকস্তন্তুরন্তর্মর্ম্মাণি সীব্যতি॥ ৫।১৭

অর্থাৎ—কোন লোকের যে অন্যজনের প্রতি দর্শন মাত্রেই সহসা রসময়ী প্রীতি বা অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, তাহা জীবমাত্রেরই বহুলরূপে স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অন্য ব্যক্তিকে প্রথম দর্শনেই যে মানবহৃদয় প্রেমপ্রবণ হইয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, পরস্পর মিলন হইলে দুইজনের নয়ন-তারকা হইতে তেজঃপুঞ্জ নিঃসৃত হইয়া উভয়ের চিত্তকে অনুরক্ত ও আসক্ত করিয়া তুলে। সেই জন্য এই প্রেমকে লৌকিক রসিকগণ তারামৈত্রক বা চক্ষুরাগ বলিয়া অভিহিত করেন। রসময়ী প্রীতি বলায় আলঙ্কারিকগণের মতে উহা তখন অলৌকিক হইয়া উঠে। চক্ষুতারকার তেজঃসম্পর্ক মাত্রেই মানব অনুরক্ত হয়, সেইজন্য প্রেম তারামৈত্রক। চক্ষুর রাগ বা প্রীতি সেই মানবের প্রতিই উন্মেষিত হয় বলিয়া উহাকে চক্ষুরাগ বলা হয়। সেই প্রেম সীমার বিষয়ীভূত নহে ও অহেতুক বলিয়া প্রেমতত্ত্বজ্ঞগণদ্বারা অভিহিত হয়।

অহেতু বা অকারণ যে আসক্তিবিশেষ উপজাত হয় তাহার প্রতিকার নাই বা তাহা নিবারিত হইবার নহে। যেহেতু, তাদৃশ প্রেমস্বরূপ-সূত্র হৃদয়সন্ধিস্থানকে গ্রথিত করিয়া থাকে। তাৎপর্য এই যে, দুইটী হৃদয় প্রেমসূত্রদ্বারা গ্রথিত হইয়া একীভূত হয়।

কুমারসম্ভব মহাকাব্যেও মহাকবি কালিদাস শ্রীশিবের প্রতি পার্ব্বতীর সাদর দর্শনদ্বারা রতি বা ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিলুপ্তধৈর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি॥
বিবৃণ্বতী শৈলসুতাপি ভাবমঙ্গৈঃ স্ফুরদ্বালকদম্বকল্পৈঃ।
সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ মুখেন পর্য্যস্তবিলোচনেন॥

(৩।৬৭—৬৮)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ—চন্দ্রোদয়ের প্রথম সময়ে সাগর যেমন ঈষৎ তরঙ্গ-চঞ্চল হয়, সেইরূপ শিব উমাদর্শনে কিছু অধীর হইলেন ও উমার পক্ক বিম্বফলের মত অধরবিশিষ্ট মুখের দিকে অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। পার্ব্বতীর শরীরও সেই সময় নববিকশিত কদম্বের মত পুলকাকুল হওয়ায় তাঁহার অন্তরের প্রেম প্রকাশিত হইল। তখন তিনি অবনত নয়নে নিজের মুখখানি কিছু বক্র করিয়া অবস্থিত হইলেন।

এই দুইটী শ্লোকে চক্ষুঃপ্রীতি প্রকাশিত হইয়াছে। হরপার্ব্বতীর পরস্পরের প্রতি রতি যে উদ্বুদ্ধমাত্র হইয়াছে তাহা সাহিত্যদর্পণকার (৩।২১৭) স্পষ্টই বলিয়াছেন।

রসার্ণবসুধাকর নামক রসগ্রন্থের দ্বিতীয় বিলাস হইতে একটী শ্লোক এ বিষয়ে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা—

উভে তদানীমুভয়োস্তু চিত্তে কদুষ্ণনিশ্বাসচরিষ্ণুকেন।
একীকরিষ্যন্নহুরাগশিল্পী রাগোষ্মণৈব দ্রবতামনৈষীৎ॥

অর্থাৎ—তখন উভয়ের (লক্ষ্মী ও নারায়ণের) দুইটী চিত্ত অনুরাগ রূপ শিল্পী কর্ত্তৃক ঈষদুষ্ণ নিশ্বাসযুক্ত রাগরূপ তাপদ্বারা একীকৃত করিবার জন্য দ্রবীভূত হইয়াছিল। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণিতে যে নিম্নলিখিত শ্লোকটী দৃষ্ট হয়, তাহার মূল পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী। কারণ, শ্রীরূপগোস্বামিপাদ তদীয় নাটকচন্দ্রিকায় ভরতমুনির ও রসার্ণবসুধাকরের রসপ্রক্রিয়াই স্বীকার করিয়াছেন ও রসার্ণবকে রমণীয় বলিয়াছেন।

রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী স্বেদৈর্বিলাপ্য ক্রমাদ্
যুঞ্জন্নদ্রিনিকুঞ্জকুঞ্জরপতে নির্ধূতভেদভ্রমম্।
চিত্রায় স্বয়মন্বরঞ্জয়দিহ ব্রহ্মাণ্ডহর্ম্ম্যোদরে
ভূয়োভির্নবরাগহিঙ্গুলভরৈঃ শৃঙ্গারকারুঃ কৃতী॥

বৃন্দাদেবী বলিলেন, হে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের নিকুঞ্জ ভবনের হস্তিরাজ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শৃঙ্গার-রস-রূপ নিপুণ শিল্পী শ্রীরাধা ও তোমার পরস্পরের চিত্তজতু (গালা) প্রেমরূপ উষ্মাদ্বারা দ্রবীভূত করিয়া অভিন্নতা সম্পাদন করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডরূপ প্রাসাদে বিস্ময় উৎপাদনের জন্য ঐ চিত্ত নবরাগ-হিঙ্গুল দ্বারা অনুরঞ্জিত করিয়াছেন। মধুরা রতি এই রসের ঐক্যাবস্থা প্রাপ্তিতে পরমা পরিণতি প্রাপ্ত হয়।

শ্রীরাধিকার রাগ যদিও স্বরূপনিষ্ঠ, তথাপি—লৌকিক লীলার ক্রমরীতি অবলম্বনে লোকোত্তর লীলা বর্ণিত হইলে রসাবহ হইয়া থাকে—সেই জন্য নয়নভঙ্গিদ্বারা রাগের আবির্ভাব দেখান হইয়াছে। শ্রীরাধামাধবের চিত্ত একীভূত হইল বলায় উহা দ্রবীভূত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই চিত্তদ্রবই প্রেমরসের স্থায়ী ভাবরূপে অলঙ্কারকৌস্তুভে উল্লিখিত আছে। উহার উদাহরণ এইরূপ :—

প্রেয়াংস্তেঽহং ত্বমপি চ মম প্রেয়সীতি প্রবাদ-
স্ত্বং মে প্রাণা অহমপি তবাস্মীতি হন্ত প্রলাপঃ।
ত্বং মে তে স্যামহমিতি চ যত্তচ্চ নো সাধু রাধে
ব্যাহারে নৌ নহি সমুচিতো যুষ্মদস্মৎপ্রয়োগঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে রাধে, আমি তোমার প্রিয়, তুমি আমার প্রিয়া, ইহা প্রবাদ। তুমি আমার প্রাণ, আমিও তোমার প্রাণস্বরূপ, এইরূপ বাক্য প্রয়োগ প্রলাপ মাত্র। তুমি আমার, আমি তোমার, এইরূপ উক্তি সাধু নহে। যেহেতু আমাদের দুই জনের কথাপ্রসঙ্গে তুমি আমি এইরূপ প্রয়োগ সমুচিত নহে। ভাবার্থ এই—দুইটী আত্মার দুইটী দেহ পৃথক হইলে 'তুমি আমি' প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত হয়, কিন্তু এখানে শ্যাম ও পীতবর্ণ দুইটী দেহের আত্মা একই। যেরূপ একটী কমলনাল হইতে উৎপন্ন নীল ও পীত কমলদ্বয় উৎপন্ন হয়, ইহাও তদ্রূপ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর বলেন, 'প্রেমরসে সর্ব্বে রসা অন্তর্ভবন্তীত্যত্র মহীয়ানেব প্রপঞ্চঃ। গ্রন্থগৌরবতয়া দিঙ্মাত্রমুক্তম্। কেষাঞ্চিন্মতে শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ শৃঙ্গার এব রসঃ। তন্মতেপ্যেতদুদাহরণং নাসঙ্গতম্। শৃঙ্গারোঽঙ্গী প্রেমাঙ্গং, অঙ্গস্যাপি ক্বচিদুদ্রিক্ততা। বয়ন্তু প্রেমাঙ্গী শৃঙ্গারোঽঙ্গমিতি বিশেষঃ। তথাচ—

উন্মজ্জন্তি নিমজ্জন্তি প্রেম্ন্যখণ্ডরসত্বতঃ।
সর্ব্বে রসাশ্চ ভাবাশ্চ তরঙ্গা ইব বারিধৌ॥

প্রেমরসে সকল রসই অন্তর্ভুক্ত এই জন্য ইহাতে বিপুল বিস্তার দৃষ্ট হয়, কিন্তু গ্রন্থবাহুল্যভয়ে দিগ্‌দর্শন করা হইল। কাহারও মতে শ্রীরাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গার রসই অঙ্গী, তাহাদের মতেও এই উদাহরণ অসঙ্গত হইতেছে না। কারণ, অঙ্গরসের কোথাও অঙ্গীরস হইতে আধিক্য দেখা যায়। আমরা কিন্তু প্রেমরসকেই অঙ্গী ও শৃঙ্গার রসকে অঙ্গ বলিব। প্রেম অখণ্ড রস বলিয়া উহাতে সকল রস ও ভাব সমুদ্রে তরঙ্গমালার মত উদ্গত ও বিলীন হয়, ইহাই শ্রীপাদ গোস্বামিগণের অভিনব সিদ্ধান্ত। তাঁহারা বলেন, শৃঙ্গার রস অন্যান্য রসের তুলনায় অঙ্গী হইলেও প্রেমরসের পক্ষে অঙ্গ। এইজন্য শ্রীরাসলীলায় 'তদনঙ্গবর্দ্ধনং' ইত্যাদি শ্লোকের বৃহৎক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী বলেন— অনঙ্গঃ—ন অঙ্গম্ অপি তু অঙ্গী, অঙ্গী তু প্রেমা; অঙ্গঃ কামকলা। অর্থাৎ অনঙ্গ শব্দে যাহা অঙ্গ নহে কিন্তু অঙ্গী বা প্রেম। কামকলাই অঙ্গ।

প্রেমরসে চিত্তদ্রবই স্থায়ী ভাব, উহা উভয়নিষ্ঠ। শৃঙ্গার রসে নায়িকানিষ্ঠ ও নায়কনিষ্ঠ ভাব ভিন্ন হয়, কিন্তু প্রেমরসের বৈশিষ্ট্য ইহাই যে, চিত্তদ্রব রাধামাধবের উভয়নিষ্ঠ। তাৎপর্য্য এই যে, দুটী চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া ভেদভাব পরিত্যাগ করিয়া একীভূত হইয়াছে। ভেদতিরোধায়ক পরম সামরস্য আবির্ভূত হইয়া দুটী চিত্তকেই ঐক্যভাব প্রাপ্ত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করাইয়াছে। ইহা প্রেমবিবর্ত্তবিলাসের বীজাবস্থা—সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত নিরুপাধি প্রেমের অভিন্নতাদ্যোতক।

'তুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি'। শ্রীপাদ রামানন্দকৃত পদের ভাবসাম্য এই শ্লোকে দৃষ্ট হয়।

প্রেমবিলাসবিবর্ত্তের বিষয় কিছু আলোচিত হইতেছে।

কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত শ্রীপাদ রামানন্দ রায়ের গোদাবরীতীরে মিলন হইয়াছিল। সেই সময় সাধ্য-সাধনতত্ত্ব নিরূপণ প্রসঙ্গে অনেক নিগূঢ় রসতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে শ্রীরাধা-কৃষ্ণতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বিলাসমহত্ত্ব শ্রবণ করিতে সাতিশয় অভিলাষী হইয়াছিলেন। সেই বিলাস বর্ণন করিতে যাইয়া শ্রীপাদ রামানন্দ শ্রীরাধামাধবের নিকুঞ্জলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ধীরললিত নায়ক শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর কুঞ্জমধ্যে শ্রীরাধাসঙ্গে লীলা করেন। ইহাই ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ মন্ত্রময়ী উপাসনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উহা হ্রদের মত স্থির। কারণ স্বারসিকী লীলা বা কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠগমনাদির মত ইহাতে নিত্য নব নব ভাবের প্রবাহ দৃষ্ট হয় না। যাহা হউক শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এইরূপ লীলা অনুমোদন-পূর্ব্বক বলিয়াছেন,

প্রভু কহে এই হয়ে আগে কহ আর।
রায় কহে ইহা বহি বুদ্ধি নাহি আর।
যেবা প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত এক হয়।
তাহা শুনি তোমার সুখ হয় কি না হয়।

এই পয়ারে 'প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত' পদটী দেখা যায়। এখানে প্রেম, বিলাস ও বিবর্ত্ত এই তিনটী শব্দের ব্যাখ্যা হইলেই উহা সম্যক জ্ঞাত হওয়া যাইবে।*

* প্রেমের লক্ষণ উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে এইরূপ আছে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরে শ্রীপাদ রামানন্দ স্বকৃত একটী গীত বলিয়াছিলেন। তাহা এইরূপ,

'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি॥

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥

অর্থাৎ ধ্বংসের কারণ বিদ্যমান থাকিলেও যাহা ধ্বংস হয় না, এইরূপ নায়ক নায়িকার যে পরস্পর ভাববন্ধন তাহাকে প্রেম কহে।

এই প্রেমেরই বিলাসরূপে বা অবস্থাভেদানুসারে স্নেহ মান প্রণয়াদি উজ্জ্বলনীলমণিতে উক্ত আছে। যথা—

অতঃ প্রেমবিলাসাঃ স্যুর্ভাবাঃ স্নেহাদয়স্তু ষট্। স্থায়িভাব—৪৫।

অতএব প্রেমেরই গাঢ় হইতে গাঢ়তর অবস্থা সকলই বিলাসরূপে উক্ত আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রেমই যখন বৈচিত্রীবশতঃ লীলায়িত হইয়া প্রকাশিত হয়, তখন যে সকল মানসিক অবস্থা নায়ক নায়িকার উপস্থিত হয়, তৎসমুদয়ই বিলাস শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

অলঙ্কার শাস্ত্রে বিলাসের একটী পারিভাষিক সংজ্ঞা আছে। উহা নায়িকাগণের অলঙ্কারবিশেষ। এখানে কিন্তু সেই অর্থে বিলাস শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বিলাস এখানে প্রেমলীলার কোন একটী অবস্থাবিশেষের দ্যোতক। শ্রীভাগবতের প্রথম স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে সপ্তত্রিংশ শ্লোকে 'ললিতগতিবিলাস' ইত্যাদির টীকায় শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন, 'বিলাসশ্চ ধীরলালিত্যাদিবৈদগ্ধী মানসী, এখানে সেইরূপ অর্থই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এ সখি সে সব প্রেম কাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥

না খোজলোঁ দূতী না খোজলোঁ আন।
দুহু কর মিলন মধত পাঁচবাণ॥

অবসোই বিরাগ তুহুঁ ভেল দূতী।
সুপুরুখ প্রেমকি ঐছন রীতি॥

বৰ্দ্ধন রুদ্র নরাধিপমান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ॥

প্রথমে পূর্ব্বরাগ দশা, তাহার পর কটাক্ষ, এইরূপ ব্যাখ্যাই সমীচীন, কারণ তাহা হইলে রাগের নিরুপাধিত্ব প্রতিপন্ন হয়। শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর মহোদয় পদামৃতসমুদ্রে এই গীতটী কিন্তু মানপ্রকরণে উল্লেখ করিয়াছেন। পদামৃত সমুদ্রের স্বকৃত টীকায় উহার ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। তাহা সর্ব্বত্র সুলভ বলিয়া এখানে উদ্ধৃত হইল না। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমে পূর্ব্বরাগ নয়নকটাক্ষেই প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া সীমা পাইল না। তিনি পতি নহেন, আমিও পত্নী নহি; তথাপি কন্দর্প আমাদের উভয়ের মন পেষণ করিয়া অভিন্ন করিয়াছে। অতএব হে সখি, মি সেই সকল প্রেমের বৃত্তান্ত শ্রীকৃষ্ণকে বলিও, দেখিও যেন বিস্মৃত হইও না; কেন না বিস্মৃতি-স্বভাব কৃষ্ণের তুমি অনুগতা দূতী।অতএব তোমার বিস্মৃত হওয়া স্বাভাবিক। ইহাই এখানে মানিনী নায়িকার নিগূঢ় বক্রোক্তি।

প্রথমে পূর্ব্বরাগসময়ে দূতী বা অন্য কাহারও সাহায্য প্রয়োজন হয় নাই, দুই জনার মিলনে কন্দর্প মধ্যস্থ হইয়াছিল। 'অবসো' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বক্রোক্তি ও মান প্রকাশ পাইতেছে। এখানে যে অবহিত্থা বা ভাবগোপন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পরে শ্রীপাদ রামানন্দ স্বকৃত একটী গীত বলিয়াছিলেন। তাহা এইরূপ,

'পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ না হাম রমণী।
দুহুঁ মন মনোভব পেশল জানি॥

সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে।
যদ্ভাববন্ধনং যূনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥

অর্থাৎ ধ্বংসের কারণ বিদ্যমান থাকিলেও যাহা ধ্বংস হয় না, এইরূপ নায়ক নায়িকার যে পরস্পর ভাববন্ধন তাহাকে প্রেম কহে।

এই প্রেমেরই বিলাসরূপে বা অবস্থাভেদানুসারে স্নেহ মান প্রণয়াদি উজ্জ্বলনীলমণিতে উক্ত আছে। যথা—

অতঃ প্রেমবিলাসাঃ স্যুর্ভাবাঃ স্নেহাদয়স্তু ষট্। স্থায়িভাব—৪৫।

অতএব প্রেমেরই গাঢ় হইতে গাঢ়তর অবস্থা সকলই বিলাসরূপে উক্ত আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রেমই যখন বৈচিত্র্যবশতঃ লীলায়িত হইয়া প্রকাশিত হয়, তখন যে সকল মানসিক অবস্থা নায়ক নায়িকার উপস্থিত হয়, তৎসমুদয়ই বিলাস শব্দের অন্তর্ভুক্ত।

অলঙ্কার শাস্ত্রে বিলাসের একটী পারিভাষিক সংজ্ঞা আছে। উহা নায়িকাগণের অলঙ্কারবিশেষ। এখানে কিন্তু সেই অর্থে বিলাস শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বিলাস এখানে প্রেমলীলার কোন একটী অবস্থাবিশেষের দ্যোতক। শ্রীভাগবতের প্রথম স্কন্ধে নবম অধ্যায়ে সপ্তত্রিংশ শ্লোকে 'ললিতগতিবিলাস' ইত্যাদির টীকায় শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন, 'বিলাসশ্চ ধীরলালিত্যাদিবৈদগ্ধী মানসী, এখানে সেইরূপ অর্থই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এ সখি সে সব প্রেম কাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরহ জানি॥

না খোজলোঁ দূতী না খোজলোঁ আন।
দুহু কর মিলন মধত পাঁচবাণ॥

অবসোই বিরাগ তুহুঁ ভেল দূতী।
সুপুরুষ প্রেমকি ঐছন রীতি॥

বর্দ্ধন রুদ্র নরাধিপমান।
রামানন্দ রায় কবি ভাণ॥

প্রথমে পূর্ব্বরাগ দশা, তাহার পর কটাক্ষ, এইরূপ ব্যাখ্যাই সমীচীন, কারণ তাহা হইলে রাগের নিরুপাধিত্ব প্রতিপন্ন হয়। শ্রীল রাধামোহন ঠাকুর মহোদয় পদামৃতসমুদ্রে এই গীতটী কিন্তু মানপ্রকরণে উল্লেখ করিয়াছেন। পদামৃত সমুদ্রের স্বকৃত টীকায় উহার ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। তাহা সর্ব্বত্র সুলভ বলিয়া এখানে উদ্ধৃত হইল না। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমে পূর্ব্বরাগ নয়নকটাক্ষেই প্রকাশিত হইয়াছিল। উহা দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া সীমা পাইল না। তিনি পতি নহেন, আমিও পত্নী নহি; তথাপি কন্দর্প আমাদের উভয়ের মন পেষণ করিয়া অভিন্ন করিয়াছে। অতএব হে সখি, তুমি সেই সকল প্রেমের বৃত্তান্ত শ্রীকৃষ্ণকে বলিও, দেখিও যেন বিস্মৃত হইও না; কেন না বিস্মৃতি-স্বভাব কৃষ্ণের তুমি অনুগতা দূতী।অতএব তোমার বিস্মৃত হওয়া স্বাভাবিক। ইহাই এখানে মানিনী নায়িকার নিগূঢ় বক্রোক্তি।

প্রথমে পূর্ব্বরাগসময়ে দূতী বা অন্য কাহারও সাহায্য প্রয়োজন হয় নাই, দুই জনার মিলনে কন্দর্প মধ্যস্থ হইয়াছিল। 'অবসো' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বক্রোক্তি ও মান প্রকাশ পাইতেছে। এখানে যে অবহিত্থা বা ভাবগোপন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহা মানের কিছু বিরাম হইলেই বুঝা যায়। শেষের দুই চরণের অর্থ এইরূপ—প্রকৃষ্ট গুণের দ্বারা নরপতির মত শ্রীরাধার মান বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা গীত কর্ত্তা দ্বারা অনুমিত হইতেছে। পক্ষে শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহারাজের দ্বারা যাঁহার মান বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই কবি রামানন্দ বলিতেছেন।

শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের ৭ম অঙ্কে এই গানটী শ্রীপাদ রামানন্দের মুখে উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

'সখি ন স রমণো নাহং রমণীতি ভিদাবয়োরাস্তে।
প্রেমরসেনোভয়মন ইব মদনো নিষ্পিপেষ বলাৎ॥'

অথবা—

"অহং কান্তা কান্তস্ত্বমিতি ন তদানীং মতিরভূ-
ন্মনোবৃত্তির্লুপ্তা ত্বমহমিতি নৌ ধীরপি হতা।
ভবান্ ভর্ত্তা ভার্য্যাহমিতি যদিদানীং ব্যবসিতি-
স্তথাপি প্রাণানাং স্থিতিরিতি বিচিত্রং কিমপরম্।

ইহার তাৎপর্য্য এই—হে সখি! সে রমণ, আমি রমণী এইরূপ আমাদের ভেদবুদ্ধি নাই, কারণ মদন বা নিরুপাধি প্রেমই বলপূর্ব্বক প্রেমরসদ্বারা উভয়ের চিত্তকে নিষ্পেষণ করিয়াছিল।

আমি কান্তা, তুমি কান্ত এইরূপ বুদ্ধি তখন ছিল না। যেহেতু চিত্তবৃত্তি লুপ্ত হওয়ায় তুমি ও আমি এইরূপ বুদ্ধিও আমাদের হত হইয়াছিল। এখন তুমি ভর্ত্তা, আমি ভার্য্যা এইরূপ ভেদবুদ্ধি আসিয়াছে তথাপি আমার প্রাণ রহিয়াছে, ইহা অপেক্ষা বিচিত্র আর কি হইতে পারে।

এই সকল শ্রীরাধার বাক্য হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, নিরুপাধি প্রেমের বিলাসবিবর্ত্তকালে এমন কোন এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থা উপস্থিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হয় যে, তখন প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেমে কোন প্রকার উপাধি থাকে না। ইহা সর্ব্ব উপাধি বিনির্মুক্ত বিলাসৈকতন্ময়তা, কিন্তু পুনর্ব্বার ভেদানুভূতি হয়। এই কারণ এই পূর্ব্বোক্ত পদ্যটীর মধ্যে 'তদানীং' ও 'ইদানীং' এই পদদ্বয়ের দ্বারাই রসানুভূতির দুইটী অবস্থাবিশেষ সূচিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা নিরুপাধি প্রেমপরৈক্যই বা অত্যন্ত অভেদ দেখান হইয়াছে। সেইজন্য শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে উক্ত আছে—

"নিরুপাধি প্রেম কথঞ্চিদপ্যুপাধিং ন সহতে।"

নিরুপাধি প্রেম কোন প্রকার উপাধি সহ্য করিতে পারে না। ধর্ম্ম, সৌন্দর্য্য, এমন কি কান্তাভিমান—ইহাও প্রেমের উপাধিবিশেষ। বিশুদ্ধ জাম্বূনদ হেমসম প্রেম যখন স্বারাজ্য বিস্তার করে তখন কেবল প্রেমই একলা বিজয়ী সম্রাটের মত হৃদয়-সিংহাসনারূঢ় হয় ও অনির্ব্বচনীয় আস্বাদনদানে শ্রীরাধামাধবকে মুগ্ধ করে। এখানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিত্ত-বৃত্তির লোপ উক্ত হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞানী বা যোগীর মত মনোনাশ উক্ত হয় নাই।

লীলাবিলাসের বিবর্ত্তে চিত্ত প্রেমদ্বারা এরূপভাবে কবলিত হয় যে, তখন উহা অন্য বিলাসের কথা স্মরণ করিতে অসমর্থ হয়। এমন কি স্বীয় সত্তা পর্যন্ত বিস্মৃত করাইয়া দেয়; কিন্তু সেরূপ অবস্থাতেও এক অপূর্ব্ব আস্বাদন হয়, তাহা না হইলে শ্রীরাধা সখীর নিকট তদীয় বিলাস কালের অবস্থা কখনই বলিতে সমর্থা হইতেন না। ইহা অনেকটা সুষুপ্তিদশার মত; জীবের মানসিক কার্য্য তখন উপরত হইলেও সে অবস্থাটী যে সুখময় তাহা জাগ্রত হইয়া সে স্মরণ করিয়া থাকে। যে সুখানুভব করে সেই স্মরণ করে, ইহাকে দার্শনিকগণ সামানাধিকরণ্য বলিয়াছেন, অর্থাৎ সুখানুভব ও সুখানুভবস্মরণ এক অধিকরণের, একটী লোকেরই কর্ম্ম। এখানেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে যে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিলাসের তন্ময়তার সময়েও শ্রীরাধাকৃষ্ণের এমন কোন রসাস্বাদন হইয়া থাকে, যাহা তাঁহাদেরই অনুভবগম্য, অন্যের নহে। অনেকে এই প্রেমপরৈক্যকে অদ্বৈতবাদিগণের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানুভূতির মত মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হন। কারণ, এখানে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের দুটী সত্তা লুপ্ত হইতেছে না, সেইজন্য ভেদটী বিবর্ত্ত বা অতাত্ত্বিক ভান, বলিয়া ব্যাখ্যাত হইলে বৈষ্ণবদর্শানুমোদিত ব্যাখ্যা হইবে না। কারণ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ ভেদ ও অভেদ, লীলা ও তত্ত্ব এই দুটীরই পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করিয়াছেন। শক্তি ও শক্তিমানরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্বত অভিন্ন হইলেও অনাদিকাল হইতেই দুইজনে ভিন্ন হইয়া লীলারসাস্বাদ করিতেছেন ও করিবেন। শক্তি যখন অমূর্ত্ত সেই সময়ই উহা শক্তিমানের সহিত আলিঙ্গিত বলিয়া অভিন্ন, কিন্তু সেই শক্তি যখন লীলারস আস্বাদনের জন্য মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া নিত্যকাল বিরাজিত থাকেন—তখন উহা শক্তিমান তত্ত্ব হইতে ভিন্ন।

এইরূপ শ্রীরাধামাধবের তত্ত্ব একই সময়ে ভিন্ন ও অভিন্ন হইয়া নিত্যকাল বিদ্যমান আছে। এই ভেদ ও অভেদ উভয়ই অচিন্ত্য। ইহা প্রকৃতির পরপারের বস্তু বলিয়া জীবের বোধগম্য নহে। শ্রীভগবানের অচিন্ত্য অতর্ক্য শক্তির দ্বারা সকল বিষয় সমাধান হইয়া থাকে। "প্রেম বিলাসবিবর্ত্ত" শব্দে প্রেমলীলার বিবর্ত্ত বা চরম পরিপাক বুঝায়। কারণ, শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ও অন্যান্য বৈষ্ণব আচার্যগণ তদীয় টীকার বহুস্থানে বিবর্ত্ত শব্দের 'পরিপাক' অর্থ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের টীকায় শ্রীমৎ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তিপাদ বিবর্ত্ত শব্দের ব্যাখ্যা "বিপরীতং" করিয়াছেন। সেই অর্থ অনুসরণ করিলে প্রেমলীলায় বিপরীতভাব অর্থাৎ নায়ক ও নায়িকার পরস্পর ভাব ও বেশাদির পরিবর্ত্তন বুঝায়। ইহা রসশাস্ত্রে রতিবৈপরীত্য শব্দে পরিভাষিত হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

কেশপ্রসাধনং ত্বত্র কামিন্যাঃ কামিনা কৃতম্।
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্॥ ১০।৩০।২৯

শ্রীভাগবতীয় শ্রীরাসলীলার শ্লোকের টীকায় শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী রহস্য লীলার ইঙ্গিত করিয়াছেন। পরম কৌতুক সহকারে প্রেমবিবশ নায়িকা নায়কের মত হইয়া যে প্রেম ব্যবহার করেন তাহা "পুরুষায়িত" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ১০।৩০।৩৪ ভাগবতের শ্লোকটীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী বলিয়াছেন, "কেশগ্রহণ-পুরুষায়িতাদিনোহ্যং।" শ্রীমদ্দাস গোস্বামিপাদও স্তবাবলীতে বলিয়াছেন—

"পৌরুষেণ পরাজেতুং জয়শ্রীমূর্ত্তি ধারিণী"
হরীয়তে সা স চ রাধিকায়তে
নিরন্তরং ভাবনয়োভয়োরুভৌ।
বিপর্য্যয়েণাপি বিপর্য্যয়োত্থিতাং
সম্ভোগসীমাং সদৃশীমুপেয়তুরিতি॥

নিরন্তর উভয়ে উভয়ের ভাবনাদ্বারা—অর্থাৎ শ্রীরাধা হরির মত আচরণ করেন, শ্রীকৃষ্ণও রাধিকার মত আচরণ করেন—এইরূপে বিপরীত ভাবে পরস্পর দুইজনার ভাবপরিবর্ত্তন হইতে উত্থিত তাদৃশ সম্ভোগরসের পরাকাষ্ঠা অনুভব করিয়াছিলেন। এই শ্লোকটীর অলঙ্কার কৌস্তভে (৮-২) কিছু ভিন্ন পাঠ দৃষ্ট হয়।

শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতেও 'কলক্কণিতকঙ্কণং' ২০ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামিমহোদয়ও স্বভাববিনিময়াত্মক ঈদৃশ রহস্য লীলা ইঙ্গিত করিয়াছেন। যাহা হউক, উহা যে রসপোষক তাহা আচার্য্যগণের বাক্য হইতে সুচারুরূপে উপলব্ধি হয়। বিবর্ত্ত শব্দে ইহাও বুঝাইতে পারে যে, প্রেমবিলাস নির্ব্বেদ ব্রহ্ম জ্ঞানের বা যোগের মত দেখাইলেও উহা অন্যরূপ। বিবর্ত্ত শব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অভিপ্রেত হইতে পারে কারণ প্রেমলীলার উহাই চরম অবধি। শ্রীরাধার যে নিরুপাধি প্রেমে বশীভূত ও মুগ্ধ হইয়া নায়কচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ তদীয় ভাবকান্তি অঙ্গীকার পূর্ব্বক রসবিশেষ আস্বাদনে পরম লুব্ধ হইয়া থাকেন, সে প্রেমের স্বাভাবিক মাধুর্য্যের ও আকর্ষণের মহীয়সী শক্তি প্রকাশ করিবার ইহলোকে কোন ভাষা নাই। সেইজন্য প্রেম-বিলাসে বিবর্ত্ত বা নায়কে নায়িকার ভান বুঝাইতে পারে। "অন্তঃ কৃষ্ণং বহির্গৌরং" ইত্যাদি তত্ত্ব-সন্দর্ভের আরম্ভবাক্য এ সম্বন্ধে প্রমাণ। এই ভান কিন্তু অতাত্ত্বিক নহে, উহা অনাদি, নিত্য ও পরম সত্য। কারণ, যাহারা স্বয়ং পরমতম-তত্ত্ব, তাঁহাদের লীলারসের যাহা কিছু পোষক তাহাও নিত্য সত্য। চিচ্ছক্তি যোগমায়ার কার্য্য বলিয়া পরকীয়া ভাবটী যেরূপ নিত্য তদ্রূপ এই ভান নিত্য বুঝিতে হইবে। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাও যেমন নিত্য সত্য তদ্রূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাও অনাদি ও পরম সত্য। এই দুই স্বরূপের লীলার নিত্যত্ব "রাধাকৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতি-হ্লাদিনী শক্তি-রস্মাৎ" ইত্যাদি শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরের কড়চা হইতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্বপ্নবিলাসামৃতে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। কেহ কেহ বিবর্ত্ত শব্দের এরূপ ব্যাখ্যাও করেন যে, শ্রীরাধা-কৃষ্ণের মান, বিরহ প্রভৃতি যে সকল রসময়ী অবস্থা দৃষ্ট হয়, উহা প্রেম ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। নায়িকার মধুরা রতি হইতেই প্রেমরসোত্থ মান প্রভৃতি রসময়ী অবস্থার উদগম হয় ও সেই প্রেমেই উহা বিলীন হয়। এই জন্য প্রেম স্বরূপে থাকিলেও বিরহ অবস্থায় বিরাগাভাসাদিরূপে যে অন্য প্রকার অবস্থা সকল নায়ক নায়িকাতে প্রকটিত হয়, তৎসমুদয়ই বিবর্ত্ত শব্দে ক্রোড়ীকৃত হইতেছে। এখানে বিবর্ত্ত শব্দে অন্যথাপ্রতিপত্তি বুঝায়। যাহা হোক্ শ্রীপাদ রামানন্দের গীতে নিরুপাধি প্রেমের মাহাত্ম্য ও পরম শ্রেষ্ঠতাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেইজন্য শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গোস্বামী মহোদয় তদীয় শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত নামক মহাকাব্যের ত্রয়োদশ সর্গে বলিয়াছেন ঃ—

ততঃ স গীতং সরসালিপীতং বিদগ্ধয়োর্নাগরয়োঃ পরস্য।
প্রেম্নোঽতিকাষ্ঠাপ্রতিপাদনেন দ্বয়োঃ পরৈক্যপ্রতিপাদ্যবাদাৎ॥ ১৩।৪৫

অর্থাৎ তাহার পর রামানন্দ রসিক নাগর ও নাগরী অর্থাৎ রাধা ও মাধব এই দুইজনের পরম প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রতিপাদন পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট একতার দ্যোতক ও অনুরাগিণী সখীর আস্বাদিত একটী গীত করিলেন। বিলাসৈকতন্ময়তাপ্রতিপাদক প্রেমপরৈক্যই এখানে মুখ্য বিষয়। শাস্ত্রার্থ জানিতে হইলে উপক্রম ও উপসংহার প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিতে হয়। উপক্রমে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসমহত্বই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ রামানন্দের নিকট শ্রবণ করিতে অভিলাষী হয়েন—উপসংহারে তাহাই প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত। নিগূঢ় নিরুপাধি প্রেমরস-রহস্য শ্রীপাদ রামানন্দের মুখে অভিব্যক্ত হইতেছে শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তদীয় মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। অথবা, পাছে স্বয়ং তাঁহার তত্ত্ব ব্যক্ত হয় সেইজন্য শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরামানন্দকে তাহা প্রকাশ করিতে নিবারণ করেন। অথবা, বিরহ অসম্ভব হইলেও যে উহার বর্ণন তাহা অসহনীয়। যাহাই হউক, প্রকরণানুরোধে এখানে কেবলাদ্বৈতবাদ অবতারণার অবসর নাই। ইহা প্রেমেরই বিবর্ত্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় স্বরূপ শ্রীরামানন্দকে দেখাইয়া উহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বিষয়টী স্পষ্ট উপলব্ধি হয়। যথা—

তবে হাসি প্রভু তাঁরে দেখাইল স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥

শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণ এই উভয়ের মিলিত রূপই শ্রীগৌররূপ। এখানে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের সত্তা লুপ্ত না হইয়াই নিবিড় প্রেমে একীভূত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইয়াছে। সেইজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় কখনও শ্রীকৃষ্ণ কখনও শ্রীরাধার অভিমান দৃষ্ট হয়। যদিও শ্রীরাধাভাবই স্থায়ী ভাব তথাপি অন্যান্য স্বরূপের অভিমান সঞ্চারী ভাবতরঙ্গের মত উচ্ছলিত হইয়া থাকে। মাদনাখ্য মহাভাব 'সর্ব্বভাবোদগমোল্লাসী' বলিয়া উজ্জ্বলনীল-মণিতে উক্ত আছে। সর্ব্বদা সম্ভোগ হইলেও মাদনের স্বভাব হইতেই শ্রীগৌরসুন্দরের বিরহ দশার উদ্গাম—কিন্তু মোহনাখ্য ভাবস্থ হইতে নহে।

> সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
> ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈল এক ঠাঁই॥

এই পয়ার হইতেও দুটী সত্তা সহজেই উপলব্ধি হয়। দুই দেহ এক হওয়ার আপাততঃ বিরোধ মনে হয়। কিন্তু শ্রীপাদ কবিরাজগোস্বামী শ্রীভগবানের অচিন্ত্য শক্তির সাহায্যে ইহার সমাধান করিয়াছেন। যথা—

> সেই কৃষ্ণ সেই গোপী পরম বিরোধ।
> অচিন্ত্য চরিত্র প্রভুর অতি সুদুর্ব্বোধ॥

প্রেমেই কখন ভেদ কখনও অভেদ অবস্থা শ্রীরাধামাধব প্রাপ্ত হন। সেই জন্য শ্রীগোপালচম্পূতে উক্ত আছে—

> ইমৌ গৌরীশ্যামৌ মনসি বিপরীতৌ বহিরপি
> স্ফুরত্তদ্বদ্বস্ত্রাবিতি বুধজনৈর্নিশ্চিতমিদম্।
> স কোঽপ্যচ্ছপ্রেম বিলসদুভয়স্ফূর্ত্তিকতয়া
> দধন্মূর্ত্তীভাবং পৃথগপৃথগপ্যাবিরুদভূৎ॥

(পূর্ব্ব ১৫ পূঃ ৯—১০)

অর্থাৎ এই গৌরী রাধা ও শ্যাম মনে বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছেন। অর্থাৎ গৌরীর মনে শ্যাম ও শ্যামের মনে গৌরী বিরাজিত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আছেন এবং বাহিরেও সেইরূপ দুইজনে স্ব স্ব অঙ্গকান্তির বিপরীত শ্যাম ও গৌর বর্ণের বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। বিজ্ঞগন ইহা নিশ্চয় করিয়াছেন যে, কোন এক নির্ম্মল নিরুপাধি প্রেমই মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক উভয়রূপে প্রকাশ পাইয়াছেন এবং ভিন্ন ও অভিন্নরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। এই শ্লোকটীতে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ প্রেমেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের সমকালে নিত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ প্রতিপাদন করিয়াছেন। শক্তি-শক্তিমান তত্ত্বের দিক দিয়া অভেদ অথচ লীলা আস্বাদনের দিক্ দিয়া ভেদ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে; প্রেমের মূর্ত্তিরূপে অভেদ ও আধাররূপে ভেদ বুঝিতে হইবে। শ্রীভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকে ভেদাভেদ সম্বন্ধ সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। যথা—

তা নাবিদন্ময্যনুষঙ্গবদ্ধধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদম্।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে॥

(১১।১২।১১)

অর্থাৎ প্রগাঢ় আসক্তিহেতু আমাতে বদ্ধহৃদয় গোপীগণ নিজ নিজ দেহ অথবা দূর নিকট সম্বন্ধ কিছুই জানিতে পারে নাই; কিম্বা পতিপুত্রাদি, অপ্রকট বা প্রকটলীলা কিছুই জানিতে পারে নাই। অপ্রকট প্রকাশবিশেষে যেন তাহারা প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সমুদ্রে প্রবিষ্ট নদীসকলের মত ও মুনিগণ যেমন সমাধিদশায় বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ চৈতন্যের অতীত তুরীয় চৈতন্যে প্রবেশ করেন—ইহাও তদ্রূপ। এখানে দৃষ্টান্তদ্বারা শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ সম্বন্ধ অভিব্যক্ত হইয়াছে। গঙ্গা, যমুনা নদীসকল যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া তাহার সহিত অভিন্ন হয় অথচ পৃথিবীতে ভিন্নভাবে অবস্থান করে, এইরূপে উভয়স্থানে থাকিলেও যেন সমুদ্রসলিলেই প্রবেশ করে, সেইরূপ শ্রীভগবানে গাঢ় অভিনিবেশ বশতঃ তাঁহাতেই যেন গোপীগণ প্রবেশ করিয়াছিলেন, অথচ তাঁহাদের ভিন্ন সত্তাও ছিল, কিন্তু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তখন তাহার অনুভব হয় নাই। এই দৃষ্টান্তটী সর্ব্ববিস্মরণাংশে কিন্তু সর্ব্বথা অভেদাংশে নহে। সমাধিদশায় মুনিগণ যেরূপ বাহ্যাভ্যন্তর সকল ভুলিয়া ব্রহ্মানন্দে লীন হন, তদ্রূপ সকল বিস্মৃত হইয়া গোপীগণ শ্রীভগবানের অনুভবরসসাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ শ্রীরাধামাধবের প্রেমবিলাসবিবর্ত্তেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। তত্ত্ব ও রস, শক্তি ও শক্তিমান সকল দিক দিয়াই অচিন্ত্যভেদাভেদরহস্য বৈষ্ণব দর্শনে প্রকাশিত হইয়াছে। অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ মহাব্যাপক—উহার সাহায্যে সকল আপাতঃ প্রতীয়মান বিরোধের সুচারু সমাধান হইয়া থাকে। এইরূপ সিদ্ধান্তই শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অনুগত গোস্বামী মহোদয়গণের জগতে বিশিষ্ট অবদান।

রতির উদ্ভব সম্বন্ধে উজ্জলনীলমণি গ্রন্থে প্রাকৃত রসশাস্ত্র হইতে কিছু বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয়। নায়িকাগণের যে বিংশতি অলঙ্কার উক্ত আছে, তাহার মধ্যে ভাবনামক অলঙ্কার অন্যতম। উহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—

প্রাদুর্ভাবং ব্রজত্যেব রত্যাখ্যে ভাব উজ্জ্বলে।
নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া॥

(অনুভাব প্রকরণ ৫৮)

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ এই শ্লোকটীর নিম্নলিখিতরূপে অন্বয় করিয়া অর্থ করিয়াছেন। যথা—

"উজ্জ্বলে রত্যাখ্যভাবে সতি অপি নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে যা প্রথম-বিক্রিয়া প্রাদুর্ভাবং ব্রজতি সা (বিক্রিয়া) ভাবাখ্যঃ অনুভাবঃ।"

লোচনরোচনী টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ এইরূপ মর্ম্ম জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, উজ্জ্বল রসরূপে পরিণত হইবার জন্য রতিরূপে যাহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অন্যান্য রসশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে ও যাহা এই গ্রন্থে মধুরা রতি নামে পরিভাষিত হইয়াছে, সেই ভাব শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াগণের চিত্তে বিদ্যমান থাকিলেও লজ্জা, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি দ্বারা উহা নির্ব্বিকার বা ব্যঞ্জনাশূন্য থাকে। তাদৃশ চিত্তে যে প্রথম বিকার বা ভাব সম্বরণকরিতে অসমর্থ হইয়া নেত্রাদিভঙ্গীদ্বারা উহার কিঞ্চিৎ ব্যঞ্জনা অভিব্যক্ত হয়, সেই ব্যঞ্জনাকে ভাব নামে অনুভাব কহে।

ইহা স্থায়িভাব বা ব্যভিচারী ভাব নহে, কিন্তু অনুভাব। 'বিকারো মানসো ভাবোঽনুভাবো ভাব-বোধকঃ', অর্থাৎ ভাব শব্দ মানসিক বিকারবোধক, অনুভাবশব্দ ভাবের বোধক। কিন্তু এখানে ভাবশব্দটী করণ বাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয়দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ভাব্যতে ব্যজ্যতেঽনেনেতি ভাবঃ' অর্থাৎ ইহার দ্বারা ভাবিত বা ব্যঞ্জিত হয়, সেইজন্য ভাব। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই শ্লোকের ভিন্ন ভাবে অন্বয় করিয়াছেন। যথা—'উজ্জলে (রসে) রত্যাখ্যে ভাবে প্রাদুর্ভাবং ব্রজতি সতি নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে যা প্রথমবিক্রিয়া সা ভাবঃ।'

আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় এইরূপ অর্থ আছে, শৃঙ্গাররসে রতিনামক স্থায়িভাব প্রাদুর্ভূত হইলে চিত্তে যে প্রথম বিক্রিয়া বা বয়ঃসন্ধিদশায় যে অভূতপূর্ব্ব প্রথম কন্দর্পজনিত ক্ষোভানুভব, তাহাই ভাব। কারণ, ইহার পূর্ব্বে পৌগণ্ড বয়সে চিত্তে কন্দর্পপ্রবেশ না হওয়ায় উহা নির্ব্বিকার থাকে। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাহা হইলে ভাব কিরূপে অনুভাব হইয়া থাকে? কারণ, যাহা বাহ্য বিকার তাহাই ভাব বোধক হইয়া থাকে। এইজন্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উক্ত আছে যে, চিত্তস্থ ভাবের যাহা বোধক বা জ্ঞাপক তাহাই অনুভাব, একথা সত্য। ইহার উত্তর এই যে, স্তম্ভ-স্বেদ প্রভৃতি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবসমূহের মত ভাবহাবাদিও এককালেই আন্তর ও বাহ্য বিকাররূপে ভাব ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনুভাব হইয়া থাকে। বয়ঃসন্ধি দশার আরম্ভে যখনই শ্রীকৃষ্ণ দর্শন শ্রবণাদি দ্বারা অভূতপূর্ব্ব কন্দর্পক্ষোভানুভব হইয়া থাকে, তখনই চিত্ত বিকৃত হয় ও বাহিরে তাদৃশ আন্তর বিকারের ব্যঞ্জক নেত্রভঙ্গ্যাদি প্রকাশিত হয়। অতএব ভাবের লক্ষণের এইরূপে ব্যাখ্যা করা সমীচীন—নির্ব্বিকার চিত্তে রতি নামক ভাবের উদয়হেতু যে যথাসম্ভব চিত্ত ও তনুর প্রথম বিকার তাহাই ভাব। অলঙ্কারকৌস্তুভে শ্রীপাদ কবি কর্ণপূর গোস্বামী অনুভাব হইতে এইরূপে ভাবের পৃথক লক্ষণ করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, ভাবের এইরূপ লক্ষণ হইলে ভাব ও উহারই পরিণামবিশেষ হাব, হেলা এই তিনটী তরুণীগণের বয়ঃসন্ধির পরবর্ত্তী-কালে সম্ভব হয় না। ইহা সত্য কথা। সাহিত্যদর্পণকারও বলেন যে, জন্মকাল হইতে আরম্ভ করিয়া নির্ব্বিকার মনে উদ্বুদ্ধ মাত্র বিকারকেই ভাব বলে।

অন্য কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে, এই ব্রজসুন্দরীগণের সকল অবস্থাই নিত্য বলিয়া যৌবন-কাল প্রকটিত হইলেও গূঢ় বয়ঃসন্ধি সর্বদাই থাকে। কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন:—প্রথম বিক্রিয়া বলিতে ইহা যে কেবল একেবারেই প্রথম তাহা নহে, কিন্তু অন্য বার্ত্তায় আসক্ত হইলেও উহা সাময়িক বলিয়া নির্ব্বিকার। তাদৃশ নির্ব্বিকার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনাদিদ্বারা স্থায়িভাব রতি উদ্বোধিত হইলে যে প্রথম ঈষন্মাত্র বিকার তাহাই ভাব। অন্য কেহ কেহ বলেন—(শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভৃতি) অভাব হইতে ভাব জাত হইতে পারে না। এইজন্য গাম্ভীর্য্য লজ্জাদির দ্বারা নির্ব্বিকার ব্যঞ্জনাশূন্যচিত্তে ভাব সংবরণ করিতে অসমর্থতাহেতু যে প্রথম বিক্রিয়া বা বাহিরে ভাবব্যঞ্জিকা নেত্রভঙ্গী তাহাই ভাব। বস্তুতঃ কিন্তু শ্রীরূপগোস্বামিচরণের অভিপ্রায় এই যে, প্রাকৃত গুণরহিত অতএব নির্গুণ ভগবানের গুণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য পুরুষের দ্বারা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অবিক্রিয় অতএব নির্ব্বিকার চিত্তে যে শ্রীকৃষ্ণদর্শন হইতে প্রথম বিক্রিয়া বা ঈষৎ মনের ও শরীরের বিকার, তাহাই ভাব।

প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ যে এইরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই তাহা নহে, কারণ তাঁহারা বলিয়াছেন—

> চিত্তস্যাবিকৃতিঃ সত্ত্বং বিকৃতেঃ কারণে সতি।
> তত্রাদ্যা বিক্রিয়া ভাবো বীজস্যাদিবিকারবৎ॥

অর্থাৎ বিকারের কারণ সত্ত্বে চিত্তের যে অবিকৃতি তাহাকে সত্ত্ব বলে এবং ঐ সত্ত্বে যে প্রথম বিকার তাহার নাম ভাব, উহা বীজের আদি বিকারের মত। তাৎপর্য্য এই যে, বিকারের কারণ সুন্দর পুরুষ দর্শন হইলেও চিত্ত যদি অবিকৃত থাকে তবে সেই অবিকৃতিকে রজস্তমঃস্পর্শশূন্য শুদ্ধ সত্ত্ব কহে। কারণ তাদৃশ সত্ত্বই অবিক্রিয়স্ব ভাব। সেই সত্ত্বের যে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন-জনিত অপ্রাকৃত চিদানন্দময়ী প্রথম বিক্রিয়া তাহা ভাব। বাস্তুক শাকের বীজের বিকার-কারণ বর্ষাবৃষ্টিপ্রভৃতি থাকিলেও শীতকালে হিমস্পর্শে উহার যেমন প্রথম বিকার দৃষ্ট হয়, ইহাও তদ্রূপ। পৃথিবীতে অপ্রাকৃত বস্তুর সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয় না বলিয়া অপ্রাকৃত তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রাকৃত মেঘের যে রূপ উপমা দেওয়া হয়, এখানেও সেই রূপ বুঝিতে হইবে। যদি প্রশ্ন হয় যে, তাহা হইলে ভাবের ঈদৃশ লক্ষণ প্রাকৃত নায়িকা দময়ন্তী, মালতী প্রভৃতিতে অব্যাপ্ত হইতেছে। তাহাতে ইষ্টলাভই হইল। কারণ, অপ্রাকৃত ভগবৎপ্রিয়াগণকে আদর্শ রাখিয়াই ভরতমুনিপ্রভৃতি, 'ভগবান রস-স্বরূপ' এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দঘন রসের বিবৃতি করিয়াছেন। সেই ভগবৎ প্রিয়াগণের স্বরূপ অজ্ঞাত হইয়া যদি মোহবশতঃ কবিগণ প্রাকৃত জন্মমৃত্যুজরামরণধর্ম্মী নারীগণে সেই রস পর্য্যবসিত করেন, তাহা হইলে আমরা কি করিব?

ইহাদ্বারা উপলব্ধি হয় যে, গোস্বামিপাদগণ চক্ষুঃপ্রীতি বা অনুরাগ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পূর্ণ কটাক্ষকে অনুভাবরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাই ভাব বা নয়নচাঞ্চল্যরূপ প্রথম বাহ্য বিকার ও আন্তরবিকাররূপ ভাবও বটে। উজ্জ্বলনীলমণির স্থায়িভাব প্রকরণে অভিমান, তদীয় বিশেষ, উপমা ও স্বভাব, অভিযোগ, বিষয়সম্বন্ধপ্রভৃতি লৌকিক রীতি অবলম্বনে উদ্দীপনের আধিক্যবসতঃ রতি আবির্ভাবের কারণ সকল উক্ত আছে। কিন্তু প্রকৃত সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রজসুন্দরীগণের রতি স্বভাবজা অর্থাৎ শ্রীরাধাপ্রভৃতি পরম শ্রেষ্ঠা প্রেয়সীগণের রতি স্বরূপজা, অন্য সকলের নিসর্গজা। পুরসুন্দরীগণেরও নিসর্গজা রতি বুঝিতে হইবে। স্বভাবের সংজ্ঞা উজ্জ্বলে এইরূপ আছে,—

বহির্হেত্বনপেক্ষী তু স্বভাবোঽর্থঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
নিসর্গশ্চ স্বরূপঞ্চেত্যেষোঽপি ভবতি দ্বিধা।

(স্থায়ী ভাব—১৯)।

অর্থাৎ যাহা বাহ্য হেতুকে অপেক্ষা করে না—স্বতঃই ক্রমে আবির্ভূত হয় তাহার নাম স্বভাব। ঐ স্বভাব নিসর্গ ও স্বরূপভেদে দুই প্রকার। অহৈতুকী রতিই পরম শ্রেষ্ঠা। যাহা কোন বাহ্য কারণ অপেক্ষা করে তাহা প্রায়শঃই দুর্ব্বল। বাহ্য কারণের হ্রাস ও বৃদ্ধির সহিত রতির হ্রাস ও বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য রতির নির্হেতুত্ব জ্ঞাপনের জন্য এই করিকাটীর উল্লেখ। সুদৃঢ় অভ্যাসজন্য যে সংস্কার তাহাকে নিসর্গ বলে ও শ্রীকৃষ্ণের গুণ রূপ শ্রবণ উক্ত নিসর্গ উদ্বোধের হেতু। তাৎপর্য্য এই যে, বহু জন্ম ধরিয়া সুচিরসিদ্ধ বলিয়া সুদৃঢ় অভ্যাস বা মধুর রতির পুনঃ পুনঃ অধিকরূপে উদয়হেতু যাহা সংস্কারে পরিণত হইয়াছে, সেই অভ্যাস জন্মান্তর ও বাল্যকালাদিদ্বারা তিরোহিত হইলেও অভ্যাসজনিত সংস্কার শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়াগণের চিত্তে সূক্ষ্মরূপে নিহিত থাকে। সাধারণ মানুষের সুষুপ্তি দশায় যেরূপ শুভাশুভ কর্ম্মজন্য সংস্কার চিত্তে নিহিত থাকে ইহাও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তদ্রূপ। তাহা হইলে সংরস্কাররূপে স্থিত মধুরা রতি নামে ভাবের উদ্বোধ বা প্রাপ্তির হেতু যে শ্রীকৃষ্ণের গুণ রূপ শ্রবণরূপে উক্ত আছে তাহা অনাবশ্যক বলিয়া বুঝিতে হইবে। বাস্তবিক কিন্তু রতি অহৈতুকী। লোচনরোচনী টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিচরণ এইরূপ নিগূঢ় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আনন্দচন্দ্রিকা টীকাতে এইরূপ মর্ম্ম প্রকাশিত আছে,

অভ্যাসজনিত সংস্কারও প্রবাহপরম্পরায় সেইরূপেই বিদ্যমান থাকে ও উহা লীলাশক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণ শ্রবণকে উপস্থিত করায়, এইজন্য হেতুর হেতুতা কেবল নামমাত্র। যাহা অজন্য স্বতঃসিদ্ধ ভাব বা রতি উৎপাদক বস্তুবিশেষ তাহাই স্বরূপ বলিয়া কথিত। অজন্য বস্তু বলিলে প্রায়ই অভাব বুঝায়, সেইজন্য স্বতঃসিদ্ধ পদের প্রয়োগ। যেমন চন্দ্র স্বতঃই আহ্লাদক, চন্দ্র যদিও সকলের সম্বন্ধেই আনন্দ বিধান করে, তথাপি তাহার আশ্রিত চকোর কুমুদ, সমুদ্র, চন্দ্রকান্তমণি প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া উহার বিশেষ আহ্লাদন শক্তির উদয় হয় ও চকোরের আস্বাদ, কুমুদের বিকাশ, সাগরের উচ্ছলন, ও চন্দ্রকান্তের দ্রবতারূপ পরস্পরের বিলক্ষণ ভাব দৃষ্ট হয়; সেই রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও তদ্রাশ্রিত ব্রজসুন্দরীগণের স্বরূপ নিত্যই ভাবোদ্বোধে বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হয়।

শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণাদি দ্বারা জন্য রূপে প্রতীয়মান নিত্যসিদ্ধ ভাব নিসর্গ ও এই সকল দ্বারা অজন্য রূপে যে ভাব সদা সুস্থির তাহাই স্বরূপ। মহিষীবৃন্দের নিসর্গ, ব্রজগোপীগণের স্বরূপ। যে রূপ মহান্ অক্ষয় কূপ-জলের ও মহাসমুদ্রজলের মধ্যে জন্যত্ব ও স্বতঃসিদ্ধত্ব সম্বন্ধে ভেদ দৃষ্ট হয়, নিসর্গ ও স্বরূপের সম্বন্ধেও তাদৃশ ভেদ বুঝিতে হইবে।

গোপালচম্পূগ্রন্থে শ্রীব্রজসুন্দরীগণের শ্রীকৃষ্ণস্বরূপনিষ্ঠা রতির আবির্ভাব সম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নব্যযৌবনের পূর্ব্বেই তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রতির উদয় হইয়াছিল। যথা—

হৃদয়মনঙ্গস্তাসামবিশদ্বয়ঃসংক্রমাদেব।
শ্যামাঙ্গঃ স তু সাঙ্গং বিবেশ সহসা ততঃ পূর্ব্বম্॥

পূর্ব্বঃ ১৫।৬০।

বয়ঃক্রমানুসারে তাঁহাদের হৃদয়ে অনঙ্গ বা অপ্রাকৃত কাম প্রবেশ করিয়াছিল। কিন্তু কাম প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই সহসা শ্যামাঙ্গ কৃষ্ণ সর্ব্বথা তাঁহাদের হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার দৃষ্টান্ত আছে। যে রূপ অন্তঃপুরমধ্যে অবরুদ্ধ কন্যাগণের হৃদয়ে কামোদ্রেক হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের গুণ শ্রবণ বা রূপদর্শন বিনাই ব্রজরমণীগণের শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। সেইজন্য উক্ত আছে,—

নব্যযৌবনতঃ পূর্ব্বং কৃষ্ণে তাসাং তু যা রতিঃ।
তস্যাং নাতিশয়োক্তিঃ সা স্বভাবোক্তিস্তু মন্যতাম্॥

অর্থাৎ নবযৌবনের পূর্ব্বেই যে তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণরতি আবির্ভূত হইয়াছিল, সে বিষয়ে অতিশয়োক্তি নাই, কিন্তু উহা স্বভাবোক্তিই বুঝিতে হইবে।

অতিশয়োক্তি অর্থালঙ্কারবিশেষ, উহার লক্ষণ অলঙ্কার কৌস্তুভে এইরূপ আছে—

'নিগীর্ণস্যোপমানেনোপমেয়স্য নিরূপণম্।
যৎ স্যাদতিশয়োক্তিঃ সা'॥

উপমানদ্বারা যদি উপমেয় গ্রস্ত হয় অর্থাৎ উপমানের উল্লেখ, কিন্তু উপমেয়ের যেখানে কোন উল্লেখ থাকে না, তাহাই অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। যেমন, চরণের নাম মাত্র উল্লিখিত না হইয়া কেবল যদি রক্তকমলের বর্ণনা হয়। 'স্বভাবোক্তিঃ স্বভাবস্য বর্ণনং যৎ' যাহা যথাযথ স্বভাবের বর্ণন তাহাই স্বভাবোক্তি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই কৃষ্ণরতিই বয়ঃসন্ধিকালে ব্রজগোপীগণের তৃষ্ণাবিশেষে পরিণত হইয়াছিল। সেই যমুনার বন, সেই পূর্ব্বপরিচিত তমালতরু, সেই আমাদের চিত্তসমূহ এখন যেন কিরূপে অন্য প্রকার হইয়াছে। এই রূপে ব্রজগোপীগণের চিত্তের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, ইহাই ভাবাখ্য অনুভাব।

এই রতি শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রায়শঃই বয়ঃসন্ধিদশায় ব্রজসুন্দরীগণে আবির্ভূত হইয়া পূর্ব্বরাগসংজ্ঞায় অভিহিত হয়। সেই জন্য পূর্ব্বরাগের সংজ্ঞা উজ্জ্বলে এইরূপ আছে :—

'রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥

অর্থাৎ যে রতি নায়ক নায়িকার মিলনের পূর্ব্বে দর্শন ও শ্রবণ হইতে বিভাবাদিসংযোগে-আস্বাদ বিশেষ-নবী অবস্থা লাভ করে তাহাই পূর্ব্বরাগ বলিয়া কথিত হয়।

এখানে বুঝিতে হইবে যে, বয়ঃসন্ধিদশারম্ভে বা চিত্তের বিক্রিয়ার পরবর্ত্তী কালে স্ত্রী ও পুরুষের যদিও পরস্পর অন্বেষণ সম্ভব হয়, তাহা হইলেও স্ত্রীগণের চিত্ত লজ্জা ভয়, ধৈর্য্য ও কুলাচারপ্রভৃতির দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া সহসাই পুরুষে পূর্ব্বরাগ প্রকটিত হয় না। কিন্তু পুরুষের তাদৃশ কোন চিত্তের আবরণ না থাকায় প্রথম বিক্রিয়ার সময়েই স্ত্রীর অন্বেষণ হইয়া থাকে, ইহাই যুক্তিযুক্ত। তাহা হইলেও স্ত্রীগণের পূর্ব্বরাগ পূর্ব্বে বর্ণিত হইলে চারুতার আধিক্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই জন্য উজ্জ্বলে উক্ত আছে—

আদৌ রাগে মৃগাক্ষীণাং প্রোক্তে স্যাচ্চারুতাধিকা।

সাহিত্যদর্পণেও দেখা যায়—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আদৌ রাগঃ স্ত্রিয়া বাচ্যঃ পশ্চাৎ পুংসস্তদিঙ্গিতৈঃ ।

এইরূপে, নায়িকার প্রেম প্রথমে বর্ণিত হইয়া রসাবহ হয়। বিশেষতঃ ভক্তিশাস্ত্রমতে ভক্তই রস ও উহা ভক্তরূপ আলম্বন বা আশ্রয়ে বিদ্যমান থাকে। ভক্তের রাগ প্রথমে উদয় হয়, তাহার পর ভগবানের রাগ প্রকাশ পায়। সুতরাং নায়কনায়িকার প্রথম দর্শন হইলেই যে উহা পূর্ব্বরাগ হইবে তাহা নহে, উহার পরে শতপত্রবেধন্যায়ে তৃষ্ণার আধিক্যে বিভাবাদিসংযোগে রতি পরিপুষ্ট হইলে পূর্ব্বরাগরূপে পরিণত হয়। সেইজন্য রতি আবির্ভাবের যে সকল কারণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, পূর্ব্বরাগ উদয়েরও তাহারাই কারণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। উজ্জ্বলে উক্ত আছে,

"পুরোক্তার্থেহভিযোগাদ্যা হেতবো রতিজন্মনি ।

অত্র তে পূর্ব্বরাগেহপি জ্ঞেয়া ধীরৈর্যথোচিতম্ ॥

(পূর্ব্বরাগ ৭)

অভিযোগপ্রভৃতি যে সকল রতি আবির্ভাবের কারণ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে স্বভাবই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কারণ, যাহা কোন হেতুকে অবলম্বন করিয়া উৎপন্ন হয় তাহা সোপাধিক ও তাহা হেতুর হ্রাস ও বৃদ্ধির সহিত হ্রাস ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যাহা নিরুপাধি তাহাই পরম শ্রেষ্ঠ। এই নিরুপাধি রতি ব্রজসুন্দরীগণে স্বরূপনিষ্ঠ হইলেও নরলীলার রসক্রমপরিপাটী অনুসারে আবির্ভূত হইলেই পরম রসাবহ হয়। তাহা না হইলে দেবভাবগন্ধি হওয়ায় বিশুদ্ধ মাধুর্য্যের হানিকর হয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উক্ত আছে,

তথাপি লৌকিকলীলা লোক চেষ্টাময়। মধ্য—১ পরিচ্ছেদ

বেদান্তদর্শনের—লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্ এই সূত্রটিও শ্রীরাধাকৃষ্ণের লোকোত্তর লোকবৎ লীলায় পরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন 'পরমরসপরিপাকস্তু ক্রমলীলায়ামেব জায়তে। শ্রীভাগবতাদিপ্রকাশকপ্রাচীনপরমভক্তানাং বিদগ্ধমাধবপ্রকাশকগ্রন্থকৃতাঞ্চা ত্রৈবাবেশদর্শনাৎ' (উজ্জ্বলনীলমণি পৃঃ ২৬৩) 'অর্থাৎ পরম রস পরিপাক কিন্তু ক্রমলীলা অর্থাৎ জন্মাদিক্রমে নরলীলাতেই ঘটিয়া থাকে। শ্রীভাগবত প্রভৃতির প্রকাশক প্রাচীন পরম ভাগবত শুকদেবাদি ও বিদগ্ধমাধবপ্রকাশক শ্রীপাদরূপগোস্বামীর ক্রমলীলাতেই বিশেষ আবেশ দৃষ্ট হয়। লোচনরোচনী টীকার অন্যস্থানেও উক্ত আছে—'তমেতং প্রকটপ্রকাশমেবাবলম্বনীকৃত্য গ্রন্থকৃতামেব গ্রন্থো নাটকাদয়োঽন্যে চ গ্রন্থা উপাসনা চ প্রবৃত্তা দৃশ্যন্তে" (উঃ নীঃ ২৩৯ পৃঃ সংযোগবিয়োগটীকা স্থিতিপ্রকরণ)।

অর্থাৎ এই প্রকটপ্রকাশ অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থকার পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামীর এই গ্রন্থ (উজ্জ্বলনীলমণি) ও নাটকাদি অন্য গ্রন্থ ও উপাসনা প্রবৃত্ত হইয়াছে। অতএব লৌকিক লীলানুসারে অপ্রাকৃত লীলা বর্ণিত হইলে যে পরম রসাবহ হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শ্রীরাধিকার রতির বিকার যে নেত্রভঙ্গী তাহা অনুভাব হইলেও রতির উদ্দীপক। কারণ, উজ্জ্বলনীলমণির উদ্দীপন প্রকরণে অনুভাব ও লীলাভেদে চরিত দ্বিবিধ উক্ত আছে। যথা—

অনুভাবশ্চ লীলা চেত্যুচ্যতে চরিতং দ্বিধা।

লোচনরোচনী টীকায় আছে—

'অনুভাবা অত্রালঙ্কারাখ্যা উদ্ভাস্বরাখ্যা বাচিকাখ্যাশ্চ।'

অর্থাৎ এখানে অনুভাব বলিতে উদ্ভাস্বর বাচিক ও অলঙ্কার বুঝিতে হইবে। ইহাতে অনুভাব যে স্থায়ী ভাব উদ্দীপনের বিশেষ সহায় ও পরিপোষক সে বিষয়ে আর সন্দেহ করিবার কিছুমাত্র অবকাশ নাই। সেইজন্য নয়ন ভঙ্গীদ্বারা রাগ উৎপন্ন হইল বলিতে শ্রীরাধার স্বরূপসিদ্ধ রাগ আবির্ভূত

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অভিব্যক্ত বা উদ্দীপিত হইল বুঝিতে হইবে। আনন্দবৃন্দাবন চম্পূর অষ্টম স্তবকে শ্রীপাদ কবিকর্ণপূরগোস্বামী বলভীতলে শ্রীরাধিকার নয়ন-ভঙ্গীদ্বারা পূর্ব্বরাগের আবির্ভাব বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু কৈশোর কালে রাগের উদয় পরম রসাবহ বলিয়াই রসিকগণের নিকট অদ্ভুত হয়।

নিত্যসিদ্ধানামাসাং নিত্যসিদ্ধা নামাসান্মুখ্যং নাইতি কদাচিদপি সা রসরীতিঃ। ন চ সা বয়ঃকৃতেতি বয়ঃকৃতেতিকর্ত্তব্যতা চ তস্যা ইতি কৈশোরাগমে রাগমেদুরতা চ তাসাং ন বিস্ময়জনিকা। জনিকালসম-কালমেবাঙ্গনি কাচিদভিব্যক্তিরেব কৈশোরে ইতি রহস্যে। (আঃ বৃঃ অষ্টম স্তবক ৩৫)।

অর্থাৎ এই সকল নিত্যসিদ্ধ ব্রজরমণীগণের প্রসিদ্ধ রসরীতিও নিত্য-সিদ্ধ, উহা কখনও প্রকাশ্যরূপে শ্রীকৃষ্ণের দিকে অনুন্মুখ হইতে পারে না, অর্থাৎ উহা নিরন্তর কৃষ্ণের দিকে উন্মুখ। এই হেতু সেই রসরীতি প্রাকৃত নায়িকার মত কৈশোর কাল আগত হইলে জন্মায় না। সেইরূপ সেই রসরীতির কার্য্য বা অনুভাব সকলও বয়ঃকৃত নহে। কৈশোর কালে তাঁহাদের রাগের মাধুর্য্য ও নিবিড়তা বিস্ময়জনক নহে। তাৎপর্য্য এই যে, নিত্যসিদ্ধরতি ক্রীড়াবতী ব্রজগোপীগণেরও কি কৈশোর কালে লৌকিক রীতি অনুসারে পূর্ব্বরাগ জন্মায় এইরূপ রসিক গণের বিস্ময় উৎপন্ন হয় না। কারণ তাঁহারা জানেন যে অতিরহস্য সিদ্ধান্ত এইরূপ, ব্রজগোপীগণের জন্ম কালেই এই রাগ নিত্যসিদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু কৈশোর কালেই সেই রাগের অভিব্যক্তি। শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের টীকা অবলম্বনে অনুবাদ প্রদত্ত হইল।

শ্রীরাধা বলভীতল হইতে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করিয়া অবধি প্রগাঢ় উৎকণ্ঠায় হৃদয়ে সাতিশয় সন্তাপ অনুভব করিয়া সখীগণের নিকট বলিয়াছিলেন,—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঈদৃশা পুরুষভূষণেন যা ভূষয়ন্তি হৃদয়ং ন সুভ্রুবঃ।
ধিক্ তদীয়কুলশীল-যৌবনং ধিক্ তদীয়গুণরূপ-সম্পদঃ॥

জীবিতং সখি পণীকৃতং ময়া কিং গুরোশ্চ সুহৃদশ্চ মে ভয়ম্।
লভ্যতে স যদি কস্য বা ভয়ং লভ্যতে ন যদি কস্য বা ভয়ম্॥'

অর্থাৎ—যে সকল সুলোচনা এইরূপ পুরুষভূষণকে হৃদয়ের অলঙ্কাররূপে ধারণ না করে, তাহাদের কুল, শীল, যৌবন, রূপ ও গুণ সম্পত্তি সকলই বৃথা। সখি, আমি আমার প্রাণপণ করিয়াছি, গুরুজন এবং সুহৃদগণের নিকট আর ভয় কি? তাঁহাকে যদি আমি প্রাপ্ত হই তবে কাহার ভয়। আর যদি তাঁহাকে না পাই তবে তাঁহার বিরহে আমি অবশ্যই প্রাণ ত্যাগ করিব অতএব আমার গুরুভয় কি?

আরও উক্ত আছে,—

মাধবো যদি নিহন্তি হন্যতাং বান্ধবো যদি জহাতি হীয়তাম্।
সাধবো যদি হসন্তি হস্যতাং মাধবঃ স্বয়মুরীকৃতো ময়া॥

অর্থাৎ—মাধব যদি আমাকে নিধন করেন, তবে তাহাই করুন। বন্ধুগণ যদি ত্যাগ করেন তবে তাহাই করুন। সাধুগণ যদি আমার কার্য্য দেখিয়া হাস্য করেন তবে তাহাই করুন, অমি স্বয়ংই মাধবকে অঙ্গীকার করিয়াছি। তাৎপর্য্য এই যে, আমি তাঁহারই, অতএব আমার সহিত জগতের কাহারও সম্বন্ধ নাই। আরও দেখ,—

ব্রীড়াং বিলোড়য়তি লুঞ্চতি ধৈর্য্যমার্য্য-
ভীতিং ভিনত্তি পরিলুম্পতি চিত্তবৃত্তিম্।
নাম্নৈব যস্য ফলিতং শ্রবণোপকণ্ঠে
দৃষ্টঃ স কিং ন কুরুতাং সখি মদ্বিধানাম্॥

অর্থাৎ কৃষ্ণ আমাদের লজ্জা আলোড়িত করেন, ধৈর্য্য অপনীত করেন,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চিত্ত বৃত্তি হরণ করেন, চিত্ত তাঁহার বিষয়ই সঙ্কল্প করে। যাহার নাম মাত্র শ্রবণে এইরূপ ঘটয়া থাকে, না জানি তাঁহার সাক্ষাৎ-দর্শনে আমাদের কি দশা ঘটিবে।

এইরূপ অবস্থায় একদিন শ্রীরাধা তদীয় কেলিশুকপক্ষীকে মণি-পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া স্বীয় করকমলে বসাইয়া পক্ক দাড়িমবীজ ভক্ষণ করাইতেছিলেন। তাঁহার হৃদয় কৃষ্ণানুরাগভরে বিদীর্ণ হইতেছিল ও সেই শুকপক্ষীকে কৃষ্ণনাম বলিতে উপদেশ দিয়া অন্তরে অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিতেছিলেন। সেই সময় শ্রীরাধার হৃদয়ে মহানুরাগজনিত নির্ব্বেদসঞ্চারী ভাবের উদয় হওয়ায় তিনি একটি মনোরম পদ্য তাঁহাকে শুনাইয়া পাঠ করিতেছিলেন। তাহা এইরূপ—

দুরাপজনবর্ত্তিনী রতিরপত্রপা ভূয়সী
গুরূক্তি-বিষবর্ষণৈর্ম্মতিরতীব দৌঃস্থ্যং গতা।
বপুঃ পরবশং জনুঃ পরমিদং কুলীনান্বয়ে
ন জীবতি তথাপি কিং পরমদুর্ম্মরোঽয়ং জনঃ॥

অর্থাৎ দুর্লভজনের প্রতি অনুরাগ প্রচুর লজ্জার কারণ হইয়া থাকে। গুরুজনের বাক্যরূপ বিষবর্ষণে হৃদয় সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছে। আমার শরীর পরাধীন, কুলীন বংশে জন্ম, তথাপি আমার কিছুতেই কি মরণ নাই? অর্থাৎ এতাদৃশ দুঃখ ভোগের জন্যই আমাকে জীবন ধারণ করিতে হইবে। পরম চতুর সেই শুক এই পদ্যটি বার বার শ্রবণ করিয়া কণ্ঠস্থ করিল। সেই সময় পক্ষীজাতির স্বভাব অনুসারে শ্রীরাধাকথিত "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" পাঠ করিতে করিতে তাঁহার করকমল হইতে ঊর্দ্ধে উড়িয়া গেল।

এক ছাদ হইতে অন্য ছাদে উড়িয়া ক্রমশঃ ব্রজরাজকুমারের বাসভবনের অলিন্দে উপবেশন করিল ও মধুর কণ্ঠে পূর্ব্বোক্ত 'দুরাপজনবর্ত্তিনী রতি' ইত্যাদি পদ্যটি গান করিতে লাগিল। তাহা শ্রবণ করিয়া বিস্ময় ও কৌতুক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সহকারে কৃষ্ণ বলিলেন, অহো ইহা কি? তুমি কাহার পক্ষী? এই বলিয়া সেই শুকশাবককে ধরিতে অভিলাষী হইলেন। শুক যেন বস্তুশক্তির আকর্ষণপ্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের অভিমুখে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন কৃষ্ণ প্রণয়সহকারে তাহাকে সেই পদ্যটি পুনর্ব্বার পাঠ করিতে বলিলেন, শুকও তদ্রূপ করিল। তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, ওহে মেধাবী শুক, তোমার পাণ্ডিত্যপূর্ণ স্বভাবমধুর বাক্যে আমার শ্রবণযুগল ধন্য করিলে—অতএব তুমিও ধন্য। তাহাতে শুক বলিল, আমি সাতিশয় কৃতঘ্ন, কেন আমাকে বৃথা প্রশংসা করিতেছেন? যেহেতু—

গাঢ়ানুরাগভরনির্ভরভঙ্গুরায়াঃ
কৃষ্ণেতি নাম-মধুরং মৃদু পাঠয়ন্ত্যাঃ।
ধিঙ্ মামধন্যমতিচঞ্চলজাতিদোষাদ্
দেব্যাঃ করাম্বুরুহকোরকতশ্চ্যুতোঽস্মি॥

অর্থাৎ—যাঁহার হৃদয় প্রগাঢ় অনুরাগাতিশয্যে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, যিনি "কৃষ্ণ" এই মধুর নাম মৃদু ভাবে আমাকে পাঠ করাইতেছিলেন তাদৃশ দেবীর করকমল হইতে আমি পক্ষিজাতির স্বাভাবিক চাঞ্চল্যদোষে চ্যুত হইয়াছি। অতএব আমার মত অধম আর কেহই নাই। এই পদ্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে ভাবিলেন যে, এই শুকটী কোন মহানুরাগবতীর করকমলে লালিত হইবে। তাহার পর প্রকাশ্যে বলিলেন, এই স্থানেই ক্ষণকাল অবস্থান কর, যতক্ষণ না আমি তোমার অভীষ্ট বস্তু আনয়ন করি। এই বলিয়া হস্ত প্রসারণ করিবামাত্র সেই শুক নির্ভয়ে তাঁহার হস্তে আসিয়া বসিল। সেই সময় শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম সখা মধুমঙ্গল উপস্থিত হইল ও বলিল, সখে, এই শুক মহা বিদগ্ধ, আমার ক্রীড়া-কৌতুকের একটী বস্তু হইবে; যত্নপূর্ব্বক ইহাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই কথা বলিয়া সেই শুককে পাকা দাড়িম্ববীজসকল প্রদান করিতে লাগিল। তখনই মধুরিকানামে শ্রীরাধার কোন এক সহচরী সেই শুকের অন্বেষণে সে স্থানে আসিল। সহসা মধুরিকা দেখিলেন, নিজ ভবনের প্রবেশদ্বারে ঋতুরাজ বসন্তের ন্যায় ব্রজরাজকুমার মধুমঙ্গলের সহিত শুককে লালন করিতেছেন ও রাধানির্ম্মিত পূর্ব্বোক্ত পদ্য দুটীর নিবিড় আস্বাদনে তিনি যেন অন্তরে গভীর বেদনা অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহার বিরহ-ব্যথা জ্ঞাপন করিতে পারেন এরূপ অপর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছিলেন না। কৃষ্ণ যেন ধ্যানলব্ধা রাধাতেই লীনচিত্ত হইয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় মধুরিকা তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, ব্রজরাজকুমারের জয় হউক। আমাদের দেবীর শুকটী দয়া করিয়া আমাকে প্রদান করিয়া অসীম যশোলাভ করুন। আপনার অনন্ত গুণ, আর অধিক কি বলিব। তখন মধুমঙ্গল বলিল—এই শুক যে তোমার দেবীর সে বিষয়ে প্রমাণ কি? এই শুককে তুমি ডাকিলে যদি তোমার হস্তে গমন করে তবে তোমার বলিয়া জানিব। মধুরিকা বলিল, নন্দ নন্দনের করকমল স্পর্শ করিতে কে না ইচ্ছা করে। অচেতন বেণুও তাঁহার করস্পর্শ অনুভব করিয়া উহা ত্যাগ করিতে পারে না, এই চেতন পক্ষীর আর কথা কি? এই শুকের মুখে গীতাদি শ্রবণ না করিয়া ক্ষণকালও আমাদের দেবী অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন না। মধুমঙ্গল বলিল, তোমার দেবী কে? মধুরিকা তদুত্তরে বলিল, যেরূপ তোমার বয়স্য কোন ব্রজরাজের নন্দন, তিনিও সেইরূপ কাহারও নন্দিনী। মধুমঙ্গল বলিল, আমার বয়স্য এই শুক চুরি করিয়া আনয়ন করেন নাই, তবে কেন তাহা প্রদান করিব? দৈবক্রমে এক শুক এখানে আসিয়া শরণাগতপালকের নিকট শরণ গ্রহণ করিয়াছে, তিনি উহা কিরূপে প্রদান করিবেন? এরূপ কথার সময় ব্রজেশ্বরী সেখানে আসিয়া কৃষ্ণকে বলিলেন, বৎস, কেন বিলম্ব করিতেছ? অন্ন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শীতল হইয়া গেল, আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ধেনুগণ তোমার পথের দিকে উৎকণ্ঠিত হইয়া নিরীক্ষণ করিতেছে। শ্রীযশোদা এইরূপ বলিলে মধুমঙ্গল শুকপাখীর আগমনবার্ত্তা জানাইয়াছিল। এই পক্ষী সখার হাতে আসিয়া উপবেশন করিয়াছিল ও প্রণয়সহকারে সে এই শুকের লালন-পালন করিতেছিল, সেইজন্ত তাহার বিলম্ব হইতেছিল। ব্রজেশ্বরী মধুমঙ্গলের কথা শুনিয়া পার্শ্বে চাহিয়া মধুরিকাকে দেখিয়া সদয়ভাবে বলিলেন, তুমি এখানে কেন? তাহার উত্তরে মধুরিকা বলিল, আমি ত কিছুই বলি নাই। এই শুক আমার দেবী শ্রীরাধার অতি প্রিয় ও ক্রীড়ার উপকরণ, ইহাকে না পাইয়া তিনি মনোদুঃখে আছেন, আমি কেবল এই কথাই বলিয়াছি। যশোদা তাহাকে ডাকিয়া নিভৃতে বলিলেন, মধুরিকে, তুমি এখন গৃহে যাও। কৃষ্ণ বনে গমন করিলে তোমার দেবীর শুক তাহার নিকট পাঠাইয়া দিব। "যাহা আপনার আজ্ঞা," এই কথা বলিয়া মধুরিকা গমন করিলে যশোদা কৃষ্ণকে আহার করাইবার জন্ত হস্ত ধারণ করিয়াছিলেন। মধুমঙ্গলকে শুকের সেবাবিষয়ে তৎপর হইতে বলিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমিই উহাকে ভোজন করাইব। যে পদ্যটী পূর্ব্বে শুকের মুখে শুনিয়াছিলেন তাহারই উত্তররূপে অন্য একটী পদ্য তাহাকে শুনাইয়া গোপনে মধুমঙ্গলকে সম্বোধন পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছিলেন।

যথা—

সখে কুসুমাসব,

> ন বনগগনে নাহপ্যাসঙ্গে বসন্তগণৈঃ সমং
> ন চ মুরলিকানাদে মোদো ন ধেনুগণাবনে।
> ইমমশৃণবং যাবৎ কীরোত্তমাননিঃসৃতং
> কমপি দয়িতালাপং গাঢ়ানুরাগভরালসম্‌॥ (৮।১৩৪)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ—সখে মধুমঙ্গল, যে অবধি শুকের মুখনির্গত প্রিয়ার প্রগাঢ় অনুরাগাধিক্যপূর্ণ প্রেমময়ী বাণী আমি শ্রবণ করিয়াছি, সেই হইতে বনগমনে, সখাগণের সঙ্গলাভে, বেণুবাদনে অথবা ধেনুপালনে আমার আনন্দ নাই।

তাৎপর্য্য এই যে, রাধিকার যেরূপ কৃষ্ণবিষয় অনুরাগ পত্থে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে, এখানে কৃষ্ণেরও রাধার প্রতি সেইরূপ অনুরাগই প্রকাশিত হইয়াছে, এইরূপে দ্বিকোটিস্থ হইয়াই রতি রসতা লাভ করে।

যাহা হোক, যশোদাপ্রেরিত সেই শুককে পাইয়া রাধিকা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যেন কৃষ্ণসঙ্গসুখই অনুভব করিয়াছিলেন ও সেই কৃষ্ণপ্রেমপাত্র শুকই যে তাঁহার সকল অভীষ্ট প্রাপ্তি করাইয়া দিবে, ইহা মনে মনে চিন্তা করিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছিলেন। যে রাধিকা অচেতন নিবিড় অন্ধকারকেও কৃষ্ণ মনে করিয়া আলিঙ্গন করেন ও কৃষ্ণসঙ্গসুখ লাভ হইল মনে করেন, তিনি যে চেতন কৃষ্ণসঙ্গত স্বীয় শুকপক্ষীকে পাইয়া নিজের কৃষ্ণসঙ্গ লাভ হইল মনে করিবেন, ইহাতে বিস্ময়ের কি?

আনন্দ-বৃন্দাবন-চম্পূ গ্রন্থে শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর গোস্বামী শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগরসপরিপাটী প্রকাশ করিয়া অলৌকিক কাব্যপ্রতিভা ও সহৃদয়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

কৈশোর কালেই লৌকিক রীতিতে রাগবর্ণন শ্রীপাদ রূপগোস্বামীরও বিশেষ অনুমোদিত। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উক্ত আছে :—

নেতুঃ স্বরূপমেবোক্তং কৈশোরমিহ যদ্যপি।
নানাকৃতিপ্রকটনাত্তথাপ্যুদ্দীপনং মতম্॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বাল্যেঽপি নব-তারুণ্য-প্রাকট্যং শ্রূয়তে ক্বচিৎ।
তন্নাতিরসবাহিত্বান্ন রসজ্ঞৈরুদাহৃতম্‌॥

(দঃ ১ লহরী ৩৩৪-৩৫)

পূর্ব্বে গুণসমূহই স্বরূপ অর্থাৎ স্বরূপের ধর্ম্ম বলিয়া স্বরূপমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। তথাপি স্বরূপনিষ্ঠ গুণের ভেদ স্বীকার করিয়া বয়স, সৌন্দর্য্য, রূপ ও গুণসমূহের উদ্দীপনত্ব দেখান হইয়াছে। কৈশোর কাল উপলক্ষ্য করিয়া উহার স্বতঃ উদ্দীপনত্ব স্থাপন করিবার জন্য সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেছেন। উদ্দীপন বিভাবের লক্ষণ ভক্তিরসামৃতধৃত অগ্নিপুরাণে এইরূপ আছে—

'বিভাব্যতে হি রত্যাদির্যত্র যেন বিভাব্যতে'।

অর্থাৎ যাহাতে (ভক্তগণে) ও যাহাদ্বারা রতি আস্বাদযোগ্য হয়, তাহা উদ্দীপন বিভাব। নেতা বা নায়কের স্বরূপধর্ম্ম বলিয়া কৈশোর স্বরূপই, তথাপি শ্রীকৃষ্ণে কৌমার, পৌগণ্ড, কৈশোর প্রভৃতির যথাসময়ে প্রকাশহেতু কৈশোরকালও উদ্দীপন। কৈশোরে নিখিল ধর্ম্ম বা গুণ থাকে বলিয়া উহা ধর্ম্মী বা পূর্ণাবির্ভাব। কৈশোর অন্যান্য বয়সে অনুগত থাকে বলিয়া আলম্বনরূপে নিত্য অনুগত, কিন্তু উদ্দীপনরূপে কখনও প্রকাশ পায়। রত্নাকরধৃত ভবিষ্যপুরাণাদিতে শুনা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণে বাল্যকালে নবযৌবন প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু তাহা অতিশয় রসাবহ নয় বলিয়া রসিকগণ তাহার উদাহরণ প্রদান করেন নাই। উহা রসপোষক নহে কেন, তাহার কারণ শ্রীজীবগোস্বামিচরণের টীকায় উল্লিখিত আছে,—

'ক্রমযোগেনৈব রসাঃ সম্পদ্যন্তে নেতরথেতি ভাবঃ'

অর্থাৎ জন্মাদিক্রমে বিবিধ বয়সের প্রকাশ অনুসারে নরলীলার

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনুকূলেই রসনিষ্পত্তি হইয়া থাকে, অন্য প্রকারে নহে। টীকায় যে ভবিষ্যপুরাণের বাক্যটী দৃষ্ট হয় তাহা এইরূপ—

বাল্যেঽপি ভগবান্ কৃষ্ণস্তরুণং রূপমাশ্রিতঃ।
রেমে বিহারৈর্বিবিধৈঃ প্রিয়য়া সহ রাধয়া।

অর্থাৎ বাল্যকালেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যৌবন কালের রূপ প্রকাশ করিয়া প্রিয়া রাধার সহিত বিবিধ বিহার করিয়াছিলেন।

যাহা হোক্, বয়ঃসন্ধিদশায় নায়ক নায়িকার স্থায়িভাব রতির আবির্ভাব হইলে বাহিরে যে অনুভাব বা বাহ্য বিকার প্রকাশ পায়, তাহা পরস্পরের ভাবের উদ্দীপক ও পরিপোষক হয়। নায়কের সহিত দর্শন হইবার পূর্ব্বেই নায়িকার নবকৈশোরকালে ভাব, হাব, হেলা প্রভৃতি আঙ্গিক বিকার প্রকাশ পায়। সুতরাং নায়িকার দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে চারি চক্ষে মিলন না হইলেও নয়নভঙ্গী নায়কের দর্শনের বিষয়ীভূত হইতে পারে। শ্রীবিদগ্ধমাধব নাটকে এইরূপ শ্রীপাদ শ্রীরূপগোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

ভ্রমদ্ভ্রূবল্লীকৈঃ প্রতিদিশমপাঙ্গস্য বলনৈঃ
কুরঙ্গীভ্যো ভঙ্গীভরমুপদিশন্তীমিব দৃশোঃ। ইত্যাদি (২।৪০)।

সেই রাধা আপনার দিকে দিকে ভ্রমণশীল ভ্রূলতাবিশিষ্ট অপাঙ্গদৃষ্টি দ্বারা মৃগীগণকে নয়নযুগলের দৃষ্টিভঙ্গী উপদেশ করিতেছিলেন। ইত্যাদি

মধুমঙ্গল বলিয়াছিলেন,—

'দর্শনতঃ প্রথমমেব তত্র রাধায়াং তব রাগো ময়া তর্কিতঃ।
তৎকিমিতি লাবণ্যোপ্যধিক (?) ইতি ভণসি॥

অর্থাৎ দর্শনের পূর্ব্ব হইতেই সেই রাধাতে তোমার রাগ জন্মিয়াছে ইহা আমি অনুমান করিয়াছিলাম, তবে তাহার লাবণ্য অধিক একথা কেন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বলিতেছ? এই নেত্রভঙ্গী বাসনারূপে স্থিতা রতির অনুভাব হইলেও রতি-আবির্ভাবের উদ্দীপন বিভাব হইয়াছে। তথাপি মধুমঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—'অপি নাম সংবৃত্তমন্যোন্যদর্শনং' (২।৪১) অর্থাৎ তোমাদের পরস্পর নয়নে নয়নে দর্শন হইয়াছিল কি? ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, পরস্পর দর্শন রাগাবির্ভাবের সাধারণ প্রয়োজনীয় পূর্ব্ববৃত্ত। নায়ক-নায়িকা পরস্পরের আলম্বন কিন্তু তাঁহাদের রূপ-গুণ পরস্পরের উদ্দীপন। উজ্জ্বলের উদ্দীপনপ্রকরণে যদিও নেত্রভঙ্গীর উল্লেখ নাই, শুধু অনুভাব উদ্দীপক বলায় নেত্রভঙ্গীও যে রতির উদ্দীপক তাহা ইঙ্গিত মাত্র করিয়াছেন। তথাপি দূতীপ্রকরণে নেত্রসম্বন্ধীয় ব্যাপারগুলিকে বিশেষভাবে চাক্ষুষ অভিযোগ বা স্বাভিযোগের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। নেত্রভঙ্গীদ্বারা ব্রজসুন্দরীগণের পূর্ব্বরাগ জাত হইল বলিলে, যে রাগ নিত্যই তাঁহাদের হৃদয়ে বিদ্যমান, তাহার উদ্বোধমাত্র বুঝিতে হইবে। 'জাগল মনসিজ মুদিত নয়ান' কবি বিদ্যাপতিকৃত পদে এই অপূর্ব্ব রস-রহস্যই প্রকাশিত হইয়াছে। এই পদটীর শ্রীরাধামোহন ঠাকুরকৃত পদামৃতসমুদ্রটীকা (কৃষ্ণপূর্ব্বরাগ ৪). এইরূপ, 'অস্মিন্ গীতেঽপি 'জাগল মনসিজ' ইত্যত্র তস্যা হৃদি জাগ্রদবস্থোঽপি মদনো মুদিত নয়ন আসীদিত্যর্থে তস্য দৃষ্ট্যভাবেন বোধিতে তৎকার্য্যযোগ্যত্বেন বাল্যস্যাতিপ্রাবল্যং ব্যঞ্জিতম্'।

অর্থাৎ এই গানেও 'জাগল মনসিজ' এই পদদ্বারা মদন জাগ্রত অবস্থায় মুদ্রিত নয়নে অবস্থান করিতেছিল বলায় শ্রীরাধিকার হৃদয়ে মদনের (অপ্রাকৃত কৃষ্ণ লালসার) দৃষ্টির অভাব বোধিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা বাল্যের অতিশয় প্রাবল্যই ধ্বনিত হইয়াছে ও ভঙ্গীক্রমে রাগের নিত্যতাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। শ্রীবিদগ্ধমাধবের প্রথম অঙ্কে পৌর্ণমাসীর মুখে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী এই তত্ত্বই প্রকাশ করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যথা,—

'ব্রজসুভ্রুবাস্তু কৃষ্ণে সহজপ্রেমা জাগর্ত্তি (১।৩৪) অর্থাৎ ব্রজসুন্দরীগণের কৃষ্ণে সহজ (নিত্যসিদ্ধ) প্রেম সর্ব্বদাই জাগিয়া আছে। নান্দীমুখী ইহার উত্তরে বলিলেন, 'সত্যং রাধায়াঃ স্বাভাবিকমেব প্রেম তথাপি সখীনাং কৌশলং উদ্দীপনম্। অর্থাৎ একথা সত্য যে, রাধার স্বাভাবিক প্রেম, তথাপি সখীগণের কৌশল (চিত্রপটনির্ম্মাণাদি) উদ্দীপনস্বরূপ।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ গোপালচম্পূর (পূর্ব্ব) পঞ্চদশ পূরণের নাম দিয়াছেন 'অপূর্ব্বপূর্ব্বানুরাগচর্য্যাজাগর্য্যা', অর্থাৎ অপূর্ব্ব পূর্ব্বানুরাগের জাগরণ। শ্রীমৎ হেমচন্দ্রের কাব্যানুশাসনের তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত আছে,

'অত্র হ্যন্তর্গতরতিপ্রবোধমাত্রমুক্তং নতু অভিলাষশৃঙ্গার ইতি মন্তব্যম্।'

এখানে অন্তরে বিদ্যমান রতির জাগরণমাত্র উক্ত হইল, কিন্তু অভিলাষ-শৃঙ্গার (পূর্ব্বরাগ) বলিয়া ইহাকে মনে করা উচিত নহে। উজ্জ্বল-নীলমণির 'অপি মাধবরাগস্য প্রাথম্যে সম্ভবত্যপি' এই পূর্ব্বরাগপ্রকরণের লোচনরোচনী টীকা এইরূপ—

'মৃগাক্ষীণাং রাগস্য বাসনারূপেণ নিগূঢ়ত্বান্নাস্তিপ্রায়বিবক্ষা'।

অর্থাৎ মৃগাক্ষী ব্রজসুন্দরীগণের রাগ বাসনারূপে সূক্ষ্ম অতএব নিগূঢ় বলিয়া মনে হয় যেন উহা নাই।

ভাব-রস-মর্ম্মজ্ঞ মহামতি শ্রীরূপগোস্বামিপাদ বিদগ্ধমাধবে নরলীলার অনুরূপ বয়ঃক্রমপরিপাটী অভিব্যক্ত করিয়াছেন। নায়িকাচূড়ামণি শ্রীরাধা উজ্জ্বলে 'নববয়া' বলিয়া অভিহিতা হইয়াছেন। নব্য বয়স বলিতে মধ্যকৈশোর বুঝায়; উদ্দীপনপ্রকরণে মধুর রসে চারি প্রকার বয়স উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা,—

বয়শ্চতুর্ব্বিধং তত্র কথিতং মধুরে রসে।
বয়ঃসন্ধিস্তথা নব্যং ব্যক্তং পূর্ণমিতিক্রমাৎ (৫)॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ও তদীয় প্রিয়াগণের বয়স চারি প্রকার, বয়ঃসন্ধি নব্য বয়স ব্যক্ত ও পূর্ণ বয়স। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যাহা প্রথমকৈশোর শব্দে অভিহিত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগ বয়ঃসন্ধি ও নব্যশব্দে এখানে উক্ত হইতেছে। তদ্রূপ সেখানে যাহা মধ্যকৈশোর ও শেষ-কৈশোররূপে উক্ত আছে, এখানে তাহাই ব্যক্ত ও পূর্ণ শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। আনন্দচন্দ্রিকা টীকায় এইরূপ অভিমত আছে। ইহা হইতে উপলব্ধি হয় যে, মধ্যমকৈশোর বলিতে ব্যক্ত যৌবন বুঝিতে হইবে। অতএব শ্রীরাধা ব্যক্তযৌবনা ও স্বভাবতঃ মধনায়িকা। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত আছে,

'বয়সে মধ্যমা তেঁহো স্বভাবেতে সমা' (মধ্য ১৪শ)। এইরূপে মধ্য কৈশোর বয়সে নায়িকার যেরূপ ভাব চেষ্টা প্রকাশিত হয় তাহাই বিদগ্ধমাধবে বর্ণিত হইয়াছে। নরলীলার স্বাভাবিক ক্রম ও আচরণ তাঁহার চরিত্রে অভিব্যক্ত করিয়া শ্রীপাদ শ্রীরূপগোস্বামী অপূর্ব্ব মাধুর্য্যরস পরিবেশন করিয়াছেন। তাহা যেমন স্বভাবিক তদ্রূপ হৃদয়স্পর্শী। ইহা নরলীলার ক্রমরীতিদ্বারাই সম্ভব হয়। হয়ত সিদ্ধান্তের দিক দিয়া শ্রীরাধা বাল্যে, পৌগণ্ডে বা প্রথম কৈশোরে তাদৃশ ভাববতী হইতে পারিতেন, কিন্তু নরলীলার অনুকুল না হওয়ায় উহা রসিকগণের নিকট তাদৃশ রসাবহ হইত কিনা সন্দেহ। উহা কেবলই অলৌকিক হইয়া পড়িত, কিন্তু মানুষের মর্ম্মের অন্তরতম প্রদেশে যে স্বাভাবিক ভাব আছে তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিত বলিয়া বোধ হয় না। প্রথমে শ্রীললিতার মুখে 'কৃষ্ণ' এই নাম শ্রবণে দুটী অক্ষরের মধ্যে শ্রীরাধা যে অপরিসীম মাধুর্য্য ও মোহিনী শক্তি অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা বংশীরব শ্রবণে শতগুণ বিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। সেই 'কুঞ্জে-চরী' অঞ্জন-পুঞ্জ-গঞ্জনাকারী শ্যামল দেবতার অলৌকিকী আকর্ষণী শক্তি প্রথমে শ্রীরাধা অনুভব করিয়া

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ভীতা হইয়াছিলেন। ভাব গোপনের ছলে পরিহাস ও মৃদুহাস্য সহকারে ললিতাকে বলিলেন, 'হে সখি ললিতে, তয়া দেবতয়া নূনং ত্বমাকর্ষিতাসি যদিদং জানাসি'। (১।৬৫) অর্থাৎ—হে ললিতে, [লতাকুঞ্জে প্রবেশ করিলে যে সেই দেবতা আকর্ষণ করেন] ইহা তুমি জান, সেইজন্য মনে হয়, সেই দেবতার দ্বারা তুমি আকর্ষিত হইয়াছ।

এরূপ সময়ে বংশীধ্বনি শ্রবণ করায় সেই রবের অপূর্ব্ব মোহনীয় মাধুর্য্য অনুভব করিয়া শ্রীরাধা অধীরা হইয়াছিলেন এবং সেইজন্য ললিতা বলিয়াছিলেন যে, এই কোমলাক্ষী কুরঙ্গী প্রথম জালে পতিত হইল। এখানে প্রণিধান করিবার বিষয় এই যে, নাম শ্রবণে যেরূপ অন্তরে আস্বাদ উপজাত হইয়াছিল, বেণুরব শ্রবণে তখন তাহা হইতে কিছু বিশেষ ও গভীরতর অনুভূতি হইল। নামশ্রবণে যে ভাব কেবল ধূমায়িত হইয়াছিল, বেণুরব শ্রবণে তাহাই যেন জ্বলিত ও দীপ্ত হইয়া উঠিল। সেই বেণুরবে যেন বিষামৃত একত্রে মিলিত ছিল। উহা হিম নহে অথচ হিমের মত সর্ব্ব শরীর ও মনে কম্প সম্পাদন করে। উহা অস্ত্র নহে অথচ যেন শরীর ও মনে অস্ত্রের মত ব্যথা প্রদান করে। উহা তাপ নহে কিন্তু আগ্নেয়গিরির মত জ্বালাপ্রদ। এইরূপ অভূতপূর্ব্ব ভাবের বিরুদ্ধ ক্রিয়া প্রথম অনুভব করিয়া তাঁহার অন্তরে উদ্বেগ সঞ্জাত হইয়া নয়নের অবিরল জলধারায় পৃথিবী পঙ্কিল হইল। এইরূপে অশ্রু, পুলক, কম্প প্রভৃতি সাত্ত্বিক বিকারাবলী প্রকাশ পাওয়ায় রাধা যেন স্বীয় মনোগত ভাব সম্বরণ করিতে সমর্থা হইলেন না ও স্পষ্টই বলিলেন যে, বোধহয় কোন মহানাগর মোহনমন্ত্র পাঠ করিতেছেন। শুধু তাহাই নহে, তখন তিনি (রাধা) সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'সখি, জাতা মম হৃদয়ে কাপি গুর্ব্বী বেদনা' (১।৭৩।) অর্থাৎ সখি, আমার হৃদয়ে কোন অনির্ব্বচনীয় গুরু বেদনা সঞ্জাত হইয়াছে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এই বেদনার অনুভূতিই রসানুভব। শ্রীপাদ চণ্ডীদাসও বলেন 'রাধার কি হল অন্তরে ব্যথা'।

দ্বিতীয় অঙ্কে চিত্রপট দর্শনে শ্রীরাধার যে আচরণ তাহাও মধ্যা নায়িকার অনুরূপই। পৌর্ণমাসী দেবী বলিয়াছিলেন,

'বৎসে ক্ষণম্ একান্তে নিবিশ্য' পুষ্পেষু লেখো নির্ম্মীয়তাং
যথায়ং কৃষ্ণায় স্বসখীভ্যাং সমর্প্যতে'। ২।৩৩

অর্থাৎ বৎসে, ক্ষণকাল নির্জ্জন স্থানে বসিয়া পুষ্পদলে একখানি পত্র লিখ ও তোমার সখীদ্বয় উহা কৃষ্ণকে প্রদান করুক। উজ্জ্বলনীলমণিতে কামলেখের (পত্রের) লক্ষণ এইরূপ :—

স লেখঃ কামলেখঃ স্যাদ্ যঃ স্বপ্রেমপ্রকাশকঃ।
যুবত্যা যূনি যূনা চ যুবত্যাং সংপ্রহীয়তে॥ পূর্ব্বরাগ (২৬)।

অর্থাৎ যে পত্র স্বীয় প্রেম প্রকাশ করে তাহা কামলেখ। ঐ কামলেখ যুবতীকর্ত্তৃক যুবা ও যুবাকর্ত্তৃক যুবতীর প্রতি প্রেরিত হয়। এই বাক্যে শ্রীরাধা ললিতা ও বিশাখার সহিত গমনপূর্ব্বক যে কন্দর্পলেখ, প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহাতেও রসাভিজ্ঞা নায়িকার ভাবই প্রকাশ পায়। সেই পত্রটী এইরূপ –

'ধৃত্বা প্রতিচ্ছন্দগুণং সুন্দর মম মন্দিরে ত্বং বসসি।
তত্র তত্র রুণৎসি বলিতং যত্র যত্র চকিতাহং পলায়ে'—২।৪৮

অর্থাৎ হে সুন্দর, চিত্রপট অবলম্বন করিয়া অথবা চিত্রপট রূপ সূত্র অবলম্বনপূর্ব্বক আমার হৃদয়মন্দিরে তুমি বাস করিতেছ। আমি ভীতা হইয়া যে যে দিকে পলায়ন করি সেই সেই দিকে তুমি আমার পথ রোধ কর। ভ্রূলতার লাস্য ও কটাক্ষ প্রভৃতিও মধ্যা নায়িকার সমুচিত ব্যবহার। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণদর্শনে চিত্রপটদর্শন অপেক্ষা বিশেষ ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। মুক্তাহার ছিন্ন করিয়া ছলপূর্ব্বক গুরুজনের নিকটে থাকিয়াও শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে রসবৈদগ্ধ্য প্রকাশ পাইয়াছে ও সাক্ষাৎ দর্শনের পর শ্রীমতী নিজেই সখীকে বলিয়াছেন,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

'তস্য তনুসঙ্গ-সুধাং বিনা ন জীবিতাস্মি।' (৩-১৬)

অর্থাৎ তাঁহার অঙ্গসঙ্গরূপ অমৃত ভিন্ন আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না। ললিতার পরিহাসগর্ভ সর্পঘটপরীক্ষাকালে শ্রীকৃষ্ণসমীপে শ্রীরাধা যে প্রথম বাক্য বলিয়াছিলেন তাহাও রসিকগণের নিকট বিশেষ আস্বাদ্য। শ্রীরাধা (সপ্রণয়েরর্ষ্যঃ) 'ললিতে তিষ্ঠ তিষ্ঠ, ইতি সভ্রূভঙ্গম্ অবলোকতে' (৩।২৮)। শ্রীরাধা প্রণয়-ঈর্ষ্যার সহিত বলিলেন, ললিতে থাক্ থাক্, এই কথা বলিয়া ভ্রূভঙ্গীসহকারে তাঁহার দিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার হস্ত ধারণ করিলে শ্রীমতী যে তাঁহাকে প্রথম বাক্যে সম্বোধন করিয়াছিলেন তাহা এইরূপ—'সুন্দর, অযুক্তং তবেদং' (৩।৩৩) সুন্দর, ইহা তোমার যোগ্য নহে। শ্রীকৃষ্ণ তখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরম প্রণয় সহকারে, 'রাধে' এইরূপ প্রথম সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন যে, তাঁহারই প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তিনি তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া লৌহ কি দূরে থাকিতে সমর্থ হয়? যে অভীষ্ট বস্তু লাভের জন্য শ্রীরাধা উজ্জ্বল কুলধর্ম্ম ও লজ্জা তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞানে ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাকেই অতি সন্নিকটে পাইয়া তিনি যেন প্রথমপ্রণয়-ভীতির ও বাম্যের উদয়বশতঃ অনির্ব্বচনীয় ভাবদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও যেন তথা হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যতা হইলেন। যেন ভগবতী লজ্জাই শ্রীরাধা রূপে অবতীর্ণা। নিজ মুখে শ্রীমতী যেন কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করিয়া বলিলেন:—সতী স্ত্রীগণ আমার কীর্ত্তি ঘোষণা করে ও আমার কুলে কলঙ্কমাত্র নাই ইত্যাদি। শ্রীরাধার প্রথম পরিহাসগর্ভ বাক্য, অঙ্গুলিতর্জনপূর্ব্বক ললিতাকে পামরী-সম্বোধন, অধরদংশন ও সখীকে লীলাকমলদ্বারা তাড়ন এ সকলই লৌকিক লীলার অনুকূল চেষ্টা, কিন্তু তাহা হইলেও এই লীলা লোকোত্তর। সেইজন্য শ্রীরাধার 'স্তনকুম্ভ' দরবিচলিত বাল্য বা বাল্যকাল, ঈষৎ অপগত হইয়াছে অর্থাৎ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যৌবনাবস্থা লাভ হয় নাই। এ সকল বাক্যে শ্রীরাধার অপ্রাকৃত নায়িকারূপে বৈশিষ্ট্য ভঙ্গীক্রমে সূচিত হইয়াছে।

গৌরীতীর্থে মাধবীকুঞ্জে শ্রীরাধা-মাধবের রহোবিলাস-দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দা বিস্ময় প্রকাশপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন,

চিক্রীড় যা রজসি রঞ্জিতসূত্রবদ্ধ-
গোকর্ণমাত্রচিকুরা নববিদ্ধকর্ণা।
সেয়ং কুতঃ প্রবরবিভ্রমকৌশলানি
রাধাধ্যগীষ্ট বত যৈরজিতং জিগায়॥ (৭-৬৪)

অর্থাৎ—অহো, কি আশ্চর্য যাঁহার অল্পপরিসর কেশপাশ রঞ্জিত সূত্রে বদ্ধ ও যাঁহার নূতন কর্ণবেধ হইয়াছে, এইরূপ বাল্যে যিনি ধূলাখেলা করিয়াছেন, সেই রাধিকাই কোন্ গুরুর নিকট অপূর্ব্ব লীলা-বিলাস-নৈপুণ্য সকল অধ্যয়ন করিয়াছেন, যাহা দ্বারা অজিত কৃষ্ণও আজ পরাজিত হইলেন। শ্রীবৃন্দার নিগূঢ় অভিপ্রায় এই যে, যিনি এখনই বালিকা ছিলেন তিনি সহসা এখনই তরুণী হইয়াছেন। এই সকল বাক্যে প্রাকৃত নায়িকা হইতে নায়িকাশিরোমণি শ্রীরাধিকার ভেদ অবশ্য বুঝিতে হইবে।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামিপ্রণীত শ্রীবিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, দানকেলীকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ বিশুদ্ধ নিরুপাধি প্রেমরসের প্রস্রবণ। উহারা একদিকে যেমন পদলালিত্যে শব্দসৌষ্ঠবে সুন্দর ও অনুপম সেইরূপ ভাব-রসধ্বনিদ্বারা প্রসন্নগম্ভীর কিন্তু শব্দ ও অর্থালঙ্কারে ভারাক্রান্ত নহে। কাব্যে প্রসাদ একটী বিশেষ গুণ, বিশেষতঃ বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার ও করুণশৃঙ্গার রসপ্রসঙ্গে। প্রাচীন নাটকাদিতে শব্দ ও অর্থালঙ্কারের আড়ম্বর অনেক সময় ভাব ও রস আস্বাদনে বিঘ্ন উপস্থিত করে ও আধুনিক কালের পাঠক অলঙ্কারের আবরণ উন্মোচন করিয়া উহার মধ্যে নিহিত রস

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আস্বাদনে অসমর্থ হন। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত নাটকাদি সেরূপ নহে। উহাতে রসধ্বনিই প্রধান, অলঙ্কার গৌণ। যাহা রসাস্বাদের প্রতিকূল তাদৃশ অলঙ্কার স্বীকৃত হয় নাই। ধ্বনিসম্প্রদায়ের প্রাচীন আচার্য্য আনন্দবর্দ্ধন তদীয় ধ্বন্যালোক গ্রন্থে (১৩৯-১০) বলেন, 'যদা তু কবিঃ কবিনিবদ্ধো বা বক্তা রসভাবসমন্বিতো রসশ্চ প্রধানভূতস্বাদ্ধন্যাত্মভূতস্তদাপি নিয়মেনৈব তত্র অসমাসমধ্যমসমাসে এব সংঘটনে। করুণবিপ্রলম্ভশৃঙ্গারয়োস্ত্বসমাসৈব সংঘটনা। কথমিতি চেৎ, উচ্যতে; রসো যদা প্রাধান্যেন প্রতিপাদ্যস্তদা তৎপ্রতীতৌ ব্যবধায়কা বিরোধিনশ্চ সর্ব্বাত্মনৈব পরিহার্য্যাঃ। এবং চ দীর্ঘসমাসা সংঘটনা সমাসানামনেকপ্রকারসম্ভাবনয়া কদাচিদ্রসপ্রতীতিং ব্যবদধাতীতি তস্যাং নাত্যন্তমভিনিবেশঃ শোভতে। বিশেষতোঽভিনেয়ার্থে কাব্যে ততোঽন্যত্র চ বিশেষতঃ করুণবিপ্রলম্ভশৃঙ্গারয়োঃ। তয়োর্হি সুকুমারতরত্বাৎ স্বল্পায়ামপ্যস্বচ্ছতায়াং শব্দার্থয়োঃ প্রতীতির্মন্থরীভবতি।.......... .....সর্ব্বাসু চ সংঘটনাসু প্রসাদাখ্যো গুণো ব্যাপী। স হি সর্ব্বরসসাধারণঃ সর্ব্বসংঘটনাসাধারণশ্চেত্যুক্তম্। প্রসাদাতিক্রমে হি অসমাসাপি সংঘটনা করুণবিপ্রলম্ভশৃঙ্গারৌ ন ব্যনক্তি। তদপরিত্যাগে চ মধ্যমসমাসাপি প্রকাশয়তি। তস্মাৎ সর্ব্বত্র প্রসাদোঽনুসর্ত্তব্যঃ।

অর্থাৎ যদি কবি বা তাঁহার কাব্যে নিবদ্ধ বক্তা রস ও ভাবযুক্ত হন এবং তাহার কাব্যে রস প্রধান বলিয়া ধ্বনির আত্মস্বরূপ হয় তাহা হইলে নিয়মপূর্ব্বক সেই কাব্যে অসমাসা বা সমাসশূন্যা ও মধ্যমসমাসা রচনা যুক্তিযুক্ত।

করুণবিপ্রলম্ভ ও শৃঙ্গারবিপ্রলম্ভ রসবর্ণনে সমাসশূন্য বাক্য প্রয়োগ করা যুক্তিযুক্ত। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, কেন? তাহার উত্তরে বলি, যে কাব্যে রসই প্রধানরূপে প্রতিপাদ্য তাহাতে সেই রসবোধের বিলম্বজনক ও প্রতিকূল বিষয় সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। দীর্ঘ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সমাসযুক্ত বাক্যসকল কখনও রসজ্ঞানের বিলম্ব জন্মাইতে পারে, অতএব তাদৃশ সমাসযুক্ত রচনায় কবির অভিনিবেশ অশোভন। বিশেষতঃ অভিনেয় করুণ ও বিপ্রলম্ভশৃঙ্গাররসময় কাব্যে ও গানাদিতে উহা একেবারে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। কারণ উক্ত দুই প্রকার রস মালতী-কুসুমের মত অতি সুকুমারস্বভাব বলিয়া ঈষৎ অস্পষ্টতা বা প্রসাদ গুণের অভাব ঘটলে শব্দ ও অর্থজ্ঞানের বাধা জন্মায়। সকল প্রকার রচনাতেই প্রসাদ (Clearness of style) গুণের অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। উহা সকল রসের ও রচনার সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম। ভাষার প্রসাদ না থাকিলে অসমাসযুক্ত বাক্যও করুণ ও বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার অভিব্যক্ত করিতে পারে না। প্রসাদ থাকিলে মধ্যমসমাসযুক্ত পদও রসপ্রকাশে সমর্থ হয়। সেইজন্য সকল রচনাতে প্রসাদ গুণের অনুসরণ একান্ত প্রয়োজনীয়।

প্রসাদ গুণের লক্ষণ অলঙ্কার সম্প্রদায়ের প্রাচীন আচার্য্য দণ্ডী তদীয় কাব্যাদর্শে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন,

প্রসাদবৎ প্রসিদ্ধার্থমিন্দোরিন্দীবরদ্যুতি।
লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতীতি প্রতীতিসুভগং বচঃ॥ ১।৪৫

কোন রচনায় প্রতিপাদ্য বস্তুটীর অর্থ যদি শীঘ্র পরিজ্ঞাত হওয়া যায় তাদৃশ সরল অর্থবোধক বাক্য প্রসাদগুণযুক্ত। যেমন নীলোৎপলের মত শ্যাম বর্ণ চন্দ্রের কলঙ্ক সৌন্দর্য্য বিস্তার করে। কাব্যপ্রকাশে এইরূপ লক্ষণ লিখিত আছে,

'শ্রুতিমাত্রেণ শব্দাত্তু যেনার্থপ্রত্যয়ো ভবেৎ।
সাধারণঃ সমগ্রাণাং স প্রসাদো গুণো মতঃ॥ ৮।৭৬

যে শব্দ শ্রবণমাত্রই অর্থজ্ঞান হয় তাহাই সকল রসের ও রচনার প্রসাদ গুণ। জলের স্বচ্ছতার মত ভাষার যে বিমলতা বা স্পষ্টতা তাহাই প্রসাদ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর অষ্টম স্তবকে দশ হইতে একবিংশ অনুচ্ছেদে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল অবস্থা লোকরীতি অনুসারে প্রাকৃত নায়িকাতেও আংশিক ভাবে আবির্ভূত হইতে পারে। কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী কয়েক অনুচ্ছেদে যাহা শ্রীপাদ কবিকর্ণপূরগোস্বামী বর্ণনা করিয়াছেন তাহা প্রাকৃত নায়িকাতে একেবারেই অসম্ভব। যাহা কিছু শ্রীকৃষ্ণবর্ণের সদৃশ তাহা দর্শনমাত্রেই শ্রীব্রজসুন্দরীগণের অশ্রু-পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবোদয় হইত। নীলকমল অনাঘ্রাত হইয়াও উহাতে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধের সাদৃশ্য অনুভব মাত্রেই গোপীগণের যে নাসিকা ফুল্ল ও সরস হইত ইহা অলৌকিক ব্যাপার। এইরূপে লোকোত্তর লোকবল্লীলা-বর্ণনে গোস্বামিপাদগণ সিদ্ধহস্ত। শ্রীকৃষ্ণ নায়কচূড়ামণি, সেইজন্য তাঁহাতে লীলার লৌকিক ও অলৌকিক উভয়বিধ মিশ্রণে অপূর্ব্ব রসপুষ্টি দৃষ্ট হয়।

সাহিত্যদর্পণের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে শ্রীকৃষ্ণ দিব্য নায়করূপে উল্লিখিত আছেন, কিন্তু শ্রীরাম দিব্যাদিব্যরূপে কথিত হইয়াছেন। যিনি দিব্য বা অলৌকিক হইয়াও নিজেকে মানুষ জ্ঞান করেন তিনি দিব্যাদিব্য। যথা, দিব্যাদিব্যো যো দিব্যোঽপি আত্মনি নরাভিমানী, যথা শ্রীরামচন্দ্রঃ'। দুষ্মন্তপ্রভৃতি অদিব্য (লৌকিক) নায়ক। তাহা হইলে তিন প্রকার নায়ক পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামিপ্রণীত নাটকচন্দ্রিকায় এইরূপ আছে,

স্বয়ং প্রকটিতৈশ্বর্য্যো দিব্যঃ কৃষ্ণাদিরীরিতঃ।
দিব্যোঽপি নরচেষ্টত্বাদ্ দিব্যাদিব্যো রঘূদ্বহঃ॥ (৭)

যিনি স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকেন তাদৃশ শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতি দিব্য। দিব্য হইলেও মানুষের মত যাঁহার কর্ম্ম তিনি দিব্যাদিব্য। শ্রীরামই ইহার দৃষ্টান্ত।

নরলীলাতেই শ্রীকৃষ্ণের রসগত পরম উৎকর্ষ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্ব্বোত্তম নরলীলা।
নরবপু তাহার স্বরূপ। মধ্য ১২১

শ্রীকৃষ্ণ যে নরাকৃতি পরম ব্রহ্ম তাহা শ্রীভাগবতলীলা আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী সংকল্পকল্পদ্রুম গ্রন্থের ফল-(৫) নিষ্পত্তি বা প্রেমময়ী স্থিতিতে বলিয়াছেন,

'দিব্যাদিব্যক্রিয়াভির্বিহরণকুতুকী নন্দতান্নন্দসূনুঃ'।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে উক্ত আছে,

অলৌকিকাল্লৌকিকমেব শৌরেবৃর্ত্তং চমৎকারি তদেব লীলা।
আকর্ষকত্বং হি জগজ্জনানামলৌকিকত্বস্য স কোঽপি হেতুঃ॥

(৩ অঙ্ক ৭৭)

অর্থাৎ শ্রীভগবানের অলৌকিক কার্য্য হইতে লৌকিক চেষ্টাই অধিকতর চিত্তাকর্ষী এবং তাহাকেই রসিকগণ লীলানামে অভিহিত করিয়া থাকেন। উহা বিশ্ববাসীর হৃদয় আকর্ষণ করে ও অলৌকিক কার্য্যের কোন এক অনির্ব্বচনীয় কারণ, অর্থাৎ লৌকিক লীলার মধ্যেই ভগবানের অলৌকিকত্ব অধিকরূপে প্রকাশিত হয়। শ্রীরাসলীলায় নরাকৃতি শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-মূর্ত্তিই ইহার দৃষ্টান্ত। অন্ধকার আকাশের নীচে যেরূপ দীপমালিকার শোভা বিকশিত হয়, তদ্রূপ প্রপঞ্চে শ্রীভগবানের নরলীলার মাধুর্য্য বিশেষ-রূপে আস্বাদ্য হইয়া থাকে। যদিও শ্রীবৃন্দাবন চিন্ময় তাহা হইলেও উহাতে প্রপঞ্চের সমতা আছে বলিয়া নর-লীলার অনুকূল স্থান। শ্রীভাগ-বতে উক্ত আছে,

প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্নজনতানন্দসন্দোহং প্রথিতুং বিভো॥ ১০।১৪।৩৫

অর্থাৎ, হে ভগবন্—আপনি বিশ্বপ্রপঞ্চের অতীত হইয়াও সর্ব্বদা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পৃথিবীতে অবস্থানপূর্ব্বক নরলীলার অনুকরণ করেন। বিশুদ্ধ মাধুর্য্যাবগাহী ভক্তগণের আনন্দতরঙ্গ উদ্বেলিত করিবার জন্যই আপনি পুত্রাদিভাবের অনুকরণ করেন।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী এই শ্লোকের টীকায় এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—অন্ধকারে যেরূপ দীপের শোভা আলোকে সেরূপ হয় না। এই প্রকার শুভ্রবর্ণ রজতপাত্রে হীরকরত্নের তাদৃশ শোভা, হয় না, যেরূপ নাল বর্ণের কাচপাত্রে উহার শতগুণ শোভা বিবর্দ্ধিত হয়। সেইরূপ চিন্ময় বৈকুণ্ঠধামে চিন্ময়ী লীলার তাদৃশ চমৎকার নাই, যেমন মায়াময় প্রপঞ্চে। যদিও ব্রজমণ্ডল চিন্ময়ই, তথাপি কৃষ্ণের প্রাকৃত পুরুষের সমান ধর্ম্মের মত ভৌম-বৃন্দাবনেরও প্রাকৃতভূতলসাধর্ম্ম্য দেখা গিয়াছে। এইজন্য এস্থানে লীলার চমৎকারাতিশয্য প্রকাশিত হয়।

কবি সহৃদয় শ্রীপাদ রামানন্দরায় তদীয় জগন্নাথবল্লভ নাটকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন। সেখানে শ্রীরাধা মধ্যা নায়িকারূপেই বর্ণিত আছেন। কারণ, তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণের নিকট অনঙ্গপত্রিকা প্রেরণ করিলেন তখন নিজভাব গোপনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ সখীর নিকট বলিয়াছেন,

যদি চ কুলাবলয়াপি কুলস্থিতিরনয়া পরিহরণীয়া।
কিমিতি তদা ময়ি রতিরতিবিকলা বালে কিল করণীয়া॥ (২।৩৫)

অর্থাৎ—সখি, ইনি কুলবালা হইয়া যদিও কুলের ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিতেছেন, তথাপি আমি যে বালক—আমার প্রতি এরূপ উদ্বেগময়ী রতি বিধান করা কি তাঁহার পক্ষে সমীচীন ?

আরও উক্ত আছে :—

দয়িতো দয়িতস্তস্যা বালেয়ং কুলপালিকা।
অকাণ্ডে কিমসৌ মুগ্ধে ধত্তামাচারবিপ্লবম্॥ (২।৪২)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ওগো মুগ্ধে, তিনি কুলবধূ কুলপালিকা, স্বামীই তাঁহার প্রিয় বস্তু হওয়া উচিত। তিনি কুলধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক কেন আচার-বিপ্লব-জনক কর্ম্ম করিতেছেন।

এই সকল বাক্য হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, শ্রীরাধার তখন ব্যক্ত যৌবনকাল। এইরূপে লৌকিক লীলার অনুকূল পূর্ব্বরাগ বর্ণন করিয়া শ্রীপাদ রামানন্দ মহাকবিত্বের ও রসবোধের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে নাটকটী যেমন একদিকে ভাগবতাদি শাস্ত্রে বর্ণিত পরকীয়া-ভাবময় অনুরাগের স্বারস্যমূলক হইয়াছে, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক রাধানিষ্ঠার গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক হইয়াছে। প্রচ্ছন্ন অনুরাগের আতিশয্য, দুর্ল্লভতাবুদ্ধি ও বহু বার্য্যমাণতা ভিন্ন নিরুপাধি প্রেম পূর্ণ কলেবরে প্রকাশিত হইতেই পারে না। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণসঙ্গলাভ যদি তাঁহার পক্ষে সুলভ হইত, তাঁহার প্রেম যদি পরকীয়াভাবদ্বারা অবগুণ্ঠিত না হইত, তাঁহাকে যদি শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তিবিষয়ে কেহ বাধা প্রদান না করিত, তবে রাগের মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য প্রকাশিত হইত না। চন্দ্রমা যখন মেঘদ্বারা আবৃত হয় তখন যেমন উহা এক অপরূপ সৌন্দর্য্যদ্বারা মণ্ডিত হইয়া থাকে, সেইরূপ শ্রীরাধার প্রেম যখন পরকীয়া-ভাবদ্বারা অবগুণ্ঠিত হয় তখনই প্রেমের চমৎকারিতা ও একতানতা সৎসামাজিকের নিকট পরম রসাবহ বলিয়া অনুভূত হয়। যাহা হোক্ এরূপ তীব্র বিরহ-সন্তাপের পর মিলন যদি বহু আয়াসসাধ্য ও বিলম্বিত হয় তবেই উহাতে পূর্ণ রসোদ্বোধ সম্ভব। সুদীর্ঘ মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া মানুষ যখন সহসা মরূদ্যান দেখে তখন তাহার হৃদয় যেরূপ কোন অনির্ব্বচনীয় ভাবরসে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, এখানেও তদ্রূপ। বহুদিন বনদাবানল-সদৃশ দারুণ বিরহতাপে দগ্ধীভূত হইয়া অভীষ্ট বস্তুর লাভ অমৃতসাগরে স্নানসদৃশ বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। যে স্থানে যত উৎকণ্ঠার ও বাধার [illegible] সেই স্থানে ততই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেই বস্তুপ্রাপ্তির রসবৈচিত্রী ও আস্বাদনের অপূর্ব্বতা ঘটিয়া থাকে। শ্রীরাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিবিষয়ে বিশেষ উৎকণ্ঠিতা, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহার পরীক্ষাচ্ছলে প্রেমপত্রিকা উপেক্ষা করিয়া তাদৃশ উৎকণ্ঠিত। উভয়ের চিত্তে এই প্রকার সমরসতা আবির্ভাবদ্বারা রতি পুষ্ট হয় ও রসরূপতা লাভ করে। সেই জন্য প্রথমে নায়িকার পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়া নায়কের পূর্ব্বরাগ বর্ণন করিলে রসিকগণের হৃদয়ে নায়ক-নায়িকা উভয়ের প্রেম-জনিত উৎকণ্ঠা ও তদন্তর মিলন উভয়ই পরম আস্বাদ্য হইয়া থাকে।

শ্রীভাগবতের মতে শ্রীকৃষ্ণ যখন ধেনুকাসুর বধ করিয়া সন্ধ্যাকালে বন হইতে গোষ্ঠে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন ব্রজসুন্দরীগণের সহিত তাঁহার প্রথম দর্শন হইয়াছিল। এই লীলা শ্রীভাগবতের দশম স্কন্ধে পঞ্চদশ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ আছে :—

'পীত্বা মুকুন্দমুখসারঘমক্ষিভৃঙ্গৈ-
স্তাপং জহুর্বিরহজং ব্রজযোষিতোঽহ্নি।
তৎসৎকৃতিং সমধিগম্য বিবেশ গোষ্ঠং
সব্রীড়হাসবিনয়ং যদপাঙ্গমোক্ষম্। (১০।১৫।২৯)

শ্রীকৃষ্ণের ঘনকৃষ্ণ কুন্তল গোখুরধূলিদ্বারা বিচ্ছুরিত, তাঁহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ ও বন্য কুসুম, মুখে মধুর হাস্য ও স্নিগ্ধ নয়ন-যুগল শোভা পাইতেছে। তিনি বেণু বাদন করিতে করিতে সহচরগণদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া গোষ্ঠে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। গোপীগণের চক্ষু তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তৃষ্ণাকুল হইয়াছিল। মুকুন্দের মুখকমল হইতে নিঃস্যন্দিত মধু নয়নরূপ ভৃঙ্গদ্বারা পান করিয়া ব্রজবালাগণ দিবসের বিরহতাপ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের লজ্জা, হাস্য ও বিনয়পূর্ণ অবলোকনকে সম্মান প্রদান মনে করিয়া তিনি গোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী অপূর্ব্ব কাব্যকলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গোপীগণকে না দেখিয়াই শ্রীকৃষ্ণের মুখে যে স্বাভাবিক মৃদু-মধুর হাস্য তাহা গোপীগণ নিঃশঙ্কভাবে নেত্রসকলদ্বারা সম্পূর্ণ পান করিয়াছিলেন। তাহার পর দ্বিতীয় ক্ষণে শ্রীকৃষ্ণ যখন সে বিষয় অবধান করিয়াছিলেন—তখন গোপীগণের মুখে হর্ষোত্থ হাস্য প্রকাশ পাইয়াছিল ; সেই ক্ষণেই তাঁহাদের লজ্জাহেতু সম্পূর্ণ অবলোকন ও হাস্য আবৃত হইয়াছিল। তাঁহারা বাম করে বদন অবগুণ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহাদ্বারা বিনয় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল মাধুর্য্য শ্রীকৃষ্ণ অনুভব করিয়াছিলেন। সেই ব্রজসুন্দরীগণ যেন বিদগ্ধশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণকে দৃষ্টি উপহার-প্রদানরূপ সম্মান জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তিনিও অপাঙ্গ দৃষ্টিদ্বারা তাহা সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক গোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যদি সম্পূর্ণ সরল দৃষ্টিতে চাহিতেন তাহা হইলে গোপীগণ লজ্জায় অবনতমুখী হইতেন, সেইজন্য অপাঙ্গ দৃষ্টির উল্লেখ। সেই গোপীগণ প্রত্যেকে স্বীয় নয়নাঞ্জলিতে ঔৎসুক্যসঞ্চারিভাবদ্বারা আনীত অব-লোকন কুসুম শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করিয়াছিলেন। যেন অভিপ্রায় এই যে, তাঁহাদের গৃহে এই দুটী বস্তুই তাঁহাকে প্রদান করিবার আছে। অতএব কৃপা করিয়া তিনি উহা গ্রহণ করুন। সেই উপহার গ্রহণ করিতে শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁহার অপাঙ্গ প্রেরণ করিয়াছিলেন, উহা যেন বীরের মতই শীঘ্র গমন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বস্তুদ্বয় গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইল, তখন গোপী-গণের হৃদয়কোষাধিকারিণী সখী লজ্জা আবির্ভূতা হইয়া উপায়নদ্বয় আবৃত করিয়াছিল তাহার পর অপাঙ্গ ও লজ্জার মধ্যে যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে, সন্ধি স্থাপনের জন্য তাঁহাদের পরিজন বিনয় আগমন করিয়াছিল। বলশালী কৃষ্ণের অপাঙ্গ লজ্জা ও বিনয়ের সহিত সহাস দৃষ্টিরূপ উপহার আকর্ষণ পূর্ব্বক আনয়ন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিয়াছিল। সেই তিনটী বস্তু মহাদুর্লভ রত্নের মত প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ হৃদয়কোষমধ্যে স্থাপন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

করিয়াছিলেন। সংকারশব্দদ্বারা এইরূপ নিগূঢ় অর্থ ধ্বনিত হইয়াছে। ইহা ধ্বনি কাব্যের অপূর্ব্ব একটি দৃষ্টান্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যাহা হোক, এই রূপে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের প্রথম দর্শনের পর একবিংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব শ্রবণে গোপীগণের পূর্ব্বরাগ ব্যঞ্জিত হইয়াছে। মহাকবি চণ্ডীদাস শ্রীরাধা মাধবের পূর্ব্বরাগ বর্ণনে যে অপূর্ব্ব কাব্যকলার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা বঙ্গভাষার গৌরব করিবার বস্তু।

পদাবলী হইতে কয়েকটী পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইতেছে। শ্রীরাধার নির্ব্বিকার চিত্তে প্রথম বিক্রিয়া দর্শনে তদীয় সখীগণ বুঝিয়াছিলেন যে, ইহা নিগূঢ় নবানুরাগেরই পরিপাক। শ্রীরাধার অন্তর ও বাহ্য অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল তাহা সখীগণের উক্তি ও প্রত্যুক্তি-দ্বারা কবি প্রকাশ করিয়াছেন। যথা :—

ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব কাননে চায়।

ইত্যাদি পদে শ্রীরাধার লালসা-দশার অনুভাব ঔৎসুক্য অভিব্যক্ত হইয়াছে। অভীষ্ট প্রিয়জন লাভ করিতে হৃদয়ে যে মহতী উৎকণ্ঠার উদ্গম হয় তাহাকে লালসা কহে। উজ্জ্বলনীলমণিতে ইহার লক্ষণ এইরূপ—

অভীষ্টলিপ্সয়া গাঢ়গৃধ্নুতা লালসো মতঃ।
অত্রৌৎসুক্যং চপলতা ঘূর্ণা শ্বাসাদয়স্তথা॥

(পূর্ব্বরাগ ১১)।

উহা পূর্ব্বরাগে যে দশ দশা হয় তাহারই প্রথম দশা। একদণ্ডে শতবার শ্রীকৃষ্ণদর্শনে উৎকণ্ঠিতা হইয়া শ্রীমতী গৃহের বাহিরে গমন করিতেছেন—তিনি স্থির থাকিতে সমর্থা হইতেছেন না। মন চঞ্চল হইয়াছে। এখানে ঔৎসুক্য, মানসিক চাঞ্চল্য ও ঘন ঘন নিশ্বাসত্যাগ—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

এ সকলই লালসা-দশার অনুভাব বা কার্য্য। কদম্বকাননের দিকে দৃষ্টিপাত করায় তথা হইতে যে বেণুরব শ্রুত হইয়াছিল ইহাই ধ্বনিত হইতেছে। বেণুবাদককে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া যেন সেই কদম্ববনের দিকে শ্রীরাধা চাহিতেছেন।

শ্রীপাদ চণ্ডীদাস পূর্ব্বোক্ত পদে লালসা-দশার স্পষ্টই ইঙ্গিত করিয়াছেন। নিম্নোক্ত পদটীতেও তাদৃশ উক্তি প্রকাশিত আছে। যথা—

বয়সে কিশোরী রাজার কুমারী
তাহে কুল-বধূ বালা।
কিবা অভিলাষে বাড়য়ে লালসে
না বুঝি তাহার ছলা।
তাহার চরিতে হেন বুঝি চিতে
হাত বাড়াইল চাঁদে।

এখানে চন্দ্র ধরিবার জন্য উদ্বাহু হওয়ায় স্পষ্টই লালসার পরিপাক ধ্বনিত হইয়াছে।

আরও একটী পদ উদ্ধৃত হইতেছে—

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে,
না শুনে কাহারো কথা।
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘপানে
না চলে নয়ন-তারা।
বিরতি আহারে, রাঙ্গা বাস পরে,
যেমত যোগিনীপারা।
আউলাইয়া বেণী, ফুলায়ে গাঁথনী,
দেখে খসায়া চুলি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হসিত বদনে, চাহে মেঘ পানে,
কি কহে দু-হাত তুলি।
এক দিঠি করি, ময়ূরা ময়ূরী
কণ্ঠ করে গিরিখনে
চণ্ডীদাস কয়, নব পরিচয়,
কালিয়া-বঁধুর সনে।

এখানে অন্তরের বেদনার কথা উল্লিখিত আছে। এই বেদনাই রসানুভূতি। সাধারণতঃ মনে হয়, সম্ভোগ সুখময় বলিয়া রস হইবার যোগ্য, কিন্তু বিপ্রলম্ভ বা বিরহ দুঃখাত্মক—উহা কি প্রকারে রসশব্দে অভিহিত হইতে পারে? ইহার উত্তরে রসশাস্ত্র-কারগণের অভিমত এই যে, নায়ক নায়িকা উভয়ে মিলিত হইবার পূর্ব্বে অথবা মিলিত হইবার পর পরস্পরের অভিলষিত আলিঙ্গন চুম্বনাদির অপ্রাপ্তিতে যে স্থায়ী ভাব সাতিশয় উৎকণ্ঠার দ্বারা বিভাবাদি সম্বলিত হইয়া প্রকর্ষ (উৎকর্ষ) লাভ করে ও সম্ভোগের উন্নতিকারক হয় তাহাকে বিপ্রলম্ভ কহে।

এই বিপ্রলম্ভ দুঃখময় হইলেও উহাদ্বারা সম্ভোগরস পুষ্ট হয়। সেই জন্যই শ্রব্য ও দৃশ্য কাব্যে প্রচুরতর ভাবে কবিগণ বিরহ বর্ণন করেন। আদি নাট্যশাস্ত্রাচার্য্য ভরত মুনি বলেন—

ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
কাষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে।

অর্থাৎ বিরহ বিনা সম্ভোগ পুষ্ট হয় না। যেরূপ বস্ত্রাদি রঞ্জিত করিবার পূর্ব্বে উহাতে কষায়দ্রব্য লেপন করিলে ঔজ্জ্বল্য বিবর্দ্ধিত হয়।

তাৎপর্য্য এই যে, বিরহকালেও প্রিয়জনের সহিত মিলনের প্রত্যাশা সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে। এই জন্য বিরহ সম্ভোগের উৎকর্ষ বিধান করে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাহার প: সাক্ষাৎ মিলনের সময় যে উহা সম্ভোগের পুষ্টিসাধক সে বিষয় বলাই বাহুল্য। সম্ভোগের পোষক রূপেই যখন বিরহের গৌরব তখন উহা সম্ভোগের অঙ্গ হওয়াই সমুচিত, কিন্তু পৃথক রূপে উহা রস-সংজ্ঞা লাভ করিতে পারে না, এইরূপ প্রশ্নও হইতে পারে না। কারণ, বিরহ যে কেবল সম্ভোগের উৎকর্ষ বিধান করে তাহা নহে, কিন্তু অপ্রাকৃত শৃঙ্গার রসে রতি প্রেম স্নেহাদি স্থায়িভাববিশিষ্ট নায়ক নায়িকার পরস্পরের স্মরণ, স্ফূর্ত্তি ও আবির্ভাবদ্বারা মানস চাক্ষুষ ও কায়িক আলিঙ্গন চুম্বন প্রভৃতি সম্ভোগাদির প্রত্যুত নিরবধি চমৎকারিতা বিধানপূর্ব্বক বিরহ সম্ভোগপুঞ্জময় হইয়া থাকে। এইজন্য বিরহ মানসসম্ভোগ আখ্যা পাইবার যোগ্য। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ সেই জন্য প্রীতিসন্দর্ভে বিপ্রলম্ভ শব্দের নিরুক্তি এইরূপ করিয়াছেন—"বিপ্রলম্ভো বিপ্রকর্ষেণ লম্ভঃ প্রাপ্তির্যস্য সঃ।" অর্থাৎ ব্যবধানে প্রাপ্তি যাহার তাহা বিপ্রলম্ভ। সাহিত্যদর্পণে আছে,

'যত্র তু রতিঃ প্রকৃষ্টা নাভীষ্টমুপৈতি বিপ্রলম্ভোঽসৌ'।

অর্থাৎ যে রসে রতি প্রধান অর্থাৎ নায়ক নায়িকার পরস্পর অনুরাগ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু কোন প্রতিবন্ধক বশতঃ নায়ক নায়িকাকে এবং নায়িকা নায়ককে লাভ করিতে সমর্থ হইতেছে না, তাহাই বিপ্রলম্ভ নামে কথিত হয়। অর্থাৎ উপভোগের অভাবসম্বলিত প্রকৃষ্ট রতিবিষয়ক রসই বিপ্রলম্ভ। যাহা হউক, বিপ্রলম্ভ যে রস সে বিষয়ে রসশাস্ত্রকারগণের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। এই রস বেদনা বা ব্যথার অনুভববিশেষ ও আনন্দের এক গভীরতর পরিপাক। প্রেম হইতেই সে বেদনা সঞ্জাত হয়। প্রেম যদিও হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিবিশেষ তাহা হইলেও উহার গর্ভে জ্বালা ও বেদনা আছে; যদিও সে দুঃখ হ্লাদিনী শক্তিরই বিলাস বলিয়া বুঝিতে হইবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেই প্রেমের ব্যথা অনুভব হইলে আর লোকসঙ্গ ভাল লাগে না। এমন কি প্রিয়সখীর সঙ্গও বিরক্তির কারণ হয়। সেই জন্য জয়দেব গোস্বামিপাদ বলেন, 'সখীমালাপি জালায়তে।' একাকী অবস্থানই তখন অভীষ্ট হয়। কারণ, তাহা প্রিয়জনের চিন্তা বা ধ্যানের অনুকুল। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণের সহিত মেঘের বর্ণসাম্য আছে বলিয়া উহার ধ্যান সুখকর, অন্য কাহারও বাক্য তখন শ্রবণগোচর হয় না; কারণ মন প্রিয় জনের চিন্তায় তন্ময়তা লাভ করে, অন্য কোন বাহ্য বস্তুর সহিত মনের সংযোগ হওয়া অসম্ভব। আহারে বিরাগ, মেঘ-ধ্যান, স্বীয় কৃষ্ণবর্ণ কেশপাশদর্শন, ময়ূরের কণ্ঠনিরীক্ষণ প্রভৃতি সকলই বিরহ-দশার অনুভাব।

'হসিত বদনে চাহে মেঘপানে'

ইহা উন্মাদদশার দ্যোতক। কারণ, উন্মাদের লক্ষণ উজ্জ্বলে আছে— 'অতস্মিংস্তদতিভ্রান্তিরুন্মাদ ইতি কীর্ত্তিতঃ'। অর্থাৎ যে বস্তু যাহা নয় তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া যে অতিশয় ভ্রম তাহাই উন্মাদ-দশায়। এখানে মেঘে কৃষ্ণভ্রান্তি ও তদ্দর্শনে হাস্য উন্মাদের লক্ষণ।

শ্রীপাদ জ্ঞানদাসের একটী পদে শ্রীরাধার লালসা প্রভৃতি দশায় উদ্গম দেখান হইয়াছে। যথা—

'অপরূপ তুয়া মুরলি-ধনি।
লালসা বাঢ়িল শব্দ শুনি॥
কিরূপে এরূপ দেখিয়া সেহ।
উদবেগে ধনি-না ধরে দেহ॥
জাগিয়া জাগিয়া হইল ক্ষীণ।
অসিত চাঁদের উদয় দিন॥
জড়িত হৃদয়ে করত ভেদ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অতি বেয়াকুল কো সহে খেদ ॥
পাণ্ডুর বরণ বিয়াধি-বাধা ।
মুরছি নিশ্বাস হরল রাধা ॥
অব যদি তুহু মিলহ তায় ।
গোকুল-মঙ্গল সভাই গায় ॥
জ্ঞানদাসে কহে শুনহ শ্যাম ।
জীবন-ঔষধ তোহারি নাম ॥

প্রথম দুই চরণে লালসা, চতুর্থ চরণে উদ্বেগ, পঞ্চমে জাগর্য্যা ও তানব, সপ্তমে জড়িমা, অষ্টমে বৈয়গ্র্য, নবমে ব্যাধি, দশমে মোহ ও মৃতি বা মৃতিতুল্য দশা। প্রায়শই পূর্ব্বরাগে প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের নাম শ্রবণ করিয়া শ্রীরাধার স্বাভাবিক প্রেম হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। শ্রীপাদ চণ্ডীদাসের এই পদটি তাহার প্রমাণস্থল—

সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম ।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ ।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে ।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তাঁরে ।
নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো
অঙ্গের পরশে কিবা হয় ।
যেখানে বসতি তার নয়নে দেখিয়া গো
যুবতিধরম কৈছে রয় । ইত্যাদি

এই পদে শ্রীকৃষ্ণ-নাম শ্রবণ করিয়াই শ্রীরাধার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লালসা সঞ্জাত হইয়াছে ও সেই নাম জপ করিতে করিতে তিনি যে মহাযোগিনীর মত ধ্যানমগ্না হইয়াছিলেন তাহার আভাসও পদ হইতে পাওয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, তিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের স্পর্শ লাভ করিতে সাতিশয় ব্যাকুল, তাহার পর শ্রীকৃষ্ণবংশীরব শ্রবণে তাঁহার হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব আস্বাদন লাভ হইয়াছিল তাহা তদীয় স্বীয় উক্তি হইতেই জানা যায়; যথা—

'কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কানে,—
অমৃত নিছিয়া ফেলি কি মাধুর্য্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে প্রাণে॥ ইত্যাদি।

এই বংশীর শব্দ অমৃত অপেক্ষাও মধুর অথচ ইহা হলাহল বিষ অপেক্ষাও দাহসম্পাদক, ইহা যেন বিষামৃতে একত্র মিলন। প্রেমের অভূতপূর্ব্ব মাধুর্য্য ও তীব্রতা যুগপৎ অনুভব করিয়া শ্রীরাধা অন্তরে বিশেষ বেদনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই পদটীতে উদ্বেগ-দশার আভাস পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণদর্শন উজ্জ্বলনীলমণিতে তিন প্রকার উক্ত আছে। যথা,—

'সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্য চিত্রে চ স্যাৎ স্বপ্নাদৌ চ দর্শনম্। (পূর্ব্বরাগ প্রকরণ)

সাক্ষাৎ ভাবে, চিত্রপটে ও স্বপ্নে এই তিন প্রকার শ্রীকৃষ্ণদর্শন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে চিত্রপটে দর্শন শ্রীপাদ চণ্ডীদাস এইরূপ প্রকাশ করেন। যথা—

হাম সে অবলা হৃদয়ে অখলা
ভাল মন্দ নাহি জানি।
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখাল আনি। ইত্যাদি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পটে শ্রীকৃষ্ণমূর্তিদর্শনে শ্রীরাধার মনে হইল যেন বাড়বানলে তাহাকে কেহ নিক্ষেপ করিল। অথচ শ্রীকৃষ্ণের মনোমোহন কিশোর রূপ-মাধুর্য্যও তাঁহার নয়নযুগল শীতল করিল। সেই চিত্রপটে অঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণকে নিজজন জ্ঞানে তাঁহার দিকে চাহিতে তদীয় ঐ রূপ বাণের মত তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া মর্ম্ম বিদীর্ণ করিল। ইহাতেও বেদনার গুরুত্ব ও আধিক্য দেখান হইল। স্বপ্নে দর্শন সম্বন্ধে শ্রীপাদ জ্ঞানদাস কৃত একটী অপরূপ পদ অবিকল উদ্ধৃত হইতেছে। তাহা এইরূপ—

মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা—
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনা আর কারো নই।
রজনী শাওন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।
শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুতুহলে।
ঝিজা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী যে গরজে
স্বপন দেখিনু হেন কালে।
মরমে পৈঠল সেহ, হৃদয়ে লাগল দেহ
শ্রবণে ভরল সেই বাণী।
দেখিয়া তাহার রীত যে করে দারুণ চিত
ধিক রহু কুলের কামিনী।
রূপে গুণে রসসিন্ধু মুখচ্ছটা জিনি ইন্দু
মালতীর মালা গলে দোলে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বসি মোর পদতলে গায়ে হাত দেই ছলে
আমা কিন বিকাইনু বলে।
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ ভূষণভূষিত অঙ্গ
কাম মোহে নয়ানের কোণে;
হাসি হাসি কথা কয় পরাণ কাড়িয়া লয়
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে।
রসাবেশে দেই কোল মুখে নাহি সরে বোল
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অচল ভেল লাজভয় মান গেল
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল।

সাক্ষাৎ দর্শনে শ্রীমতীর কি অভিনব দশা হইয়াছিল তাহা শ্রীপাদ চণ্ডীদাস ঠাকুরের পদে অভিব্যক্ত আছে :—

যমুনা যাইয়া শ্যামেরে দেখিয়া
ঘরে আইলা বিনোদিনী।
বিরলে বসিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ধেয়ায় শ্যাম রূপ খানি।
নিজ করোপর রাখিয়া কপোল
মহাযোগিনীর পারা।
ও দুটী নয়ানে বহিছে সঘনে
শ্রাবণ মেঘেরি ধারা।
হেন কালে তথা আইলা ললিতা
রাই দেখিবার তরে।
সে দশা দেখিয়া বেথিত হইয়া
তুলিয়া লইল কোরে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নিজ বাস দিয়া মুছিয়া পুছয়ে
মধুর মধুর বাণী।
আজু কেন ধনি হয়েছ এমনি
কহ না কি লাগি শুনি।
আজনম-সুখে হাসি বিধু মুখে
কভু না হেরিয়ে আন।
আজু কেন বল কাঁদিয়া ব্যাকুল
কেমন করিছে প্রাণ।
চাঁচর চিকুর কিছু না সম্বর
কেনে হৈলে অগেয়ান।
চণ্ডীদাস কহে বেজেছে হৃদয়ে
শ্যামেরি পিরীতিবাণ॥

শ্রীপাদ চণ্ডীদাস ঠাকুরের পদাবলী স্বীয় ভাবগৌরবে গৌরবান্বিত। উহার প্রসাদগুণ, ভাবমাধুর্য্য, পদলালিত্য ও রসগাম্ভীর্য্য বিশ্ব-সাহিত্যে অনুপম। উহার ভাবধারা বর্ষার বিপুল বারিবেগপুষ্ট মহাস্রোতস্বিনীর মত আপন অসীম প্রবাহে দুকূলপ্লাবিনী।

উহার স্বচ্ছ সলিলে ভাবের রহস্যস্তরের তলদেশ পর্য্যন্ত সহৃদয় পাঠক দেখিতে পাইবেন। শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ দর্শনে শ্রীমতীর যে অলৌকিক ধ্যান-দশা উপজাত হইয়াছিল তাহা স্পষ্টই প্রতিভাত হয়। শ্রীকৃষ্ণেরও যে এইরূপ কালিয়দমন-দিবসে শ্রীরাধাদর্শনে ভাবদশা হইয়াছিল তাহা তিনি সুবলকে বলিয়াছেন। নিম্ন লিখিত গীতে তাহা অভিব্যক্ত হইয়াছে।—

কালিয়দমন দিন মাহ।
কালিন্দী কূল কদম্বক ছাহ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কতশত ব্রজ নববালা—।
পেখলু যেন থীর বিজুরিকমালা।
তো হে কহোঁ সুবল সাঙ্গাতী।
তব ধরি হাম না জানো দিবা রাতি।
তহি ধনি মণি দুই চারি।
তহি পুন মনমোহিনী একনারী।
সো রহু মঝুমনে পৈঠী।
মনসিজ ধুমে ঘুম নাহি দিঠী।
অনুক্ষণ তিহ্নিক সমাধি।
কো জানে ঐছন বিরহবেয়াধি।
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা
গোবিন্দ দাস কহ ঐছন বলেহা।

এই পদটী শ্রীপাদ রাধামোহন ঠাকুরদ্বারা তদীয় পদসংগ্রহ গ্রন্থ পদামৃতসমুদ্রে ধৃত হইয়াছে ও উহার টীকা তিনি স্বয়ং করিয়াছেন।

পূর্ব্বে শ্রীমতীর নাম শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক রতি জাত হইয়াছিল, কিন্তু তখনও শ্রীরাধিকার দর্শন হয় নাই। দৈবাৎ সেই দিবসে রাধার কথা মনে ভাবিতে ভাবিতে কালীয় হ্রদের নিকট শ্রীকৃষ্ণ গমন করিয়াছিলেন। সেই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ হইলেও শ্রীরাধার কথা মনে ভাবনা করায় অনবধানতাবশতঃ বৎস সকল বিষজল পান করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। পরে তাহাদিগকে সেই অবস্থায় দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি কালিয়ের মস্তকে বিলম্ব করিয়া নৃত্য করিবেন। তাহা হইলে মদ্গতচিত্ত ব্রজবাসীগণ সেখানে উপস্থিত হইবে। যদি সেই সঙ্গে কখনও তাঁহার নয়নানন্দ-কৌমুদী রাধা আগমন করে তাহা হইলে তাহার সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি দেখিয়া নেত্র সফল করিব। এইরূপে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

সেই বৎসসকলের চেতনা সম্পাদন করিয়া তিনি নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার পর তাঁহার ইচ্ছায় যোগমায়াদ্বারা সকল ব্রজবাসীর হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছিল ও তাঁহারা সকলেই কালিয়হ্রদের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। সেই স্থানে শ্রীরাধাও আগমন করিয়াছিলেন। প্রথমে উভয়ের দর্শন হইলে শ্রীরাধিকার রতি উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিল। তাহার পর শ্রীরাধার বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের রতি উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিল। কারণ, রস দ্বিকোটিস্থ বা নায়ক-নায়িকা উভয়-নিষ্ঠ হইয়া থাকে। সেদিন সেস্থানে নন্দাদির সহিত বাস করায় কৃষ্ণ লজ্জায় রাধার কোন পরিচয় প্রশ্ন করিতে সমর্থ হন নাই। পরদিনে রাধাদর্শনজনিত আনন্দ-উন্মাদ দশায় বাহ্যরহিত হইয়া মর্ম্মসখা সুবলকে নিজ চিত্তের অবস্থা জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন, সেই কালিয়দমনদিনের মধ্যে (অর্থাৎ সেইদিন) যমুনার তীরবর্ত্তী কেলিকদম্বের ছায়ায় কত শত ব্রজবালা দেখিলাম, তাহারা অচলা চপলার মালার মত আমার নিকট মনে হইয়াছিল। হে সুবল, প্রাণের সখা, তোমাকে আমার মর্ম্মের কথা বলি—সেই দিন হইতে (উহা পরদিবস হইলেও বাহ্য-জ্ঞান শূন্য হওয়ায় বহুকাল গত হইল বলিয়া মনে হওয়ায় রস পুষ্ট হইয়াছে ও প্রেমে নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে) আমার দিন রাত্রি কিছুর জ্ঞান নাই। সেই অসংখ্য ব্রজবালার (শ্রীরাধাযূথগত) দুই চারিটি (ললিতাপ্রভৃতির দর্শনে আনন্দজনিত মোহাবৃত হইয়া সংখ্যা স্থির করিতে অসমর্থ হইয়া) ব্রজবালার মধ্যে এক নারী আমার মোহ উৎপাদনে বিশেষ কারণস্বরূপ হইয়াছিল। সে আমার মনোমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে ও কন্দর্পের অনল হইতে উত্থিত ধূমে আমার নেত্রে নিদ্রা নাই (ইহাতে জাগর্য্যাদশা ধ্বনিত হইয়াছে)। নিরন্তর তাহাতেই আমার চিত্ত সমাহিত হইয়াছে। কে জানে এরূপ

১০

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিরহ-ব্যাধি কি প্রকার? দিনে দিনে আমার দেহ ক্ষীণ হইতেছে। গোবিন্দদাস (সুবলভাবভাবিতমনা কবিরাজ) প্রত্যুত্তর করিতেছেন—নব প্রেমের এই রূপই রীতি।

এস্থানে বুঝিবার বিষয় এই যে, শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞতাপ্রভৃতি গুণ যদিও নিত্যই বিদ্যমান আছে ও শ্রীরাধার পরিচয় যেরূপ পাইয়াছিলেন তাহাদ্বারা তাঁহাকে জানিতে তিনি সমর্থ হইলেও কালিয় সর্পের মাথার নৃত্য করার কালে তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে সাতিশয় আনন্দ-জনিত উন্মাদ দশার আবির্ভাব হইয়াছিল। সে নিমিত্ত নিত্যরস ও চিদানন্দস্বরূপ হইয়াও তাহাকে রাধানামে যে জানিতেছি—এ সংস্কার শ্রীকৃষ্ণের চিত্তে উদ্বুদ্ধ হয় নাই। এস্থলে কৃষ্ণের প্রেমজনিত ভ্রমে রসের উৎকর্ষই হইয়াছে। এইরূপে অন্যান্য দশাও শ্রীকৃষ্ণে প্রকটিত হইয়াছিল। যাহা হোক্, দীর্ঘ নিদাঘতপ্ত দিনের শেষে সহসা মেঘের বর্ষণে যেমন হৃদয়ে আনন্দ সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ দীর্ঘ বিরহাবসানে শ্রীরাধামাধবের সঙ্গসুখলাভ পরম রসাবহই হইয়াছিল।

আদি রসশাস্ত্রকার নাট্যাচার্য্য—ভরতমুনি তদীয় নাট্যশাস্ত্রের ষষ্ঠাধ্যায়ে শৃঙ্গার রসের লক্ষণ ও বিভাগ প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

'তত্র শৃঙ্গারো নাম রতিস্থায়িভাবপ্রভব উজ্জ্বলবেষাত্মকঃ। যৎকিঞ্চিল্লোকে শুচি মেধ্যমুজ্জ্বলং দর্শনীয়ং বা (ভবতি) তৎ শৃঙ্গারেণোপমীয়তে।' (৫১, ভরতনাট্যশাস্ত্র)

শৃঙ্গার রসের রতি স্থায়িভাব, অর্থাৎ মুখ্য শৃঙ্গার তাহাই—যাহাতে রতি আস্বাদযোগ্য হয়। যাহা কিছু লৌকিক জগতে পবিত্র, নির্ম্মল বা উজ্জ্বল বা দর্শনযোগ্য তাহা শৃঙ্গারশব্দের উপচার বশতঃ শৃঙ্গার শব্দবাচ্য হইয়া থাকে। 'তস্য দ্বে অধিষ্ঠানে, সম্ভোগো বিপ্রলম্ভশ্চ।' ৬।৫১

অর্থাৎ সেই শৃঙ্গার রসের দুইটী অধিষ্ঠান বা অবস্থা—সম্ভোগ ও

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিপ্রলম্ভ (অভিনবভারতী)। (৯-১১শ্বঃ) রুদ্রভট্টপ্রণীত শৃঙ্গারতিলকে নায়ক-নায়িকার পূর্ব্বরাগ তিন প্রকারে সম্ভব বলিয়া উল্লেখ আছে। যথা—

সাক্ষাচ্চিত্রে তথা স্বপ্নে তস্য স্যাদ্দর্শনং ত্রিধা।
দেশে কালে চ ভঙ্গ্যাং চ শ্রবণং চাস্য তদ্ যথা॥ ১।৫১

দশমখৃষ্টশতাব্দীতে ধনঞ্জয়প্রণীত দশরূপকে শৃঙ্গারের ভেদ তিন প্রকার উক্ত আছে। যথা—

অযোগো বিপ্রয়োগশ্চ সংভোগশ্চেতি স ত্রিধা। ৪।৫০

অর্থাৎ অযোগ, বিপ্রয়োগ ও সম্ভোগভেদে শৃঙ্গার ত্রিবিধ। এখানে বুঝিবার বিষয় এই যে, বিপ্রয়োগ ও বিপ্রলম্ভ সমবাচী বা পর্য্যায় শব্দ। অতএব বিপ্রয়োগ পদস্থলে বিপ্রলম্ভ পদ কেন প্রযুক্ত হয় নাই? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয় যে, অযোগ ও বিপ্রয়োগ এই দুটী বিপ্রলম্ভেরই অবান্তর ভেদ। বিপ্রয়োগ-পদ স্থলে যদি বিপ্রলম্ভ-পদ প্রযুক্ত হইত, তাহা হইলে বিপ্রলম্ভ-পদ বিপ্রয়োগে লাক্ষণিক হইয়া পড়িত অর্থাৎ গৌণার্থে ব্যবহৃত হইত। কারণ, বিপ্রলম্ভ-পদটীদ্বারা সামান্যতঃ অযোগ ও বিপ্রয়োগ উভয়ই বুঝাইয়া থাকে ও এখানে অযোগ পৃথক উক্ত হইয়াছে বলিয়া ঐ রূপ প্রয়োগই যুক্তিযুক্ত। সামান্যবাচক শব্দকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতে হইলে লক্ষণা স্বীকার করতে হয়। বিশেষতঃ, যে স্থলে নায়ক নায়িকাকে সংকেত করিয়া তথায় উপস্থিত হন না, সেই স্থানেই বিপ্রলম্ভ শব্দ মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হয়। কারণ, বিপ্রলম্ভ-শব্দে বঞ্চনা বুঝায়। যোগ শব্দে পরস্পর নায়ক-নায়িকার মিলন, অতএব অযোগ-শব্দে সেই মিলনের অভাব বুঝায়। একপ্রাণ নব নায়ক-নায়িকার অনুরাগ সত্ত্বেও যদি দৈবের প্রতিকুলতা বশতঃ বা পিতাপ্রভৃতি গুরুজনের পরতন্ত্রতা হেতু অসমাগম বা বিরহ ঘটে তাহাকে অযোগ কহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ হর্ষবর্দ্ধন প্রণীত রত্নাবলীতে সাগরিকার সহিত উদয়ন বা বৎসরাজের দৈববশতঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অযোগ ও মালতীমাধবে পিতাপ্রভৃতির বশবর্ত্তিতাহেতু পরস্পরের বিরহ বলা যাইতে পারে। এই অযোগের অভিলাষাদিক্রমে দশ দশা। ইহাই পূর্ব্বরাগ দশা। প্রাচীন আলংকারিকগণ পূর্ব্বরাগকে অভিলাষ-শৃঙ্গার নামে অভিহিত করিয়াছেন।

শকুন্তলায়—দুষ্মন্তের উক্তি ইহার উদাহরণ। যথা—

অসংশয়ং ক্ষত্রপরিগ্রহক্ষমা
যদার্য্যমস্যামভিলাষি মে মনঃ।
সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু
প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ ॥

রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে দর্শন করিয়া মনে মনে বলিতেছেন, ইনি নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয়ের পরিণয়যোগ্যা। কারণ, আমার শুদ্ধান্তঃকরণ ইহাকে অভিলাষ করিতেছে। সন্দেহাস্পদ বিষয়ে সাধু ব্যক্তিগণের মনের প্রবৃত্তিই প্রমাণ, অর্থাৎ মন যাহাতে প্রেরণা করিবে তাহাই করণীয়। উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় অঙ্কেও শকুন্তলার নিজমুখে উক্ত আছে—

'ততঃ প্রভৃতি তদ্গতেন অভিলাষেণ' ইত্যাদি।

ধ্বন্যালোকে উক্ত আছে—'তথাহি শৃঙ্গারস্যোবাঙ্গিনস্তাবদাদৌ দ্বৌ ভেদৌ, সংভোগো বিপ্রলম্ভশ্চ। সংভোগস্য চ পরস্পরপ্রেমদর্শনসুরতবিহরণাদিলক্ষণাঃ প্রকারাঃ। বিপ্রলম্ভস্যাপি অভিলাষের্ষ্যাবিরহ-প্রবাস-বিপ্রলম্ভাদয়ঃ। ২।১৩

অর্থাৎ অঙ্গী শৃঙ্গার রসের প্রথমে সংভোগ ও বিপ্রলম্ভ—দুইটী ভেদ। সংভোগ—পরস্পর নায়ক-নায়িকার প্রেমপূর্ব্বক দর্শন, সংভাষণ, আলিঙ্গনাদি চৌষট্টি প্রকার, সুরতক্রীড়া, উদ্যানগমন, জলকেলি, চন্দ্রালোকে ক্রীড়াপ্রভৃতি ভেদে অনন্ত প্রকার।

বিপ্রলম্ভেরও অভিলাষ (পূর্ব্বরাগ), ঈর্ষ্যা (খণ্ডিতার), বিরহ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(বিরহোৎকণ্ঠিতার) প্রবাস (প্রোষিতভর্ত্তৃকার ও শাপাদিকৃত বিরহে)। দশরূপকে বিপ্রয়োগের লক্ষণ এইরূপ—

বিপ্রয়োগস্তু বিশ্লেষো রূঢ়-বিশ্রম্ভয়োর্দ্বিধা।
মানপ্রবাসভেদেন মানোঽপি প্রণয়েৰ্ষ্যয়োঃ ॥ ৪।৫৭

যে নায়ক-নায়িকাদ্বয়ের মধ্যে প্রণয় জন্মিয়াছে তাহাদের যদি বিরহ উপস্থিত হয়—তাহাকে বিপ্রয়োগ কহে। মান ও প্রবাসভেদে উহা দ্বিবিধ। মানও প্রণয় ও ঈর্ষ্যাভেদে দ্বিবিধ।

দশরূপক নবম হইতে দশম খৃষ্ট শতাব্দীতে প্রণীত হয়। বাণভট্ট তদীয় কাদম্বরী (৬—৭ খৃষ্ট শতাব্দীতে) প্রণয়ন করেন। ইহাতে মহাশ্বেতার চন্দ্রাপীড়ের নিকট পুণ্ডরীকসম্বন্ধে আত্মপ্রেমকাহিনী বর্ণন এবং কাদম্বরী ও চন্দ্রাপীড়ের পূর্ব্বরাগদশার অপূর্ব্ব বর্ণন আছে। এই গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে পূর্ব্বরাগ বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে।

৭-৮ খৃষ্টশতাব্দীতে ভবভূতি মালতীমাধবে পূর্ব্বরাগ বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারকে অঙ্গী রস রূপে বর্ণন করিয়াছেন। উহার প্রথম অঙ্কে মকরন্দের বাক্যে পূর্ব্বরাগ শব্দটীর স্থানে প্রথমানুরাগশব্দ উক্ত আছে। যথা—

'হন্ত, মহতঃ প্রথমানুরাগস্যোদ্ভেদঃ' অর্থাৎ মকরন্দ আনন্দে মনে মনে বলিলেন, ইহা যে মালতী-মাধব উভয়ের প্রগাঢ় প্রথম অনুরাগের প্রকাশ। প্রথমাঙ্কে পুনর্ব্বার উক্ত আছে 'তস্যাস্ত্বয়ি প্রাগনুরাগলিঙ্গম্'। অর্থাৎ তোমাতে মালতীর পূর্ব্ব-অনুরাগ সূচনা করিতেছে।

মালতীমাধবের মত পূর্ব্বরাগ-রস-পরিপাটী সংস্কৃতসাহিত্যে অত্যন্ত বিরল। বিশেষতঃ পূর্ব্বরাগদশাবর্ণনে কবি যেরূপ মনস্তত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা চিরদিন সহৃদয়গণের হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া সাহিত্য জগতে উচ্চস্থান অধিকার করিবে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

মম্মটভট্ট একাদশ শতাব্দীতে কাব্যপ্রকাশ প্রণয়ন করেন। উহার চতুর্থ উল্লাসে উক্ত আছে—

তত্র শৃঙ্গারস্য দ্বৌ ভেদৌ—সংভোগো বিপ্রলম্ভশ্চেতি।

সেখানে সংভোগ একপ্রকার উক্ত আছে। কারণ, উহার ভেদ অনন্তপ্রকার হইলেও সংযোগসামান্য অভিপ্রায়ে ঐরূপ উক্ত আছে। কিন্তু বিপ্রলম্ভ—অভিলাষ, বিরহ (বিরহোৎকণ্ঠিতা), ঈর্ষ্যা, প্রবাস ও শাপহেতুক—পঞ্চপ্রকার।

তন্মধ্যে অভিলাষবিপ্রলম্ভ বা পূর্ব্বরাগের উদাহরণ মালতীমাধব হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। যথা—

প্রেমার্দ্রাঃ প্রণয়স্পৃশঃ পরিচয়াদুদ্গাঢ়রাগোদয়া-
স্তাস্তা মুগ্ধদৃশো নিসর্গমধুরাশ্চেষ্টাঃ ভবেয়ুর্ময়ি।
যাস্বন্তঃকরণস্য বাহ্যকরণব্যাপাররোধী ক্ষণা
দাশংসা-পরিকল্পিতাস্বপি ভবত্যানন্দসান্দ্রো লয়ঃ॥'

পুনর্ব্বার আমি যেন মালতীর সলীল অপাঙ্গভঙ্গীর বিষয়ীভূত হইতে পারি—ইত্যাদি প্রকার মনোরথদ্বারা কল্পিত (অননুভূত) দর্শন, হসিত ও আলিঙ্গনাদিরূপ যে চেষ্টাতে দর্শনমাত্র চক্ষুঃপ্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিষয়গ্রহণক্ষমতা রুদ্ধ হয় ও তাদৃশ নিরুদ্ধ চিত্ত অভীষ্ট বস্তুতে আনন্দাধিক্যে লীন হইয়া পড়ে, সুনয়না মালতীর প্রেমস্নিগ্ধ প্রণয়-সরস ও গাঢ় আলিঙ্গনাদিদ্বারা রাগের উদয়হেতু যাহা হইতে গুরুজনের পারতন্ত্র্য অপসারিত হইয়াছে—তাদৃশ স্বভাবমনোহর নয়নপাতপ্রভৃতি চেষ্টাগুলি যেন আবার আমাতে প্রযুক্ত হয়। এই শ্লোকে সাক্ষাদ্দর্শনে মালতীর প্রতি মাধবের অভিলাষ ব্যক্ত হইয়াছে। এখানে মালতী আলম্বন, তাহার বিলাস-অনুস্মরণ উদ্দীপন, আশংসা বা মনোরথ অনুভাব ও উহাদ্বারা ব্যঙ্গ্য উৎকণ্ঠা সঞ্চারী ভাব।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

১২শ শতাব্দীতে আবির্ভূত হেমচন্দ্রের কাব্যানুশাসনেও অভিলাষ-শৃঙ্গার শব্দ প্রযুক্ত আছে। এইজন্যই মনে হয় যে, প্রাচীন আলংকারিকগণ পূর্ব্বরাগকেই অভিলাষ-শৃঙ্গারশব্দে অভিহিত করিতেন। পূর্ব্বরাগের অভিলাষ চিন্তা প্রভৃতি দশ দশা। এই অভিলাষ অনুভাব হইলেও ইহা বিপ্রলম্ভের জনক বা হেতু। কার্য্য ও কারণ অভিন্ন, সেই জন্য বোধ হয় পূর্ব্বরাগকে অভিলাষ-শৃঙ্গার বলা হয়।

কাব্যপ্রকাশের টীকা প্রদীপ। প্রদীপের উদ্দ্যোত টীকায় মহামতি নাগোজীভট্ট বলেন—'এতেন

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্বাঽপি মিথঃ সংরূঢ়রাগয়োঃ।
দশাবিশেষ-সংপ্রাপ্তিঃ পূর্ব্বরাগঃ স উচ্যতে॥

অভিলাষচিন্তাস্মৃতিগুণকথনোদ্বেগ-সংলাপা উন্মাদো ব্যাধির্জড়তা মূর্চ্ছেতি দশাঽত্র দশা ইত্যুক্তেঃ পূর্ব্বরাগবিপ্রলম্ভীয়দশান্তর্গতোঽভিলাষো ন বিপ্রলম্ভজনক ইত্যপাস্তম্' ॥ ৪।২৯

তাৎপর্য্য এই যে, অভিলাষ-শৃঙ্গারে অভিলাষপ্রভৃতি দশটী দশা ইহা বলায় পূর্ব্বরাগ-বিপ্রলম্ভের অন্তর্গত অভিলাষ (দশা) যে বিপ্রলম্ভের হেতু নহে এরূপ মত নিরস্ত হইল। ইহাতে মনে হয়, অভিলাষ কারণ ও কার্য্য দুই হইতেছে। কারণরূপে বিপ্রলম্ভের হেতু, কার্য্য বা বিক্রিয়ারূপে দশাবিশেষ।

পূর্ব্বরাগের যে লক্ষণটী নাগোজীভট্ট প্রকাশ করিয়াছেন—উহা প্রায় সাহিত্যদর্পণের মতই। সংপ্রাপ্তিস্থলে সাহিত্যদর্পণে 'যোঽপ্রাপ্তৌ' পাঠ আছে। সাহিত্যদর্পণকার শ্রীবিশ্বনাথ কবিরাজ ১৪—১৫ খৃষ্ট-শতাব্দীর লোক। নাগোজীভট্ট বোধ হয় ১৬ হইতে ১৭ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

শ্রীমদ্‌বোপদেবপ্রণীত মুক্তাফল গ্রন্থের কৈবল্য-দীপিকা টীকায় শ্রীপাদ হেমাদ্রি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিপ্রলম্ভের চারিপ্রকার ভেদ উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,—'স চতুর্দ্ধা পূর্ব্বানুরাগ-মান- প্রবাস-বৈচিত্যভেদাৎ।' তিনি পূর্ব্বরাগের লক্ষণ এইরূপ উদ্ধৃত করেন—

প্রাগসঙ্গতয়োর্যূনোরভিলাষঃ প্রবর্ত্ততে।
সঙ্কল্পো রমণীয়োঽনুরাগঃ স প্রাচ্য উচ্যতে॥

এখানে পূর্ব্বরাগস্থলে প্রাচ্য অনুরাগ শব্দ পাওয়া যাইতেছে। শ্রীমদ্‌হেমাদ্রি ত্রয়োদশখৃষ্টশতাব্দীতে ছিলেন। পূর্ব্বরাগের বর্ণন যে মহাকবিগণ পূর্ব্বেও করিয়াছেন, সে বিষয়ের প্রমাণরূপে শ্রীহর্ষপ্রণীত নৈষধ চরিতের নলদময়ন্তী সংবাদ নবম সর্গ—কৈবল্য দীপিকা টীকায় উল্লিখিত আছে।

রসার্ণবসুধাকরপ্রণেতা শিঙ্গভূপাল ১৩—১৪ শতাব্দীর লোক। তিনি পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণভেদে বিপ্রলম্ভ চতুর্ব্বিধ বলিয়াছেন ও স্বয়ং পূর্ব্বরাগের লক্ষণ এইরূপ করিয়াছেন :—

যৎ প্রেম সঙ্গমাৎ পূর্ব্বং দর্শনশ্রবণোদ্ভবম্।
পূর্ব্বানুরাগঃ স জ্ঞেয়ঃ শ্রবণং তদ্‌গুণশ্রুতিঃ॥ ২।১৭২

শ্রীরূপগোস্বামিপাদকৃত উজ্জ্বলনীলমণিতেও প্রায় এই ভাবেরই পূর্ব্বরাগলক্ষণ প্রকাশিত আছে, উহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। উজ্জ্বল-নীলমণিতে হেমাদ্রির পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার বিপ্রলম্ভই স্বীকৃত হইয়াছে। সাহিত্যদর্পণকার পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণভেদে চারি প্রকার বিপ্রলম্ভ দেখাইয়াছেন। ১৬—১৭ খৃষ্টশতাব্দীর শ্রীজগন্নাথ পণ্ডিতরাজ-কৃত রসগঙ্গাধরে প্রবাস, অভিলাষ (পূর্ব্বরাগ), বিরহ (গুরুজনাদির নিকট লজ্জাবশতঃ যে নায়ক-নায়িকার প্রতিবন্ধক তাহাই বিরহ—গুরুমর্ম্মপ্রকাশ টীকা), ঈর্ষ্যা (মান), শাপহেতুক (দুর্ব্বাসার শাপ হেতু শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের বিরহ) ভেদে বিপ্রলম্ভ পাঁচ প্রকার।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

১৬ খৃঃ শতাব্দীতে কবিকর্ণপূর গোস্বামিপাদ অলঙ্কারকৌস্তুভে এইরূপ পঞ্চপ্রকার বিপ্রলম্ভ স্বীকার করিয়া বলেন—

লোক এব শাপহেতুঃ। তেনালৌকিকশ্চতুর্ব্বিধঃ।
অভিলাষঃ পূর্ব্বরাগস্তস্যাবস্থা দশ স্মৃতাঃ॥

অর্থাৎ ইহলোকেই অভিশাপের হেতু বিদ্যমান থাকায় অলৌকিক বা অপ্রাকৃত ভাগবতরসে বিপ্রলম্ভ চারি প্রকার। অর্থাৎ পূর্ব্বরাগ, বিরহ (ভাবী, ভবন্ ও ভূত), ঈর্ষ্যা (মান), প্রবাস এই চারি প্রকার। এখানে অভিলাষনামেই পূর্বরাগ অভিহিত। ভূত বিরহ ও প্রবাসের মধ্যে টীকায় ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদিন কান্তের সহিত বিরহ হইয়াছে, বিরহের শেষে পুনর্ব্বার আমার সহিত মিলন হইবে, এইরূপ নায়িকা ভাবনা করিলে কালকৃত বিরহ—ভূতবিরহ। কিন্তু নায়িকা যে স্থলে মনে করেন যে, আমাকে ত্যাগ করিয়া দূরদেশে কান্ত অবস্থান করিতেছেন, এইরূপ দেশঘটিত বিরহ প্রবাস নামে অভিহিত হয়।

সঙ্গমের পূর্ব্বে অনুরক্ত নায়ক-নায়িকার প্রাণে পরস্পরের গোপনে দর্শনলালসা উপজাত হওয়া স্বাভাবিক। শৃঙ্গারতিলক গ্রন্থে উক্ত আছে—

ব্যবসায়ো ভবেদ্ যত্র বাঢ়ং তৎসঙ্গমাশয়া।
সংকল্পাকুলচিত্তত্বাৎ সোঽভিলাষঃ স্মৃতো যথা॥

অর্থাৎ নায়ক-নায়িকার মধ্যে পরস্পরের সঙ্গলাভের আশায় সাতিশয় যত্ন হইয়া থাকে। তাহাদের চিত্ত সঙ্কল্পদ্বারা আকুলিত হয় বলিয়া তাদৃশ অবস্থাকে অভিলাষ কহে। অলঙ্কারশাস্ত্রে স্মরদশার ভেদ দৃষ্ট হয়। কোন কোন আলঙ্কারিক দশ প্রকার, আবার কেহ কেহ দ্বাদশ প্রকার দশার উল্লেখ করিয়াছেন। প্রতাপরুদ্রযশোভূষণনামক অলঙ্কার গ্রন্থে বিদ্যানাথ বলেন—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চক্ষুঃপ্রীতির্মনঃসঙ্গঃ সঙ্কল্পোঽথ প্রলাপিতা।
জাগরঃ কার্শ্যমরতির্লজ্জাত্যাগোঽথ সংজ্বরঃ ॥
উন্মাদো মূর্চ্ছনং চৈব মরণং চরমং বিদুঃ।
অবস্থা দ্বাদশ মতাঃ কামশাস্ত্রানুসারতঃ ॥

অর্থাৎ চক্ষুপ্রীতি, মনের আসক্তি, সঙ্কল্প, প্রলাপ, জাগরণ, কৃশতা, অরতি, লজ্জাত্যাগ, সংজ্বর, উন্মাদ, মূর্চ্ছা ও মরণ—কামশাস্ত্রানুসারে এইরূপ দ্বাদশ কামদশা হইয়া থাকে।

ভাবপ্রকাশে উক্ত আছে :—

দশধা মন্মথাবস্থা ভবেদ্ দ্বাদশধাঽপি বা।
ইচ্ছোৎকণ্ঠাভিলাষশ্চ চিন্তা স্মৃতি-গুণস্তুতী ॥
উদ্বেগোঽথ প্রলাপঃ স্যাদুন্মাদো ব্যাধিরেব চ।
জাড্যং মরণমিত্যান্তে দ্বে কৈশ্চিদ্বর্জ্জিতে বুধৈঃ ॥

ইহাতে বুঝা যায়, দশ বা দ্বাদশ কামদশা। কক্কোকক্বত রতিরহস্যে কিন্তু দশ দশাই কথিত হইয়াছে,—

নয়নপ্রীতিঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোঽথ সঙ্কল্পঃ।
নিদ্রাচ্ছেদস্তনুতা বিষয়নিবৃত্তিস্ত্রপানাশঃ।
উন্মাদো মূর্চ্ছা মৃতিরিত্যেতা স্মরদশা দশৈব স্যুঃ ॥

দশরূপকে উক্ত আছে—

দশাবস্থাত্বমাচার্যৈঃ প্রায়োবৃত্ত্যা নিরূপিতম্।
মহাকবিপ্রয়োগেষু দৃশ্যতে তদনন্ততা ॥ ৪। ৫৫

অর্থাৎ রসশাস্ত্রাচার্য্যগণ প্রায় দৃষ্ট হয় বলিয়া দশ প্রকার অবস্থা নির্ণয় করিয়াছেন ; কিন্তু মহাকবিগণের কাব্যে নায়িকাগণের অনন্ত কামাবস্থা দেখা যায়। এ বিষয় মহাকবি ভানুদত্ত (১৩—১৪ খৃষ্টশতাব্দী) তদীয়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রসমঞ্জরীনামক অলঙ্কারগ্রন্থের শেষে বিপ্রলম্ভ-শৃঙ্গারে দশাবস্থা উল্লেখ করিয়াছেন।

ধারেশ্বর ভোজরাজ তদীয় সরস্বতীকণ্ঠাভরণনামক অলঙ্কারগ্রন্থে বিপ্রলম্ভ চারিপ্রকার প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—পূর্ব্বানুরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ। পূর্ব্বানুরাগের উদাহরণ কাদম্বরী ও রত্নাবলী হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। কাদম্বরীর শ্লোকটি নিম্নে উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা—

দূরং মুক্তালতয়া বিসসিতয়া বিপ্রলোভ্যমানো মে।
হংস ইব দর্শিতাশো মানসজন্মা ত্বয়া নীতঃ॥

ইহার সরলার্থ এই যে, কোন ব্যক্তি যেমন মুক্তাহারের মত শুভ্রবর্ণ মৃণালের দ্বারা অত্যন্ত লোভ জন্মাইয়া আপনার অভিমত দিক্ দর্শন-পূর্ব্বক মানসসরোবরজাত হংসকে দূরে লইয়া যায়, সেইরূপ তুমিও মৃণালের মত শুভ্রবর্ণ মুক্তামালার দ্বারা অত্যন্ত লোভ জন্মাইয়া আশা প্রদান করিয়া আমার কাম বর্দ্ধিত করিয়াছ।

সরস্বতীকণ্ঠাভরণে লিখিত আছে;—

অত্র পুণ্ডরীকস্য মহাশ্বেতায়াং প্রাগসংগতায়াং সমুৎপন্নঃ সংকল্পরমণীয়োঽভিলাষস্তদনাপ্তাবুক্তপ্রকারেণ প্রকৃষ্যমাণ 'ত্বয়া মানসজন্মা দূরং নীত' ইত্যুত্তর-কামাবস্থয়া প্রকাশ্যতে'।

এই শ্লোকটি কামলেখরূপে পুণ্ডরীকদ্বারা তরলিকার হস্তে প্রদত্ত হয়। ইহাতে মহাশ্বেতার সহিত মিলনের পূর্ব্বে পুণ্ডরীকের হৃদয়ে তাহার বিষয়ে সংকল্প ও তৎপর ঐ সঙ্কল্পজনিত রমণীয় অভিলাষ উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু তাহাকে না পাওয়ায় উহা বর্দ্ধিত হইয়াছিল, ইহাই পত্রলিখিত পরবর্তী কামাবস্থার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।

অতিপ্রাচীন আলঙ্কারিকগণের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্বানুরাগ শব্দটী তাঁহাদের গ্রন্থে ব্যবহার করিয়াছেন, ভোজরাজ তাঁহাদের অন্যতম।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তাঁহার পূর্ব্বে রুদ্রভট্ট (সম্ভবতঃ খৃঃ নবম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে) তদীয় শৃঙ্গারতিলক গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পূর্ব্বানুরাগ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যথা,—

বিপ্রলম্ভাভিধানোঽয়ং শৃঙ্গারঃ স্যাচ্চতুর্বিধঃ।
পূর্ব্বানুরাগো মানাখ্যঃ প্রবাসঃ করুণাত্মকঃ॥ ২। ১

অর্থাৎ বিপ্রলম্ভশৃঙ্গার চারিপ্রকার, যথা পূর্ব্বানুরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ। পূর্ব্বানুরাগের লক্ষণ উক্ত গ্রন্থে এইরূপ আছে

দম্পত্যোর্দর্শনাদেব সমুৎপন্নানুরাগয়োঃ।
জ্ঞেয়ঃ পূর্ব্বানুরাগোঽয়মপ্রাপ্তৌ চ দশা যথা॥ ২। ২

অর্থাৎ নায়ক-নায়িকা পরস্পর পরস্পরকে দর্শন মাত্রই যখন অনুরক্ত হইয়া থাকেন কিন্তু কেহ কাহাকেও প্রাপ্ত হয়েন না, তখন যে চিত্তের অবস্থা হয় তাহাকে পূর্ব্বানুরাগ দশা কহে।

রুদ্রটকৃত কাব্যালঙ্কারে বিপ্রলম্ভ চারিপ্রকার লিখিত আছে,— (১) প্রথমানুরাগ (২) মান (৩) প্রবাস (৪) করুণবিপ্রলম্ভ (১৫। ১)।

রুদ্রট বোধহয় রুদ্রভট্টের সমসাময়িক অথবা কিছু পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারেন।

১২—১৩ খৃষ্টাব্দীয় পীযূষবর্ষ-জয়দেব-কবিকৃত চন্দ্রালোকের 'রমা' নামে ব্যাখ্যায় উক্ত আছে—

পূর্ব্বানুরাগ-মানাত্ম-প্রবাস-করুণাত্মকঃ।
বিপ্রলম্ভশ্চতুর্ধা স্যাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বো হ্যয়ং গুরুঃ॥
অয়মেবাভিলাষ-বিরহের্ষ্যাপ্রবাসশাপহেতুক ইতি গীয়তে॥

এই শ্লোকটী বাগভটঅলঙ্কারেও পাওয়া যায়। যাহা হোক, অতিপ্রাচীনকাল হইতেই কবি ও সহৃদয় আলঙ্কারিকগণ পূর্ব্বরাগের লক্ষণ ও বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীপাদ বিদ্যাপতি,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

চণ্ডীদাসপ্রভৃতি মহাজনদ্বারা ও শ্রীচৈতন্যদেবের চরণানুচর গোস্বামিগণ উহা শ্রীরাধামাধববিষয়ক অপ্রাকৃত রসে পর্য্যবসিত করিয়া কাব্যকলার ও সহৃদয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে রস পারমার্থিক সত্তা লাভ করিয়াছে ও শ্রুতিপ্রতিপাদিত 'রসো বৈ সঃ' এই বাক্যের যথার্থ সার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে। তাঁহাদের গ্রন্থেই পূর্ব্বরাগের বিপুল বিশাল তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়াছে।

সকল রসেরই স্থায়ী ভাব আছে। বিস্ময় অদ্ভুত রসের স্থায়ী ভাব হইলেও সকল রসেরই সামান্যভাবে সারবস্তু। সাহিত্যদর্পণে ধর্ম্মদত্তের বচন উদ্ধৃত আছে। যথা—

রসে সারশ্চমৎকারঃ সর্ব্বত্রাপ্যনুভূয়তে।
তচ্চমৎকারসারত্বে সর্ব্বত্র্যাপ্যদ্ভুতো রসঃ।
তস্মাদদ্ভুতমেবাহ কৃতী নারায়ণো রসম্॥

অর্থাৎ রসে সারবস্তু বা স্থিরাংশ চমৎকার, উহা চিত্তবিস্তাররূপ বিস্ময়। এই বিস্ময় শৃঙ্গারাদি সকল রসে অনুভূত হয়। চমৎকারই স্থায়িভাবরূপে অনুভূত হয় বলিয়া সকল রসই অদ্ভুত। সেই জন্য নারায়ণ নামে আলংকারিক বলেন রস অদ্ভুত। বস্তুত রতিপ্রভৃতি স্থায়িভাবসকল অনুভূত হইলে যথাযোগ্য শৃঙ্গারপ্রভৃতি রসরূপে কথিত হয়; কিন্তু সেই সকল অংশ অনুভূত না হইলে রস অদ্ভুত বলিয়াই প্রতীত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, চমৎকার বা চিত্তের স্ফারতাই রসের প্রাণ। সৎকবি স্বয়ং ভাবলোকে যে বিস্ময় অনুভব করেন তাহাই তদীয় কাব্যে মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সহৃদয়হৃদয়ে বিপুল বিস্ময় জাগাইয়া থাকে। কোন একটি আশ্চর্য্যজনক ঘটনা দর্শনে বা শ্রবণে যেমন হৃদয়ে স্বভাবতঃই বিস্ময় জাগে, সেইরূপ সুনিপুণ কবি বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ও মানবজীবনে যে বিস্ময় অনুভব করেন তাহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রতিভাশক্তিবলে বর্ণন করেন। সেই বর্ণনার কৌশলে দৃষ্টবস্তুও অদৃষ্টপূর্ব্বের মত মনে হয়। মধুমাসে তরুরাজি যেমন নব পত্রপুষ্পে শোভিত হয় তদ্রূপ কাব্যে কবির রসময় লিপিচাতুর্য্যে পুরাতন বস্তুও নব-নব রূপে সহৃদয় শ্রোতা বা দ্রষ্টার নিকট প্রতীত হয়। সেই ক্ষণে ক্ষণে নব নব অনুভূতিদ্বারা চিত্তে বিস্ময় জাগে ও সৎ-সামাজিকের মানস-নয়নে রমণীয়তার স্বরূপ প্রকটিত হয়। সাধারণ মানুষের নিকট যে বিশ্বপ্রকৃতি মূক, কবিদৃষ্টিতে তাহাই মুখর। তরু লতা গিরি নদী নির্ঝর সকলই মহাপ্রাণে অনুপ্রাণিত। তাহারা কবির নিকট স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করে। অতিসুকুমারী প্রকৃতি কবির নিকট তাহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে ও তাঁহার সুখদুঃখে সুখদুঃখ প্রকাশ করে। সেইজন্য কবি যে প্রাণের স্পন্দন জীব ও জড়জগতের মধ্যে অনুভব করেন তাহাই তাহার কাব্যের প্রাণরূপে রসপরিবেশনের সময়ে ছন্দোবদ্ধ হইয়া প্রকাশ পায়। তৃণের শিহরণে নদীর দ্রুত-গতিতে, নির্ঝরের শব্দে, পর্ব্বতের ধ্যানগম্ভীর সৌম্যমূর্ত্তিতে যে বিস্ময় সৃষ্টি হইয়া কবিকে আকুল করে ও রসাস্বাদে উন্মত্ত করে তাহা কেবল তাঁহারই বেদ্য। সেইজন্য কাব্যের বীজস্থানীয়রূপে কবিই যে মূল রসবোদ্ধা তাহা ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রে বলিয়াছেন ও শ্রীপাদ অভিনবগুপ্তাচার্য্যও কবিকে সহৃদয়তুল্যই বলিয়াছেন। কারণ, তিনি যদি প্রথমে রসবোধ না করিয়া থাকেন তবে তাঁহার কাব্য কি প্রকারে রসসৃষ্টি করিবে? কবির অনুভূত রসই সহৃদয় শ্রোতা বা দ্রষ্টার আস্বাদ্য হয়। এই অভিপ্রায়েই আনন্দবর্দ্ধনাচার্য্য বলেন, 'শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে সর্ব্বং রসময়ং জগৎ' অর্থাৎ কবি যদি শৃঙ্গারপ্রভৃতি রসের যথাযথ বোদ্ধা হন তবে নিখিল বিশ্বই রসময় হইয়া উঠে। কবির আস্বাদিত রসই ভাবপ্রচুর ভাষায় রূপায়িত হইয়া চমৎকারের সৃষ্টি করে।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কাব্যপ্রকাশের উদ্দ্যোতটীকায় মহামতি নাগেশভট্ট এই মর্ম্মেই বলেন, 'রসাদিবিশেষবাসনারূপা প্রতিভৈব কাব্যত্বেন পরিণমতে। অতএব 'শোকঃ শ্লোকত্বমাগত' ইতি রামায়ণ উক্তমিতি বোধ্যম'—(১)। কবির হৃদয়ে সংস্কাররূপে যে রসাদিবিশেষের প্রতিভা বিদ্যমান থাকে তাহাই কাব্যরূপে পরিণত হয়। এইজন্য রামায়ণে মহাকবি বাল্মীকি বলিয়াছেন যে, ক্রৌঞ্চযুগলের বিরহবেদনা হইতে তাঁহার মনে যে শোক অনুভূত হইয়াছিল তাহাই শ্লোকরূপে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীপাদ কবিকর্ণপূর গোস্বামী অলঙ্কারকৌস্তুভে রসের স্বরূপ নিরূপণ-প্রসঙ্গে বলেন,

বহিরন্তঃকরণয়োর্ব্যাপারান্তররোধকম্।
স্বকারণাদিসংশ্লেষি চমৎকারি সুখং রসঃ॥

যাহা বাহ্য ও আন্তর ইন্দ্রিয়গণের রসাস্বাদের অনুপযোগী পদার্থবিষয়ক জ্ঞানকে অবরুদ্ধ করে অর্থাৎ যাহা অন্য বেদ্যবস্তুস্পর্শশূন্য ও যাহা রস-সাক্ষাৎকারের কারণীভূত বিভাবাদিসম্মিলিত চিত্তের স্ফারতারূপ সুখ তাহাই রসশব্দে অভিহিত হয়। সাহিত্যের স্বরূপনিরূপণ-প্রসঙ্গে বক্রোক্তিজীবিতকারও সেই কথাই বলিয়াছেন। যথা—

সাহিত্যমনয়োঃ শোভাশালিতাং প্রতি কাপ্যসৌ।
অন্যূনানতিরিক্তত্বমনোহারিণ্যবস্থিতিঃ॥
সহিতয়োর্ভাবঃ সাহিত্যম্। ১।১৭

অনয়োঃ শব্দার্থয়োর্যা কাপ্যলৌকিকী চেতনচমৎকারকারিতায়াঃ কারণম্ অবস্থিতিঃ বিচিত্রৈব বিন্যাসভঙ্গী' ইত্যাদি।

সহিতের ভাব সাহিত্য। চিত্তচমৎকারিতার কারণরূপে শব্দ ও অর্থের যে এক অলৌকিকী অবস্থিতি বা বিচিত্র বিন্যাসভঙ্গী তাহাই সাহিত্য। তাৎপর্য্য এই যে, শব্দ ও অর্থের সুন্দর সুসমঞ্জসভাবে যে বিন্যাস-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কৌশল, যাহাতে সহৃদয়হৃদয়ে বিস্ময় ও আনন্দের সৃষ্টি হয় তাহাই সাহিত্য। বিস্ময়-উদ্দীপন যে সাহিত্যে একটী প্রধান অঙ্গ তাহা কাশ্মীরদেশীয় আলংকারিক রাজানক কুন্তক স্পষ্টই প্রতিপাদন করিয়াছেন। কেবল যে রসের সার বিস্ময় তাহা নহে, রসস্বরূপ ও রসিকশেখর ভগবানেরও রসাস্বাদের কামনার মূলে আছে বিস্ময়। ললিতমাধব নাটকে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী এ বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,

'অপরিকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।
অয়মহমপি হন্ত প্রেক্ষ্য যং লুব্ধচেতাঃ
সরভসমুপভোক্তুং কাময়ে রাধিকেব। ৮। ৩২

মণিভিত্তিতে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ মনে করিয়াছিলেন—আমার সম্মুখবর্ত্তী মণিস্তম্ভে বিস্ময়জনক অদৃষ্টপূর্ব্ব এই মাধুর্য্যপ্রবাহ কি? এই রূপমাধুর্য্য দেখিয়া আমারও চিত্তে রাধিকার মত ইহাকে সাতিশয় উপভোগ করিতে কামনা জাগিতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও উক্ত আছে,

যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকং স্বযোগমায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগর্দ্ধেঃ পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্। ৩।২।১২

শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়ার শক্তি দেখাইবার জন্য নরলীলার যোগ্য যে রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই রূপ দেখিয়া তিনি স্বয়ং বিস্মিত হইয়াছিলেন। সৌন্দর্যাতিশয়ের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ ঐ মূর্তির অঙ্গ ভূষণেরও ভূষণ।

শ্রীপাদ কবিরাজগোস্বামী এই শ্লোকের সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন,

'রূপ দেখি আপনার কৃষ্ণের হয় চমৎকার
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।'

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কাব্যপ্রকাশের প্রদীপটীকায় ধ্বনিকারের মত উদ্ধৃত আছে,

'অতএব রসানুগুণার্থবিশেষনিবন্ধনমলঙ্কারবিরহেঽপি ছায়াতিশয়ং পুষ্ণাতি।' অর্থাৎ যে কাব্যে রসভাবাদির যথাযোগ্য অবস্থান দেখা যায় তাহাতে পরিস্ফুট বা স্পষ্ট অলঙ্কারের অপেক্ষা থাকে না। কারণ, রসই কবির রচনাকে কাব্যশব্দের যোগ্য করে। এখানে ছায়া শব্দের অর্থ যে চমৎকার তাহা উদ্দ্যোত টীকায় মহামতি নাগেশভট্ট প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু যে কাব্যে রস নাই ও স্পষ্ট অলঙ্কারও নাই তাহা কাব্যশব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে। কিন্তু নীরস অথচ অস্ফুট বা অল্প অলঙ্কারও যাহাতে আছে তাহা কাব্যশব্দে অভিহিত হয়। কারণ, রস ও অলঙ্কার উভয়ই চমৎকারের হেতু।

'যতো রসাদিরলঙ্কারশ্চ দ্বয়ং চমৎকারহেতুঃ (প্রদীপ)।

উদ্দ্যোতটীকায় আছে 'চমৎকারনিদানস্যৈব কাব্যত্বাদিতি ভাবঃ'।

অর্থাৎ রস ও অলঙ্কার উভয়েই চমৎকারের হেতু বলিয়া তাহারা যাহাতে বিদ্যমান থাকে তাহা কাব্য। কাশ্মীরদেশীয় মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র তদীয় ঔচিত্যবিচারচর্চাতে বলেন যে, ঔচিত্যই কাব্যের প্রাণ। উহার সংজ্ঞা এইরূপ আছে,

উচিতং প্রাহুরাচার্য্যাঃ সদৃশং কিল যস্য যৎ।

উচিতস্য চ যো ভাবস্তদৌচিত্যং প্রচক্ষতে॥ (৭)

যাহা যে বস্তুর অনুরূপ তাহাকে উচিত বলিয়া আচার্য্যেরা অভিহিত করেন। উচিতের ভাবই ঔচিত্য। 'ঔচিত্যং রসসিদ্ধস্য স্থিরং কাব্যস্য জীবিতম্' (৫)। শৃঙ্গারাদি রসের দ্বারা প্রসিদ্ধ কাব্যের ঔচিত্যই অবিনশ্বর জীবনস্বরূপ। অর্থাৎ সেই ঔচিত্যভিন্ন প্রসাদপ্রভৃতি গুণ ও উপমাদি অলঙ্কার থাকিলেও কাব্য জীবনহীন। সেই ঔচিত্য কাব্যে চমৎকার বিধান করে বলিয়াই উহার প্রাণস্থানীয়। যথা,

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঔচিত্যস্ত চমৎকারকারিণশ্চারুচর্ব্বণে।
রসজীবিতভূতস্ত বিচারং কুরুতেঽধুনা॥ (৩)

সুন্দর ভাবে আস্বাদনের জন্য চমৎকারবিধায়ক ও রসের জীবন-স্বরূপ ঔচিত্যের বিচার করা হইতেছে। উচিত অর্থের দ্বারা প্রবন্ধের অর্থ প্রকাশ করিলে যে কাব্যের চমৎকারিতা হয় তাহা উল্লিখিত আছে। কবি তদীয় অমলিন প্রতিভাপ্রকর্ষদ্বারা যে উৎপ্রেক্ষা করেন ও সকল প্রবন্ধের অর্থ অমৃতবর্ষণে যাহাদ্বারা আপ্যায়িত হইয়া উঠে, সেই সমুচিত অর্থবিশেষদ্বারা মহাকাব্য পরম চমৎকারের সৃষ্টি করে।

মেঘদূতে অচেতন মেঘে চেতনা অধ্যারোপদ্বারা দৌত্যকর্ম্মে তাহার যোগ্যতা সম্পাদন করিবার জন্য মহাকবি কালিদাস সেই মেঘ যে প্রখ্যাত পুষ্কর ও আবর্ত্তকাদির বংশে জাত হইয়াছেন ও ইন্দ্রের যে তিনি অমাত্য—তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে সকল প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ও ইতিবৃত্তের যে সৌন্দর্য্য কবি সম্ভাবনা করিয়াছেন তাহার নিরতিশয় ঔচিত্য অভিব্যক্ত হইয়াছে। গৌরী-সম্ভোগবর্ণনপ্রসঙ্গে প্রবন্ধের একস্থানে প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনৌচিত্য ক্ষেমেন্দ্র ইঙ্গিত করিয়াছেন। কুমারসম্ভব কাব্যের অষ্টম সর্গে সপ্তাশীতি শ্লোকে উক্ত আছে যে, মহাদেব দেবীর উরুমূলস্থিত নখচিহ্ন-সকল দর্শনে আনন্দিত হইয়াছিলেন। লজ্জাহীন নীচ নারীর সমুচিত উরুমূলে নখচিহ্নদর্শন জগদ্গুরু ভগবানের সমীচীন নহে। ইহাদ্বারা প্রবন্ধার্থ পরম অনৌচিত্যকে পোষণ করিয়াছে।

হেমচন্দ্র তদীয় কাব্যানুশাসনে বলেন, ‘আস্বাদয়িতৃণাং হি যত্র চমৎকারাবিঘাতঃ তদেব রসসর্ব্বস্বম্’ (১২৪ পঃ)। অর্থাৎ যে কাব্যে সহৃদয় শ্রোতা বা আস্বাদক চমৎকারের প্রতিকূল কোন কিছু অনুভব করেন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

না তাহাই রসের সর্ব্বস্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। সেইজন্য উত্তম দেবতাগণের সংভোগবর্ণন অনুচিত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কারণ, তাহাতে শ্রোতার পিতার সম্ভোগবর্ণনে যেরূপ লজ্জার উদয় হয় তদ্রূপ চিত্ত সঙ্কুচিত হয়। এরূপস্থলে চমৎকারের অবকাশ না থাকায় এইরূপ বর্ণন অত্যন্ত অনুচিত বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে। তবে মহাকবি কলিদাস যে হরগৌরীর ঐ প্রকার বর্ণন করিয়াছেন তাহা দোষাবহ নহে। কারণ, প্রতিভাশক্তির দ্বারা সংভোগের গ্রাম্যত্ব দোষ তিরস্কৃত হইয়াছে। কবির বর্ণনচাতুর্য্যে শ্রোতার মন সংভোগে বিশ্রান্ত বা সমাহিত হয়, উহার পৌর্ব্বাপর্য্যপরামর্শে সমর্থ হয় না। শ্রীপাদ অভিনবগুপ্তাচার্য্য অভিনবভারতী টীকায় বলিয়াছেন যে, কালিদাসের বাণী ভগবানের কৃপায় পরম পবিত্রতালাভ করিয়াছে, সেই জন্য তিনি তাদৃশ বর্ণনে সমর্থ হইয়াছেন, সাধারণ কবিগণের পক্ষে ইহা দুঃসাধ্য।

বক্রোক্তিজীবিত গ্রন্থের প্রারম্ভে কুন্তক বলিয়াছেন যে, লোকোত্তর চমৎকার বা অসামান্য আনন্দবিধায়ক বিচিত্র ভাবসম্পত্তির জন্য তিনি এই অলঙ্কারশাস্ত্র প্রণয়ন করিতেছেন। উক্ত গ্রন্থের তৃতীয় উন্মেষে কবিকৌশলদ্বারা কি প্রকারে সহৃদয়হৃদয়ে অস্বাদনের বিচিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য উপজাত হয় তাহা লিপিবদ্ধ আছে, ইহাই বাক্যের বক্রতা। বাক্যের বা পরস্পর অন্বিত পদ সকলের বিন্যাস হইতে ভিন্ন বক্রতা অপূর্ব্ব চমৎকারিতা সৃষ্টি করে, ইহা চিত্রকরের চিত্রের মত। সেই জন্য উক্ত আছে—

মনোজ্ঞফলকোল্লেখবর্ণচ্ছায়াশ্রিয়ঃ পৃথক্।
চিত্রস্যেব মনোহারি কর্তুঃ কিমপি কৌশলম্॥ (৩।৪)

ইহার তাৎপর্য্য তদীয় ব্যাখ্যায় দৃষ্ট হয়—নিপুণ চিত্রকর যে চিত্র অঙ্কন করেন তাহাতে তদীয় কৌশল পরিদৃষ্ট হয়। উহা চিত্রফলক

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

(আলেখ্যের আধারভূতা ভিত্তি), তৈলরেখা, বর্ণ বা রঞ্জকদ্রব্য-বিশেষ ও কান্তিপ্রভৃতি সকল পদার্থের জীবনস্বরূপ অথচ ঐ সকল পদার্থ হইতে ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়। সেইপ্রকার শব্দ, অর্থ, গুণ ও অলঙ্কার হইতে পৃথক কিন্তু উহাদের উপজীব্যস্বরূপ কবিকৌশল বা সহৃদয়হৃদয়বেদ্য বক্রতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। কবির এই কৌশলই চমৎকারের সৃষ্টি করে। বৈদিক ঋষিগণ বিশ্বে বিশ্বেশ্বরের বিচিত্রশক্তি ও লীলা দেখিয়া অন্তরে বিস্ময় অনুভব করিয়াছিলেন। সেইজন্য ঋগ্বেদপ্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে উষার অপূর্ব্ব বর্ণনা করিয়াছেন ও এই বিচিত্র সৃষ্টি কোথা হইতে আবির্ভূত হইল তাহা কেহই জানেনা বলিয়া কবিজনোচিত অপূর্ব্ব বিস্ময় জ্ঞাপন করিয়াছেন।

ব্রহ্মস্বরূপ দর্শনে যে সাধকের হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া থাকে সে বিষয় উপনিষদ্ ও গীতা উল্লেখ করিয়াছেন—

আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ। কঠ ২। ৭

গীতায় আছে, 'আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্' আত্মাকে যিনি দর্শন করেন তিনি অপরলোকের নিকট আশ্চর্য্য পদার্থরূপে প্রতীত হন কিম্বা নিজেই আশ্চর্য্যান্বিত ও বিস্ময়াভিভূত হইয়া আত্মাকে দর্শন করেন। আত্মা নিত্য জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ও অলৌকিক। ঐন্দ্রজালিকের প্রদর্শিত ইন্দ্রজালের মতই যেন দেখিয়া অসম্ভাবনাদ্বারা অভিভূত হইয়া বিস্ময়ে আত্মাকে জীব দর্শন করে। যাহা নিত্য দৃষ্ট হয় না তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। তৈত্তিরীয়োপনিষদেও আছে, 'এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু (ভৃগুবল্লী—৫।৫৪) অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শনকারী সর্ব্বত্র সমব্রহ্মের বিষয় কীর্ত্তন করিয়া নিজের কৃতার্থতা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জ্ঞাপন করেন। কি প্রকারে করেন তাহা প্রকাশ করিতেছেন। 'হাবু' শব্দ সাতিশয় বিস্ময়সূচক 'অহো' অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুন্দরের সন্দর্শনে প্রেম ও বিস্ময়ে চিত্ত আপ্লুত হয় ও প্রেমের প্রেরণায় যাহা কিছু ভাবুক সৃষ্টি করেন তাহা অমর ও শাশ্বত। কারণ উহা তদীয় ভাব-ভাবিত মানসমাধুরীসম্পাতে আলোকিত। ইহাই প্রকৃত শিল্প ও কাব্য, চারুকলা ও সাহিত্যশব্দবাচ্য। সকল সুকুমার কলার মধ্যেই বিস্ময়বোধ দৃষ্ট হয়। কারণ, উহাই তাহার প্রাণ। সুন্দরের অনুভূতি দ্বারা যখন অধ্যাত্মলোক আলোকিত ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়, তখনই কবি বা চিত্রকর কিছু সৃষ্টি করিতে সমর্থ হ'ন। যে অমৃতস্বরূপ সুন্দরের রূপে রসে নিখিল বিশ্ব উদ্ভাসিত, তিনিই চারুকলার উৎস তিনি সৌন্দর্য্যসারসর্ব্বস্ব ও মধুর বলিয়াই বিশ্ব শোভাময় ও মধুর, পৃথিবীর ধূলিকণা ও বনস্পতি মধুর, দিনরাত্রি মধুর,দ্যুলোক ও ভূলোক মধুর, বায়ু ও সিন্ধু মাধুর্য্য ক্ষরণ করে।

ভগবানের অদ্ভুত বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া অর্জ্জুন যে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন তাহা গীতায় উক্ত আছে—'ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ'। সেইজন্য সাতিশয় চিন্তাশীল ও সূক্ষ্মদর্শী মহামতি শ্রীপাদ মধুসূদনসরস্বতী তদীয় টীকায় (১১।১৪) অদ্ভুত রসের অভিব্যক্তি হইয়াছে বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। এখানে অর্জ্জুনই আলম্বন বিভাব, তাঁহার বিস্ময় স্থায়িভাব, ভগবানদ্বারা বিশ্বরূপ দর্শন উদ্দীপন বিভাব, সাত্ত্বিক রোমাঞ্চ, নমস্কার, অঞ্জলিকরণপ্রভৃতি অনুভাব ও অনুভাবদ্বারা আক্ষিপ্ত ব্যভিচারী ভাব ধৃতি, মতি, হর্ষ, বিতর্কাদি—এই সকলের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া বাসনাবিশিষ্ট শ্রোতৃগণের পরমানন্দাস্বাদরূপে রস অদ্ভুত অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, ইহা সূচিত হইল।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বৎসল ও মধুর পূর্ব্বোক্ত এই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পঞ্চ রতিই আত্যন্তিক স্থায়িভাবরূপে উল্লিখিত আছে। কারণ, উহারা কখনও স্বীয় আধাররূপ ভক্তগণকে অতিক্রম করে না। যদি বলা যায় বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের জন্মকালে চতুর্ভুজরূপ ও কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন সময়ে ভগবানের অলৌকিক ঐশ্বর্য্যে বৎসল ও সখ্যভাব রাখিতে সমর্থ হন নাই। কারণ, তাঁহারা তখন ভগবানের স্তব করিয়াছিলেন; ইহাতেই তাঁহাদের সম্বন্ধশৈথিল্যকারী সম্ভ্রমের উদয় হইয়াছিল। ইহাতে দাস্যভাব স্পষ্টই অভিব্যক্ত হইয়াছে। একথা সত্য, কিন্তু তাঁহাদের রতি স্ব স্ব রূপ হইতে বিচ্যুত হয় নাই। কারণ দাস্য-রতিও মুখ্যা রতিরই অন্তর্গত। ভগবানের ঐশ্বর্য্য দর্শনে উহার উদয় হইয়াছে। বাৎসল্যে ও সখ্যে দাস্যভাব অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মুখ্যা রতি সকলের স্থায়িভাবত্বের হানি হইতেছে না। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুতে এ বিষয়ে একটী শ্লোক আছে,

কাপ্যব্যভিচরন্তী সা স্বাধারান্ স্বস্বরূপতঃ।
রতিরাত্যন্তিকস্থায়ী ভাবো ভক্তজনেঽখিলে।
স্যুরেতস্যা বিনাভাবাদ্ভাবাঃ সর্ব্বে নিরর্থকাঃ॥

(দক্ষিণ ৫। ৪৬)

অর্থাৎ শান্তাদি রতি স্বীয় আধার শান্তাদিভক্তগণকে অতিক্রম করিতে পারে না। যেহেতু সকল ভক্তগণে ঐ সকল রতিই আত্যন্তিক বা সর্ব্বকালে স্থায়ী ভাব, মুখ্যা রতি ভিন্ন হাস্যাদি সকল ভাবই নিরর্থক।

শ্রীপাদ অভিনবগুপ্তাচার্য্য বলেন, শান্তরসের স্থায়ী ভাবই ভাবের মধ্যে স্থায়িতম বা প্রধানতম ও শান্তরসই রসসম্রাট্। যথা,

'তত্ত্বজ্ঞানং তু সকলভাবান্তরভিত্তিস্থানীয়ং। সর্ব্বস্থায়িভ্যঃ স্থায়িতমং সর্ব্বা রত্যাদিকাশ্চিত্তবৃত্তীর্ব্যভিচারীভাবয়ন্নিসর্গত এব সিদ্ধস্থায়িভাবমিতি' ইত্যাদি (৬। ১০৩—অভিনব ভারতী)

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ শান্তরসের স্থায়ী ভাব তত্ত্বজ্ঞান বা শমই সকল স্থায়িভাব হইতে স্থায়িতম ও উহাদের ভিত্তিস্থানীয়। তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের সাধন অতএব মোক্ষে তত্ত্বজ্ঞানই স্থায়িভাব হওয়া যুক্তিযুক্ত। আত্মাই জ্ঞান, আনন্দাদি বিশুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট ও স্থির বস্তু। তত্ত্বজ্ঞানই রতিপ্রভৃতি অন্যসকল চিত্তবৃত্তিকে ব্যভিচারিভাবরূপতা প্রাপ্ত করাইয়া থাকে। কিন্তু উহা স্বভাবতঃ স্থিরসিদ্ধ স্থায়িতম। এইজন্য স্থায়ী ভাবসকলের মধ্যে উহার ভিন্ন গণনা করা হয় নাই। শান্তরসই অন্যান্য রসের উৎপত্তি ও বিলয়স্থান। ভরতমুনি এই অভিপ্রায়েই বলেন,

স্বং স্বং নিমিত্তমাসাদ্য শান্তাদ্ভাবঃ প্রবর্ত্ততে।
পুনর্নিমিত্তাপায়ে তু শান্ত এব প্রলীয়তে॥

(ভরতনাট্যশাস্ত্র—৬। ১০৮)

রতিপ্রভৃতি ভাবসকল নিজ নিজ কারণ বা বিভাবাদিদ্বারা হৃদয়ে উদিত হয় ও সেই কারণের নাশে শান্তরসেই বিলীন হয়। সেইজন্য হেমাদ্রিকৃত কৈবল্যদীপিকাটীকায় আছে, 'অত এবাভিনবগুপ্ত-পাদৈর্মহতা সম্ভ্রমেণ প্রতিষ্ঠাপিতং মহাভারতাদৌ চাস্যৈব সাম্রাজ্যম্'। (৩০২ পৃঃ মুক্তাফলটীকা) অর্থাৎ, অতএব অভিনব গুপ্তাচার্য্য মহাগৌরব সহকারে মহাভারতপ্রভৃতি গ্রন্থে শান্তরসের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ধ্বন্যালোকের চতুর্থ উদ্দ্যোতের টীকাতেও শ্রীপাদ অভিনবগুপ্ত বলেন, 'তেন তেন প্রকারেণাত্র লোকতন্ত্রে বিরাগো জায়তে ইত্যন্তেন তত্ত্বজ্ঞানোত্থং নির্ব্বেদং শান্তরসস্থায়িনং সূচয়তা তস্যৈব সর্ব্বেতরাসারত্ব-প্রতিপাদনেন প্রাধান্যমুক্তম্'। (১৬ পৃঃ) অর্থাৎ, যে যে প্রকারে লৌকিক জগতে নিখিল বস্তু অর্জ্জন, রক্ষণ ও ক্ষয়াদিদ্বারা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

তুচ্ছ এবং ইন্দ্রজালের মত বিপরীত হইয়া যায়, সেই সেই প্রকারে লৌকিক কর্ম্মে মানবের বিরাগ উপজাত হয়,—এই বাক্যে তত্ত্বজ্ঞান হইতে উত্থিত নির্ব্বেদই শান্তরসের স্থায়িভাব সূচিত হইয়াছে। অন্য সকল বস্তুর অসারতা প্রতিপাদনদ্বারা শান্তরসেরই প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে।

'তস্য প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ' (৩। ১—যোগদর্শন) ও 'তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ' (৪। ২৭) এই দু'টী যোগসূত্রও শান্তরসের অস্তিত্ববিষয়ে প্রমাণ। নিরোধ সংস্কার বা চিত্ত বহির্বিষয় হইতে নিরুদ্ধ হইলে যোগীর চিত্ত প্রশান্ত হয়। সংস্কার বলে সেইরূপ প্রবাহ বা একতানতাই প্রশান্তবাহিতা। পুরুষ যে চিত্ত হইতে ভিন্ন এইরূপ বোধ যোগীর হইলেও অর্থাৎ তাঁহার বিবেকজ্ঞান উদিত হইলেও চিত্তের অন্তরালে পূর্ব্বসংস্কার হইতে 'আমি' 'আমার' ইত্যাকার অবিদ্যার সংস্কার উঠে। ইহা হইতে বুঝা যায়—যোগীর বহুবিধ যমনিয়মাদিচেষ্টা ও ব্রহ্মবাদী জনকাদির মত প্রশান্ত নরপতিগণের রাজ্যভারবহন ও বিবাহ সম্ভব হয়। এইরূপ অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের বিদ্যমানতাহেতু শান্তরসের সত্তা অনুমিত হইতেছে।

শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামিকৃত শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতের উত্তরখণ্ডে তপোলোকে ও মুক্তিপদে শান্তরস সুব্যক্ত। শান্তরসে ও শান্তভক্তিরসে বোধহয় কিছু ভেদ আছে।

প্রায়ঃ স্বসুখজাতীয়সুখং স্যাদত্র যোগিনাম্।
কিন্ত্বাত্মসৌখ্যমঘনং ঘনন্ত্বীশময়ং সুখম্॥

(ভক্তিরসামৃত—পশ্চিম ১। ৫)

অর্থাৎ এই শান্তভক্তিরসে যোগিগণের স্বসুখ বা নির্ব্বিশেষ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ব্রহ্মানন্দতুল্য সুখ অনুভব হয়। প্রায় বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরের গুণসকলের স্ফূর্ত্তি হয়। আত্মারাম মুনিগণও ভগবানকে ভজনা করেন, এমনই ভগবানের গুণ, এই ভাগবতীয় শ্লোক এ বিষয়ে প্রমাণ। আত্মসুখ তাদৃশ নিবিড় নহে, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভগবানের স্ফূর্ত্তিজনিত প্রচুর সুখ হইতে অল্প। শান্ত-ভক্তিরসে মাত্র স্বরূপানুভূতি। 'শান্তরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা'। প্রভু, সখা, পুত্র কিম্বা কান্ত ভিন্ন কেবল আত্মরূপে মমত্বহীন অনুভবই শান্তভক্তিরস। সনক সনাতনপ্রভৃতি শান্তভক্তিরসের আস্বাদক। ভগবানের রূপ, গুণ, লীলাদিসম্বন্ধে তাঁহাদের লক্ষ্য নাই—কেবল অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপের অনুধ্যান ও অনুসন্ধান।

যদিও সরস্বতীকণ্ঠাভরণে অন্যান্য প্রাচীন রসশাস্ত্রকারগণের মতানুসারে অষ্টপ্রকার রসই ভোজরাজ স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু শৃঙ্গারপ্রকাশ নামক তাঁহার গ্রন্থে তিনি একমাত্র শৃঙ্গাররসই প্রতিপাদন করিয়াছেন। সেইজন্য পরবর্ত্তীকালে বিদ্যাধর একাবলীগ্রন্থে (৯৮পৃঃ) বলেন, 'রাজা তু শৃঙ্গারমেকমেব শৃঙ্গারপ্রকাশে রসমুররীচকার'। ইহার মল্লিনাথকৃত তরলটীকায় আছে, 'ভোজরাজমতমাহ—রাজা ত্বিতি'। মন্দারমরন্দ চম্পূতে আছে,

'অথ ভোজনৃপাদীনাং মতমত্র প্রকাশ্যতে।
রসো বৈ স ইতি শ্রুত্যা রস একঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
অতো রসঃ স্যাচ্ছৃঙ্গার এক এবেতরে তু ন।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যভেদেন স চতুর্ব্বিধঃ॥

অনন্তর ভোজরাজাদি রাজগণের অভিমত এখানে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রুতিতে ভগবান রসস্বরূপ বলিয়া এক রস কথিত হইয়াছে। অতএব সেই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রস একমাত্র শৃঙ্গার, অন্য রস নাই। সেই শৃঙ্গার রসই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নামভেদে চারি প্রকার।

এইরূপ মহাকবি ভবভূতি উত্তররামচরিতে করুণ-বিপ্রলম্ভই প্রধান-রূপে স্থাপন করিয়াছেন। আবার মহাবীরচরিতে বীর রসের প্রাধান্য। ইহাদ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, কবি ও আলঙ্কারিকগণ যখন যে রসে তাঁহাদের চিত্ত আপ্লুত হয় তখন সেই রসই অনুভব করেন কিন্তু অন্যরসের অস্তিত্ববিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান থাকে না—ইহা রসে তন্ময়তাই সূচনা করে। কবি কহ্লনপ্রণীত রাজতরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গে উক্ত আছে যে, মানবের ক্ষণভঙ্গুর কার্য্যের আলোচনা করিলে প্রতীত হইবে যে, এই গ্রন্থে শান্তরসের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছে। অসংখ্য নৃপতিগণের রাজ্যের উত্থান-পতনে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এই পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী নয়—ইহাতে চিত্তে বৈরাগ্য জাগরিত হওয়া স্বাভাবিক। যাহাহোক, কোন কাব্য শ্রবণ করিয়া আমরা যে উহার মাধুর্য্য আস্বাদন করি তাহা রসেরই—শব্দ বা অর্থের নহে। কারণ মাধুর্য্য রসেরই গুণ। সেই জন্য ধ্বন্যালোকগ্রন্থের লোচনটীকায় এইরূপ আছে,

'বস্তুতো মাধুর্য্যং নাম শৃঙ্গারাদে রসস্যৈব গুণঃ। তন্মধুরাভিব্যঞ্জকয়োঃ শব্দার্থয়োরুপচরিতম্। মধুরশৃঙ্গাররসাভিব্যক্তিসমর্থতা শব্দার্থয়োর্মাধুর্য্যমিতি হি লক্ষণম্।'

তাৎপর্য্য এই যে, বস্তুত মাধুর্য্য শৃঙ্গারাদি রসেরই গুণ। মাধুর্য্যের অভিব্যঞ্জক শব্দে ও অর্থে ঐ গুণের উপচার স্বীকৃত হয়। শব্দ ও অর্থের যে মধুর শৃঙ্গাররসের অভিব্যক্তিবিষয়ে সামর্থ্য তাহাই মাধুর্য্য। ইহাই মাধুর্য্যের লক্ষণ।

ধ্বনিকারের মতে করুণ রসেই মাধুর্য্য পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শৃঙ্গারে বিপ্রলম্ভাখ্যে করুণে চ প্রকর্ষবৎ।
মাধুর্য্যমার্দ্রতাং যাতি যতস্তত্রাধিকংমনঃ ॥ ২।৯

লোচনটীকায় লিখিত আছে,

'সম্ভোগশৃঙ্গারান্মধুরতরো বিপ্রলম্ভঃ ততোঽপি মধুরতমঃ করুণ ইতি।'

সম্ভোগ শৃঙ্গার হইতেও বিপ্রলম্ভ মধুরতর, তাহা হইতেও করুণ রস মধুরতম। মিলনে, বিরহে ও করুণরসে উত্তরোত্তর তরতমযোগে মাধুর্য্যের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সহৃদয় ব্যক্তির যে চিত্ত স্বাভাবিক অবস্থার করুণরসে আবিষ্ট থাকেনা ও কাঠিন্য, ক্রোধ, বিস্ময়াদিদ্বারা অনুরঞ্জিত হয়, তাহাই করুণরসের মাধুর্য্যে সর্ব্বপ্রকারে দ্রবীভূত হইয়া থাকে। যেহেতু উক্ত করুণরসেই মন ক্রমানুসারে অধিক আবিষ্ট হয়।

প্রিয়জনের অভাবজ্ঞানই বিরহ। প্রিয়জনের সহিত যখন মিলন হয় তখন তাহাকে নয়নের দ্বারা দেখি, শ্রবণের দ্বারা তাহার মধুর বাণী আস্বাদন করি, নাসার দ্বারা তাহার গন্ধ লাভ করি। এইজন্য সে সময় নয়ন, শ্রবণ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়প্রভৃতির আনন্দ-উৎসব উপস্থিত হয়। কিন্তু করণাধিপ মনের সাহায্য ব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়ই কর্ম্মক্ষম হয় না। মন এই সকল ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে অবস্থানপূর্ব্বক সেই উৎসব সম্পন্ন করে। সেই জন্য এ সময় মনের গৌণ উৎসব, ইন্দ্রিয়ের মুখ্য উৎসব। কিন্তু যখন সেই প্রিয় ব্যক্তি নয়নের অন্তরালে গমন করেন তখন আর নয়ন তাহাকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দেখিতে, শ্রবণ তাহার কথা শুনিতে, অঙ্গ তাহার স্পর্শ ও নাসা তাহার সুরভি লাভ করিতে পায় না। তাহারা বাহিরে সেই হৃদয়বল্লভকে লাভ করিতে না পারিয়া অন্তরে তাহারই অনুসন্ধান করে। সে অবস্থায় মনেরই মুখ্য উৎসব। মনেই দেখে, শুনে, গন্ধ পায় ও স্পর্শ অনুভব করে। ইহাই মানস-সাক্ষাৎকার বা মানস-মহোৎসব। জগতে যেমন একজনের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উৎসবের সময় অন্তজন সাহায্য বিধান করিলে সেই ব্যক্তির যখন উৎসব উপস্থিত হয় তখন পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি স্বভাবতঃ আনুকুল্য বিধান করে, তদ্রূপ মিলনে মনই ইন্দ্রিয়বর্গকে আনন্দ-আস্বাদনে সহায়তা করিয়া থাকে। সেইজন্য মিলন-মহোৎসব সম্ভব হয়। বিরহে মনের উৎসব, সেই সময় বাহ্যেন্দ্রিয় সকল মনের সহায় হয়। তখন মনের চাঞ্চল্য থাকে না ও তাহা প্রিয়তম জনে লীন হইয়া থাকে। বিরহ বলিতে নয়নেন্দ্রিয়প্রভৃতির বিরহ বুঝায়। কিন্তু যিনি অন্তরের অন্তরতম ও প্রিয়তম তাঁহার সহিত সর্ব্বাংশে বিরহ কখনও হইতে পারে না। সেইজন্য শ্রীভাগবতে উক্ত আছে—

গত্যা ললিতয়োদারহাসলীলাবলোকনৈঃ।
মাধ্ব্যা গিরা হৃতধিয়ঃ কথং তদ্বিস্মরামহে। (১০।৪৭।৪৬) ইত্যাদি॥

মাথুর বিরহপ্রসঙ্গে শ্রীগোপীগণ বলিলেন, হে উদ্ধব, শ্রীকৃষ্ণের মনোহর গতি, উদার হাস্য, লীলাভঙ্গিপূর্ণ প্রীতিমাখা চাহনি ও মধুর বচনে আমাদের বুদ্ধি হৃত হইয়াছে; ইহাতে আমরা কি প্রকারে তাঁহাকে বিস্মৃত হইব।

মিলনের সময় যে সকল স্থানে প্রিয়তমের সহিত লীলা-বিলাস হইয়া থাকে, সেই সকল স্থানই প্রিয়বিরহে তাঁহার স্মৃতি উদ্দীপিত করিয়া ভীষণ সন্তাপক হয়। যে চন্দ্রের শীতল জ্যোৎস্না নিখিল বিশ্বকে সন্তর্পিত করে তাহাই প্রিয়বিরহিণীর নিকট অনলোদ্গারসদৃশ প্রতিভাত হয়।

যে সকল স্থানে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা গোপীগণ সহ লীলারস আস্বাদন করিতেন, সেই সকল স্থানই তাঁহার বিরহে মহাশূন্যতায় পর্য্যবসিত হয়। সেইজন্য উক্ত আছে—

সরিচ্ছৈলবনোদ্দেশগাবো বেণুরবা ইমে।
সঙ্কর্ষণসহায়েন কৃষ্ণেনাচরিতাঃ প্রভো।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পুনঃ পুনঃ স্মারয়ন্তি নন্দগোপসুতং বত।
শ্রীনিকেতৈস্তৎপদকৈর্বিস্মর্ত্তুং নৈব শক্নুমঃ।

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মৃত হইলে আর আমাদের দুঃখের কোন কারণ নাই, কিন্তু তাহার সম্ভাবনা নাই। এই যমুনা, গোবর্দ্ধন গিরি, নিকুঞ্জ বনপ্রভৃতি স্থানে বলদেবসহ কৃষ্ণ কত লীলা করিয়াছেন; তাহার পদ-চিহ্নভূষিত এই সকল স্থান তাঁহাকে বারংবার স্মরণ করাইয়া দিতেছে। যদি জলাহরণে গমন করি তাহা হইলে যমুনা, গৃহে থাকিলে দূর হইতে অত্যুচ্চ গোবর্দ্ধন, যদি বনে গমন করি তবে বনভূমি, এইরূপে জল, স্থল, বনদর্শনে কৃষ্ণস্মৃতি জাগিয়া থাকে। আজও যেন বেণুধ্বনি হইতেছে। এই সকল উক্তিদ্বারা মনে হয়, বিরহে প্রিয়তমের আস্বাদন যেরূপ গভীর ও নিবিড়রূপে ঘটিয়া থাকে মিলনে তাদৃশ হয় না। সেইজন্য শ্রীভাগবতে উক্ত আছে—

যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্ত্তে প্রিয়ো দৃশাম্।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া।
যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ত্ততে।
স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চিত্তং সন্নিকৃষ্টেঽক্ষিগোচরে॥" ১০।৪৭।৩১-৩২

অর্থাৎ শ্রীভগবান উদ্ধবদ্বারা বলিয়াছিলেন—হে ব্রজসুন্দরীগণ, আমি তোমাদের ধ্যান করিব বলিয়া তোমাদের প্রিয় হইয়াও তোমাদের নিকট হইতে দূরে রহিয়াছি, ইহাতে তোমাদের মনের সান্নিধ্য আমি লাভ করিব। দূরস্থ প্রিয়তমের প্রতি স্ত্রীগণের মন যেরূপ আবিষ্ট হইয়া থাকে, তিনি নিকটবর্ত্তী হইলে তদ্রূপ হয় না। ইহার কারণ এই যে, প্রিয়তমের মিলনে এক লীলাবিলাস করিতে করিতেই মন অন্য লীলারস-আস্বাদনে সঙ্কল্প করে, সেইজন্য প্রিয়-তমে মনটী নিবিড়ভাবে অভিনিবিষ্ট হইতে পায় না; কিন্তু প্রিয়জন

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

দূরস্থ হইলে তাঁহার কথাই সদা হৃদয়ে জাগে ও তাঁহাতেই চিত্ত সমাহিত হয়।

ধ্যানে স্ফূর্ত্তির মত তাঁহারই হসিত ও ভাসিত প্রকাশ পায়—নিখিল বিশ্ব তন্ময় হইয়া উঠে। শ্রীরাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলে অদূর প্রবাসকালে ব্রজসুন্দরীগণের চিত্ত এইরূপে শ্রীকৃষ্ণে আবিষ্ট হইয়াছিল। সেইজন্য রাসলীলায় উক্ত আছে—

গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু
প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্তয়ঃ।

অর্থাৎ প্রিয় কৃষ্ণের সুললিত গতি, হাস্য, প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি ও বাক্যে গোপীগণের চিত্ত পরমাবিষ্ট হইল। মহানুভবগণ সেইজন্য বলেন—

সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥

অর্থাৎ মিলন ও বিরহের মধ্যে প্রিয়ার বিরহই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু মিলন নহে। কারণ, মিলনে তিনিই একা, বিরহে ত্রিভুবনই তন্ময় হইয়া থাকে।

মিলনে যে নয়নদ্বারা প্রিয়জনের রূপামৃত আস্বাদন হয়, বিরহে সেই নয়নদ্বারাই প্রিয়তমের দূরদেশগমন দেখিতে হয়। যে শ্রবণদ্বারা মিলনে হৃদয়বল্লভের কথা শ্রবণ করা যায় সেই শ্রবণই তাঁহার দূরদেশগমনসংবাদ প্রাপ্ত হয়, যে অঙ্গদ্বারা প্রিয়জনকে নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করিয়াও বিরহ-ভয়ে কণ্ঠে হার অর্পিত হয় না, বিরহে সেই অঙ্গই তাহার স্পর্শলাভে বঞ্চিত হয়। এইরূপ যতই বিরহে বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিক্ষোভ ঘটিয়া থাকে ততই মনে আস্বাদন নিবিড় ও ঘনীভূত হয়। ইন্দ্রিয়গণ প্রিয়জনকে বাহিরে না পাইয়া কূর্ম্মের (কচ্ছপের) অঙ্গসমূহের মতই সঙ্কুচিত হইয়া অন্তর্মুখী হয়। এইজন্য তন্ময়ভাব সহজেই উপজাত হয় ও সেই হৃদয়াকাশেই তাহার সঙ্গ নিবিড়ভাবে অনুভূত হয়। এই মর্ম্মেই রাসলীলায়

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

গোপীগণকে শ্রীভগবান বলিয়াছিলেন—শ্রবণে, দর্শনে, ধ্যানে ও কীর্ত্তনে আমার প্রতি যেরূপ অনুরাগ জন্মে, আমার নিকটে থাকিলে সেরূপ হয় না।

যখন অন্তর্ধানের পর শ্রীভগবান গোপীগণের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখনও বিরহে ধ্যানাতিশয্যের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছিলেন—

নাহন্তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্ ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।
যথাঽধনো লব্ধধনে বিনষ্টে তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ॥

অর্থাৎ হে সহচরীগণ, দীনজন কোন প্রকারে ধনলাভ করিয়া পুনর্ব্বার হারাইলে যেরূপ ধনচিন্তানিমগ্ন হইয়া অন্য কোন বিষয়ই সে জানিতে পারে না, সেইরূপ যাহাতে ভক্ত আমার নিরন্তর প্রগাঢ় ধ্যান করিতে সমর্থ হয় সেই নিমিত্ত আমার ভজন করিলেও আমি ভক্তকে অনুগ্রহ করি না। তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তের সর্ব্বদা প্রেমের প্রকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করিবার জন্য আমি অন্তর্হিত হইয়া থাকি।

মানুষ যেরূপ জীবিকাশূন্য হইলে প্রাণ ধারণে সমর্থ হয় না, সেইরূপ ভক্তের নিরন্তর তদীয় ভাবনাময় প্রেমরূপা বৃত্তি বা জীবিকা ভিন্ন শ্রীভগবানও অবস্থান করিতে সমর্থ হয়েন না। তাদৃশ প্রেমবৃত্তির বর্দ্ধনের ও আস্বাদনের জন্যই নিরুপাধি প্রেমেও বিরহ উপস্থিত হয়। এতাদৃশ অভীষ্টসিদ্ধি শ্রীভগবানের পক্ষে নিতান্ত ক্লেশসাধ্য ব্যাপার হইলেও ভক্তের তাদৃশ প্রেমরস আস্বাদনের তৃষ্ণায় ইহা তিনি কোন উপায়েই পরিহার করিতে পারেন না। এইরূপ গূঢ়ার্থই শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণির বিপ্রলম্ভ প্রকরণের টীকায় প্রকাশ করিয়াছেন। যদিও উৎকৃষ্ট আধারে প্রেম স্বতঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তথাপি ভক্ত ও ভগবান—উভয়েরই চিত্তে নিরন্তর মধুধারার মত অবিচ্ছিন্ন ধ্যানধারা বিশেষরূপে বর্দ্ধনের জন্য

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রেমই বিরহ উপস্থিত করে। বিরহের মধ্যে একটি প্রগাঢ় আস্বাদন ও মানস সম্ভোগ আছে, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। কবিগণ সেইজন্য কাব্যে প্রচুরতররূপে বিরহের বর্ণন করিয়াছেন ও বিশ্বে মহাকবিগণের কাব্যে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গাররসের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়।

প্রেমে সমকালে সুখ ও দুঃখ অনুভব হয় বলিয়াই উহা পরমপুরুষার্থ। ভোজ্যদ্রব্য আছে অথচ ক্ষুধা নাই বা ক্ষুধা আছে ভোজ্যদ্রব্য নাই এই উভয়ই দুঃখের। কিন্তু, ভোজ্যদ্রবের সহিত ক্ষুধা ও ক্ষুধার সহিত ভোজ্যদ্রব্যের স্থিতি যেরূপ সুখকর তদ্রূপ প্রেমে সুখ ও দুঃখ এই দুটী সমকালে অনুভূত হয় বলিয়াই উহার গৌরব। যদি কেবল দুঃখ বা সুখ ভোগ হইত তবে প্রেম পঞ্চমপুরুষার্থ হইত না। সাযুজ্য মোক্ষে কেবল সুখানুভব ও দুঃখের অভাব অসুখের মতই প্রতিভাত হয়। সুখ দুঃখের অত্যন্ত অভাবও পুরুষপ্রয়োজন নহে। শৈত্য ও তাপ এই দুটীর একত্র অবস্থিতিই সুখকর। যেমন শৈত্য তদ্রূপ শীতবস্ত্রাদির ব্যবস্থা থাকিলে শৈত্য সুখকর হয়। তদ্রূপ তাপসদ্ভাবে শৈত্যও ,সুখপ্রদ, কিন্তু এক একটীর অভাবে দুইটীই দুঃখপ্রদ। প্রেমে সুখ-দুঃখের সমকালে স্থিতি বলিয়াই প্রেম নিরতিশয় আনন্দপ্রদ। রতিপ্রভৃতি ভাবসকলে সংযোগ অবস্থাতেও উৎকণ্ঠানিমিত্ত ভাবী বিরহবোধ হইয়া থাকে, সেইজন্য সংযোগে তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না বলিয়া উহা সর্ব্বদা সুখময় হইয়া থাকে। বিরহে স্মরণ-স্ফুর্ত্তি-আবির্ভাব জনিত মানস, স্বাপ্ন ও সাক্ষাৎ সম্ভোগ অনুভূত হয় বলিয়া বিরহও সুখময়। অতএব প্রেমই পুরুষার্থশিরোমণি। তবে ভক্তিসিদ্ধান্তের ইহাই বৈশিষ্ট্য যে, প্রেমলাভে ভক্তের প্রবৃত্তি নিজসুখ হেতু নহে, কিন্তু ভগবানের সুখের নিমিত্তই হয়। অতএব বিরহে যে মানস সম্ভোগ হইয়া থাকে তাহা সুবিচারিত রসশাস্ত্রসিদ্ধান্ত॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রিয়তমের সহিত মিলনে যে লীলারস আস্বাদন হইয়াছিল বিরহে তাহারই স্মৃতিসাগরে মন মগ্ন হয় আবার ভাবী মিলনের কথাও সেই সঙ্গে মনে জাগে, এইরূপে দুই দিক দিয়া বিরহে যে অপূর্ব্ব মানস-সম্ভোগ উপজাত হয় তাহা অপলাপ করিবার উপায় নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে—

বাহে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে অমৃতময়
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত। (মধ্য লীলা ২পঃ)।

বিশেষতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে শেষের দ্বাদশ বৎসর মাথুরবিরহিণী শ্রীরাধার ভাবে সদা ভাবিত ছিলেন। ইহা হইতেও বিপ্রলম্ভরসের গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য অনুমিত হয়। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে এ বিষয়ে শ্রীভগবান স্বয়ং নারদকে বলিয়াছেন। যথা—

প্রাগ্ যদ্যপি প্রেমকৃতাৎ প্রিয়াণাং
বিচ্ছেদদাবানলবেগতোঽন্তঃ।
সন্তাপজাতেন দুরন্তশোকা-
বেশেন গাঢ়ং ভবতীব দুঃখম্॥
তথাপি সম্ভোগসুখাদপি স্তুতঃ
স কোঽপ্যনির্ব্বাচ্যতমো মনোরমঃ।
প্রমোদরাশিঃ পরিণামতো ধ্রুবং
তত্র স্ফুরেত্তদ্রসিকৈকবেদ্যঃ। ১।৭।১২৩, ২৪।

অর্থাৎ প্রিয়জনের বিরহরূপ দাবানলবেগে অন্তরে সন্তাপ সঞ্জাত হয় ও তাহা হইতে অসীম শোকদ্বারা চিত্ত অভিভূত হওয়ায় প্রথমে যেন সাতিশয় দুঃখ হয় (কারণ পরিণামে সুখই অনুভূত হয়)। তথাপি দুঃখের পরিপাক দশায় নিশ্চয়ই সম্ভোগসময়ে যে সুখ তাহা হইতেও অধিক, অতএব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্লাঘনীয়, মনোরম ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দরাশি চিত্তে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হয়—উহা কেবল রসিকগণেরই অনুভবগম্য।

শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামিকৃত টীকাতে ইহার মর্ম্মার্থ এইরূপ :—ব্রহ্মানন্দ অনির্ব্বাচ্য, ভজনানন্দ অনির্ব্বাচ্যতর, প্রেমানন্দ অনির্ব্বাচ্যতম, তাহার মধ্যেও বিরহার্ত্তিদ্বারা উৎপন্ন আনন্দ পরাকাষ্ঠাবিশেষ প্রাপ্তি দ্বারা পরম মহানির্ব্বাচ্যতম হয়।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ বিভাগের পঞ্চম লহরীতে উক্ত আছে,—

কৃষ্ণান্বয়াদ্ গুণাতীতপ্রৌঢ়ানন্দময়া অপি।
ভান্ত্যমী ত্রিগুণোৎপন্নসুখদুঃখময়া ইব। (৪২)

শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তিনিবন্ধন হর্ষাদি ও বিষাদাদি ভাবসমূহ অপ্রাকৃত, সুখময় ও দুঃখাতীত হইলেও ত্রিগুণোত্থ সুখ দুঃখের মত প্রতিভাত হয়। অতএব বিরহে হে দারুণ দুঃখের মধ্যে কিরূপ সুখ অনুভূত হয় তাহা ভক্তিরসিকগণই জানিতে সমর্থ।

বিরহে প্রেমের মহিয়সী শক্তি প্রকাশিত হয়। যেমন একটী হস্তী যখন অবাধগতিতে পথে চলে তখন তাহার যথাযথ শক্তির পরিচয় আমরা পাই না। কিন্তু যখন সে বিশাল বৃক্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া বন্ধনমুক্ত হইতে সচেষ্ট হয় ও তাহার ফলে সেই বনস্পতি সমূলে উন্মূলিত হয় তখন শক্তির পূর্ণ বিকাশ হয়। সেইরূপ বিরহদশায় ব্রজরামাগণের অনুরাগ বাহিরে সম্পূর্ণভাবে প্রকটিত হয়। নিরুপাধি প্রেমের মহিমা লোকলোচনের গোচর হয়।

শ্রীভগবান যেরূপ নিখিল বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাশ্রয়, তদীয় পরমা শক্তিও তদ্রূপই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আমি যৈছে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়।
রাধা প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধ ধর্ম্মময়। (চৈঃ চঃ আদি ৪)

দার্শনিক বিচারক্ষেত্রে দ্বৈত ও অদ্বৈত অত্যন্ত বিরোধী কিন্তু প্রেমে উহাদের বিরোধ নাই। কারণ, প্রেমে একই সময়ে দুই ও এক মিলিয়া আছে। 'আমি' না বিসর্জ্জন দিলেও প্রেম নাই আবার 'আমি' না বিদ্যমান থাকিলেও প্রেম নাই। ইহা যুক্তিদ্বারা উপলব্ধি না হইলেও স্বীয় অনুভূতিদ্বারা প্রমাণিত হয়। সেইজন্যই শ্রীপাদ গোস্বামী প্রভুগণ অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকার করিয়াছেন। প্রেমে বিরোধ নাই একথা সকলেই বুঝিতে পারেন, কিন্তু কিরূপে যে, যাহা বিরুদ্ধ তাহাই অবিরুদ্ধভাবে প্রেমে বিরাজিত হয় তাহা প্রকাশ করিবার কোন ভাষা নাই, অথচ প্রেম যে সকল বিরোধের অবসান-ভূমি তাহা পরম সত্য।

লীলায় তাদৃশ বিরুদ্ধ ধর্ম বিকশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-লাভে শ্রীরাধিকা যত সুখলাভ করেন, অনন্ত জগতে বা চিন্ময়ধামে কোন স্থানে কোন ভক্তই শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া সেইরূপ সুখ প্রাপ্ত হয়েন না। কারণ, শ্রীরাধিকার নিরুপাধি প্রেম অদ্বিতীয় ও অখণ্ড, সেইরূপ তাদৃশ প্রেম-আস্বাদনও অনুপম। পক্ষান্তরে, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধিকার হৃদয়সাগরে যে দুঃখের মহাউত্তাল তরঙ্গমালা উদ্বেলিত হয়, তাদৃশ কোন ভক্তের সম্বন্ধে সম্ভাবনা করা যাইতে পারে না। কারণ, তাঁহার প্রেম অসমোর্দ্ধ বলিয়া সেই প্রেম হইতে উত্থিত দুঃখও নিরুপম। এই নিগূঢ় রস-রহস্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তদীয় উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থে শিববাক্য উদ্ধৃত করিয়া অভিব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীরাধিকার অধিরূঢ় মহাভাবের বৈশিষ্ট্য দেখাইবার জন্য এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যথাঃ—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

লোকাতীতমজাণ্ডকোটিগমপি ত্রৈকালিকং যৎ সুখং
দুঃখঞ্চেতি পৃথগ্ যদি স্ফুটমুভে তে গচ্ছতঃ কূটতাম্।
নৈবাভাসতুলাং শিবে তদপি তৎকূটদ্বয়ং রাধিকা-
প্রেমোদ্যৎসুখদুঃখসিন্ধুভবয়োর্বিন্দেত বিন্দোরপি ॥

—স্থায়িভাবপ্রকরণ, ১২৪পৃঃ

অর্থাৎ শ্রীপার্ব্বতী কোন সময় শ্রীরাধাকার প্রেমাতিশয্যের বিক্রম-বিষয়ে শ্রীশিবের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উক্ত বাক্য বলিয়াছিলেন। হে শিবে, লোকাতীত অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের সুখ ও প্রসিদ্ধ মোক্ষসুখ ও বৈকুণ্ঠবাসী ভক্তগণের প্রেম-উৎকণ্ঠাজনিত দুঃখ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগত ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সুখ-দুঃখ যদি একস্থানে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রাশীকৃত হয়, তাহা হইলেও এই সুখদুঃখ শ্রীরাধিকার প্রেমসাগর হইতে উত্থিত সুখদুখঃ-বিন্দুর লেশাভাসসদৃশও হইবে না।

শ্রীরাধার এই দুঃখ মাথুরবিরহে পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। মোহনাখ্য মহাভাবের কয়েকটি অনুভাব উজ্জ্বলনীলমণিতে উল্লিখিত আছে। তাহার মধ্যে "তিরশ্চামপি রোদনম" অর্থাৎ তির্য্যক্ জাতির ক্রন্দন অন্যতম। ইহার উদাহরণ পদ্যাবলী হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—

"যাতে দ্বারবতীপুরং মধুরিপৌ তদ্বস্ত্রসংব্যানয়া
কালিন্দীতটকুঞ্জবঞ্জুল-লতামালম্ব্য সোৎকণ্ঠয়া।
উদ্গীতং গুরুবাষ্পগদ্গদগলত্তারস্বরং রাধয়া
যেনান্তর্জলচারিভির্জলচরৈরপ্যুৎকমুৎকূজিতম্ ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণ মথুরা হইতে দ্বারকা গমন করিলে তদীয় পরিত্যক্ত পীতাম্বর উত্তরীয়রূপে সর্ব্বাঙ্গে আবরণপূর্ব্বক শ্রীরাধা যমুনা-তীরবর্ত্তী কোন এক কুঞ্জের অশোকলতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাহার পর সাতিশয় বিরহ-উৎকণ্ঠাভরে বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া-

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ছিলেন। উহা শ্রবণ করিয়া মানুষের কথা দূরে থাক, জলের গভীর নিম্নদেশে সঞ্চরণশীল মৎস্য-মকরপ্রভৃতি জলচরগণও সমবেদনাজ্ঞাপন-চ্ছলে ক্রন্দন করিয়াছিল।

অহো, সেই বিরহ-গীতের এতাদৃশ শোকমোহজনকতা-শক্তি যে, জলচর প্রাণীও মহাশোকমগ্ন হইয়াছিল।

এই শ্লোকটি পদ্যাবলীতে অপরাজিত-নামে কোন কবি-প্রণীত বলিয়া উক্ত আছে।

পিটর পিটরসন-সম্পাদিত শ্রীবল্লভদেব-সংকলিত সুভাষিতাবলী হইতে জানা যায় যে, ভট্ট অপরাজিত খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি বাল-রামায়ণ-প্রণেতা রাজশেখরের সমসাময়িক।

ইহা যে অতীব প্রাচীন সে বিষয়ে সন্দেহক রিবার অবসর নাই। কারণ, ভরতমুনি-প্রণীত নাট্যশাস্ত্রের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অভিনব-ভারতী ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ অভিনবগুপ্তাচার্য্য এই শ্লোকটির প্রথম চরণ-মাত্র উল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন হেমচন্দ্রকৃত কাব্যানুশাসনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে কার্য্যহেতুক প্রবাসের উদাহরণ-স্বরূপে, রাজানক কুন্তককৃত বক্রোক্তি-জীবিত গ্রন্থের দ্বিতীয় উন্মেষে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটি উদ্ধৃত আছে।

যাহা হোক, এই শ্লোকে 'উদ্গীত' শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছে। উদ্গান বা বিরহের করুণ উচ্চ রোদনটী মনে হয় এইরূপ :—'অয়ি দীন-দয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ', 'অনাথবন্ধো,' 'করুণৈকসিন্ধো' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ-পূর্ব্বক ক্রন্দন। শ্রীপাদ রাধামোহন ঠাকুর তদীয় পদামৃত-সমুদ্রের সুদূর প্রবাস-প্রসঙ্গে অর্দ্ধবাহ্য দশায় প্রলাপের উদাহরণ-স্বরূপ কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে এইটী অন্যতম,—

অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥

সেখানে টীকায় উক্ত আছে :—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্লোকদ্বয়ে দূরাহ্বানসূচকবহুসম্বোধনপদবিন্যাসাৎ উচ্চৈঃস্বরেণ রোদনমবগম্যতে।'

'অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ' শ্লোকটি সাক্ষাৎ শ্রীরাধার উক্তি—তদ্‌ভাবভাবিত রসিকাগ্রণী শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শ্রীমুখে উহা স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। নিখিল দৈন্যসিন্ধু নির্ম্মন্থিত করিয়া এক রত্নবিশেষরূপে এই শ্লোকটি উঠিয়াছে। ইহার সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত আছে—

"এই বলি কহে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক।
সেই শ্লোক-চন্দ্র জগৎ করেছে আলোক।
ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়জ সার।
গন্ধ বাঢ়ে তৈছে এই শ্লোকের বিচার।
রত্নগণমধ্যে যৈছে কৌস্তুভমণি।
রসকাব্যমধ্যে তৈছে এই শ্লোক গণি।
এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা ঠাকুরাণী।
তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্রবাণী॥
কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন
ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠাজন॥ —মধ্যলীলা, চতুর্থ-পঃ

ইহাদ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী ও শ্রীরাধাভাবাঢ্য শ্রীগৌরসুন্দর ব্যতীত এই শ্লোকের নিগূঢ় রহস্য চতুর্থ জনের বেদ্য নহে। মহাগাম্ভীর্য্যের সাগরসদৃশ শ্রীরাধা-হৃদয়ে যখন বিরহ-বাড়বানল প্রজ্বলিত হয়, তখন যে জ্বালা-মালার তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়, ইহা তাহারই আভাস মাত্র। সাধারণ মানুষের বুদ্ধি ইহাতে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না। কেবল, শ্রীরাধিকা-কৃপায় শব্দের দ্বারা কিছুমাত্র অর্থবোধ করে। কিন্তু অপার অতলস্পর্শী রসগাম্ভীর্য্য স্বীয় মহিমায় অব্যাহতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে, উহা বিচলিত করিতে কাহারও শক্তি নাই।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলায় অষ্টম পরিচ্ছেদে এই শ্লোকের বিষয় উক্ত আছে। যথা—

'জগদ্‌গুরু মাধবেন্দ্র করি প্রেমদান,
এই শ্লোক পড়ি তিঁহো করিল অন্তর্দ্ধান।
এই শ্লোকে কৃষ্ণপ্রেম কৈল উপদেশ,
কৃষ্ণের বিরহে ভক্তের ভাব বিশেষ।
পৃথিবীতে রোপণ করি গেলা প্রেমাঙ্কুর,
সেই প্রেমাঙ্কুরের বৃক্ষ চৈতন্য ঠাকুর ॥'

ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিত্বও মোহন ভাবের একটী অনুভাব বা কার্য্য। শ্রীরাধার মোহন ভাব-দশার উদ্রেকে প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। সেই সময় শ্রীরাধার প্রেমজনিত নিঃশ্বাসের ধূম দিকে দিকে উদ্গীর্ণ হইতে থাকে ও অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্যাদিময় বিশ্ব-সংসারও বিশেষ ভাবে সন্তপ্ত হইয়া থাকে। এই প্রেমানল হইতে উত্থিত ধূমরাশি কখনও তদীয় শরীরমধ্য হইতে সম্পূর্ণ বহির্দ্দেশে আগমন করে না। মোহন ভাবের অন্তর্বর্ত্তী একাংশ প্রেমের কিঞ্চিৎ মাত্র ধূম শ্রীরাধার নাসাযুগল হইতে বহির্গত হয়। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠ রক্ষা করিবার জন্য যোগমায়া সেই ধূমচ্ছায়াকে শ্রীরাধার শরীরমধ্যেই স্তম্ভিত করেন। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আগত হইয়া ঔদাস্য প্রকাশ করিলে শ্রীরাধার অবস্থা শ্রীগোপাল-চম্পূতে সংক্ষেপে শ্রীপৌর্ণমাসী দেবীর উক্তি হইতে এইরূপ জানা যায়। যথা :—

শৃণু সংক্ষেপতঃ সম্প্রত্যৌদাস্যে তব কেশব।
যদা বাষ্পায়তে রাধা ধূমায়ন্তে তদা দিশঃ ॥ (৪৬)
আশ্রয়াশত্ববিখ্যাতির্ব্বহ্নেঃ সর্ব্বত্র লভ্যতে।
প্রেম্নশ্চ তব গোবিন্দ সা চেন্নিন্দামবাপ্স্যতি ॥ (৪৭)

উত্তর ৩১ পৃঃ

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ, পৌর্ণমাসী বলিলেন, হে কৃষ্ণ, তোমার উদাসীন ভাব দেখিয়া রাধিকা যখন বাষ্প উদ্বমন করেন, তখন দশ দিক ধূমাচ্ছন্ন হয়। অগ্নির আশ্রয়াশত্ব (অর্থাৎ নিজের কাষ্ঠাদিকে ভক্ষণ করা স্বভাব) প্রসিদ্ধ আছে। হে গোবিন্দ, তোমার প্রেমও যদি স্বীয় আধার (শ্রীরাধাকে) দগ্ধীভূত করে, তবে ইহা সবিশেষ নিন্দাজনক ব্যাপার হইবে।

সৌভাগ্যের চরম শিখরদেশে যিনি আরোহণ করেন, বিরহে তিনিই দীনতার অতল গভীর নিম্নতায় নিমগ্ন হন। এই দীনার একটী অলৌকিক ভাব-চিত্র শ্রীজীবগোস্বামিচরণ গোপাল-চম্পূতে কুরুক্ষেত্র-মিলনপ্রসঙ্গে সুন্দর ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন। যথা—

"কৃশা মলিনিমস্তৃতাঃ প্রতনজীর্ণবস্ত্রাবৃতা
বিকীর্ণকচকাচিতাকৃতিমুখীঃ স পশ্যন্নমূঃ।
বিঘূর্ণ্য দধদুদ্ধবং ক্ষণশতং ধৃতাস্রস্তদা
কদাহমিহ কঃ কথং কিমিদমিত্যজানন্নহি॥ ৫৫

—উত্তর, ২৩পূঃ

কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে শ্রীব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের শারীরিক অবস্থা এই শ্লোকে বর্ণিত হইতেছে। তখন শ্রীরাধিকাপ্রভৃতি ব্রজগোপিনীগণের শরীর সাতিশয় কৃশ হইয়াছিল। ইহাই অলঙ্কার শাস্ত্রে 'তানব'-নামে পরিভাষিত হইয়াছে। তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ মালিন্যদ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহারা পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মুখে, নাসিকায় ও চক্ষুপ্রভৃতি স্থানে আলুলায়িত অবদ্ধ রুক্ষ কেশসমূহ পতিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণকে এতাদৃশ অবস্থায় দর্শনপূর্ব্বক বিঘূর্ণিত হইয়া উদ্ধবকে ধারণ করিলেন। তারপর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু হইতে জলধারা পতিত হইতে লাগিল ও তিনি "এই স্থানে কখন আমি আসিয়াছি, আমি কে, কি

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রকারে অবস্থান করিতেছি ও কি হইল" ইত্যাদি কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই।

শ্রীকৃষ্ণবিরহে ব্রজগোপীর যেরূপ অবস্থা উদ্ধব দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীগোপালচম্পূগ্রন্থে (উত্তর ১১পৃঃ) বর্ণিত আছে। যথা—

ক্ষীণাঙ্গাঃ স্রস্তকেশা মলশবলপটাঃ প্রজ্জ্বলৎসন্নিকৃষ্টাঃ
দৃষ্টাস্তা জাতবেদস্ততয় ইব কৃতা ধূমভস্মাদিভির্যাঃ।
কিঞ্চ ব্যাগ্রাক্ষিযুগ্মা দলদধরদলশ্বাসবর্গা মুখান্তঃ-
শোষা যোষা মৃগাণামিব দবদবনত্রস্তনেত্রা বিমৃষ্টাঃ। (৩)

উদ্ধব দেখিলেন যে, ব্রজরামাগণের অঙ্গ সাতিশয় কৃশ, কেশকলাপ স্খলিত হইয়াছে, বসনসকল মলিন, তাঁহাদের শরীরের দেদীপ্যমান তেজ ক্ষীণপ্রভ হইয়াছে, মনে হয় যেন অগ্নি ধূম ও ভস্মদ্বারা আবৃত হইয়াছে। কৃষ্ণদর্শনের জন্য তাঁহাদের নেত্রসকল অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের এরূপ নিশ্বাস পড়িতেছে যে, অধরদলও বিদলিত হইতেছে। তাঁহাদের মুখের মধ্যদশ পরিশুষ্ক হইয়াছে। উদ্ধবের মনে হইয়াছিল—যেন তাঁহারা দাবানলভয়ে চকিতনয়না হরিণীসমূহ।

যে সময় শ্রীউদ্ধব মহাশয় ব্রজে আগমন করিয়াছিলেন, তখন মাথুর-বিরহিণী শ্রীরাধার যে মোহদশা তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহা শ্রীগোপাল-চম্পূতে উত্তর পূ-১১-১০২ উক্ত আছে। যথা—

বৈস্বর্য্যাৎ ক্রশিমান্বয়াদবয়বস্থিত্যন্যভাবাশ্রয়া-
দ্বৈবর্ণ্যাদপি যা ন সেতি মুহুরপ্যূহাংবভূবে যদা।
তর্হ্যেষা বত লালয়াবৃতিবশাচ্চেষ্টাবিঘট্যাদ্ভুত
শ্বাসাদ্যানুপলম্ভনান্নিজতনাবস্তীতি নাতর্কি চ॥

অর্থাৎ, শ্রীরাধিকার স্বর অস্বাভাবিক হইয়াছিল ও শরীর সাতিশয় কৃশ হইয়াছিল। তাঁহার হস্তপদাদির অন্য প্রকারে অবস্থান, রূপ ও বর্ণের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিপর্য্যয় হইয়াছিল। এই হেতু সকলে তাঁহাকে রাধা বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। তখন শ্রীরাধা যে নিজ শরীরে বিদ্যমান আছেন তাহা কেহ কল্পনা করিতে পারে নাই। কারণ, তাঁহার মুখ হইতে লালাক্ষরণ হইতেছিল, তাঁহার শারীরিক চেষ্টার হ্রাস ও শ্বাসরোধ হইয়াছিল।

এই শ্লোকেও শ্রীরাধিকার বিরহদুঃখের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীললিতমাধবের তৃতীয় অঙ্কে শ্রীরাধার মহাবিরহ-দুঃখে বৃন্দাবনের মানসী গঙ্গা ও গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের অলৌকিকী দশা বর্ণিত হইয়াছে,—

বিরহভরমুদীর্ণং প্রেক্ষ্য রাধাতিদৈন্যং
স্ফুটমখিলমশুষ্যন্মানসী হন্ত গঙ্গা।
অহহ রবিতুরঙ্গাজীব্যশৃঙ্গাগ্রদূর্ব্বঃ
শতভুজমিতিরাসীদেষ গোবর্দ্ধনোঽপি।

অর্থাৎ, শ্রীরাধার বিরহাধিক্য হইতে উদ্গত দৈন্য দেখিয়া মানসী গঙ্গা যেন সাতিশয় পরিশুষ্কা হইয়াছিল। হায়, যাহার উচ্চশৃঙ্গে উদ্গত দূর্ব্বারাশি সূর্য্যাশ্বগণের আহার্য্য ছিল, সেই গোবর্দ্ধন-গিরি শতহস্ত-পরিমিত (সঙ্কুচিত) হইয়াছিল।

এখানে বুঝিবার বিষয় এই যে, মূল অংশিনী শক্তির মধ্যে যদি শোক-জনিত বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে অন্যান্য শক্তিবর্গের মধ্যে উহা সঞ্চারিত হইবে। যেরূপ শ্রীরাসলীলায় গোপীগণের আনন্দগান নিখিল-ভুবনে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, 'যদ্গীতেনেদমাবৃতম্', সেইরূপ তাঁহাদের বিরহজনিত দুঃখের গীতেও বিশ্বসংসার শোকনিমগ্ন হইয়াছিল।

পৌর্ণমাসীদেবীর মুখে এই রহস্যসংবাদ ললিতমাধবে প্রাপ্ত হওয়া যায়,—

অন্তর্দ্বীপে ক্ষিপতী সমস্তজগতীমস্তোকশোকাম্বুধৌ
রাধা-সন্ত্ৎকাকুরাকুলমসৌ চক্রে তথা ক্রন্দনম্।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

যেন স্যন্দননেমিনির্ম্মিতমহাসীমন্তদন্তাদিদং
হা সর্ব্বংসহয়াপি নির্ভরমভূদ্দূরাদ্বিদীর্ণং ভুবা ॥

অর্থাৎ, পৌর্ণমাসী রথচক্রচিহ্ন দেখিতে দেখিতে গমনপূর্ব্বক খেদের সহিত বলিলেন,—শ্রীরাধা মহাদৈন্যভরে এতাদৃশ কাতর ক্রন্দন করিতেছিলেন যে, তাহা শ্রবণ করিয়া নিখিল বিশ্ব যেন নিরাশ্রয় শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল। অধিক কি, সে ক্রন্দনদ্বারা সর্ব্বসহনশীলা পৃথিবীও যেন রথচক্রচিহ্নচ্ছলে বহুদূর ব্যাপিয়া বিদীর্ণ হইয়াছিল।

মহাবিরহে শ্রীরাধার হৃদয়-সাগরে যে মহাদৈন্যতরঙ্গ উদ্বেলিত হয়, তাহা সাধারণ মানবের ধারণার অতীত। শ্রীউদ্ধব যখন বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার হস্তে শ্রীরাধা 'তদীয় প্রাণবল্লভের জন্য একখানি পত্রিকা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহা শ্রীগোপালচম্পূতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। যথা :—

ব্রজশশধর তা ব্রজগাস্ত্যাজ্যা ন কলঙ্কশঙ্কয়া ভবতা।
ন শশী কলঙ্কতনুমপ্যুজ ঝতি শশকং স্বমাশ্রিতং জাতু ॥

অর্থাৎ, হে ব্রজশশধর, তুমি কলঙ্কভয়ে যেন সেই ব্রজরমণীগণকে পরিত্যাগ করিও না। কারণ, শশক চন্দ্রের কলঙ্কস্থানীয় হইলেও তাহার আশ্রিত বলিয়া চন্দ্র উহা কখনও ত্যাগ করে না। তাৎপর্য্য এই যে, তোমার কলঙ্কস্থানীয় আমাদিগকে তুমি যেন পরিত্যাগ করিও না। কারণ, আমাদের তুমি ভিন্ন অন্য কোন আশ্রয় নাই। এই উক্তির মধ্যে একদিকে যেমন অলৌকিক, অপূর্ব্ব দীনতা ধ্বনিত হইয়াছে, সেইরূপ নিজেদের শ্রীকৃষ্ণৈকনিষ্ঠত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।

রাসলীলায় শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানসময়েও শ্রীরাধিকার মুখে দৈন্যাত্মিকা বাণী প্রকাশিত হইয়াছে। যথা :—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥

অর্থাৎ, হা নাথ, হা রমণ, হা মহাভুজ! তুমি কোথায়? তুমি কোথায়? আমি তোমার দীনা দাসী; তুমি আমার নিকট দেখা দাও, আগমন কর।

নিখিল বিশ্ব শ্রীভগবানের অধীন কিন্তু ভগবান প্রেমের অধীন। তিনি পরম স্বাধীন এবং আপ্তকাম হইয়াও ভক্তের প্রেম কামনা করেন ও তাঁহার বশীভূত হয়েন। তিনি যে আত্মারাম হইয়াও ভক্তপ্রেমে আনন্দ অনুভব করেন ইহা তাঁহার অভাবে নহে কিন্তু স্বভাবে। ভগবানের একটী নাম অজিত, কারণ তাঁহাকে কেহ কোনরূপে জয় করিতে পারে না, কিন্তু সেই অজিতও প্রেমে পরাজিত হয়েন, তাই শ্রীভাগবতে উক্ত আছে;—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানস্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥ ১০।১৪।৩

যে সকল ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিতে কিছুমাত্র যত্ন না লইয়া কিম্বা আপনার স্বরূপ, ঐশ্বর্য্য ও মহিমার বিচারে পরিশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সাধুগণের বাসস্থানে অবস্থিত হইয়া তাঁহাদের মুখে জ্ঞানভক্তি-প্রদায়িনী আপনার কথাই কায়মনোবাক্যে সেবা করিয়া জীবন ধারণ করেন, আপনি অন্যের দ্বারা অজিত বা অলভ্য হইলেও তাঁহাদের বশীভূত হয়েন।

শ্রুতি বলেন—"ভক্তিবশঃ পুরুষঃ" অর্থাৎ ভগবান্ ভক্তির অধীন।

শ্রীভগবান্ স্বমুখে দুর্ব্বাসা ঋষিকে বলিয়াছেন,—

'অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ'—উৎকৃষ্ট অন্য ব্যক্তির নিকট

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

জীব যেরূপ অধীনতা স্বীকার করে, আমি পরমেশ্বর হইয়াও সেইরূপই ভক্তের অধীন হই।

ভক্তগণের ঐশ্বর্য্য-আবরণহীন প্রেমে তিনি যে অধীন হইয়া থাকেন তাহার প্রমাণ লীলায় পাওয়া যায়।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে (আদি ৪) তাই উক্ত আছে—

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সব জগৎ মিশ্রিত
ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত।
আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন,
তার প্রেমবশ আমি না হই অধীন॥

নিখিল বিশ্বই ভগবানের ঐশ্বর্য্যদর্শনে—অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর, সকল কর্ম্মক্ষম, আমি তাঁহার সেবা করিলে তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন—এইরূপ ঐশ্বর্য্যদৃষ্টিতে সাধারণতঃ বিশ্ববাসী ভগবানের আরাধনা করে। কিন্তু, ঈদৃশ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রেমের পুষ্টিবিধান না করিয়া ক্ষীণতা সম্পাদন করে। কারণ, এথানে ভক্তই ভগবানের অধীন হন; সেই জন্য তাদৃশ ঐশ্বর্য্যবুদ্ধিদ্বারা প্রেমের সম্বন্ধ শিথিল হইয়া থাকে ও প্রেম ক্ষীণ হয়। তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, বিশ্বরূপ দর্শনে অর্জ্জুনের ভয় ও বিহ্বলতা। সেই জন্য যাহারা ভগবানকে ঈশ্বরবুদ্ধিতে ভজনা করেন ও নিজেকে হীন বা তাঁহার অধীন জ্ঞান করেন—প্রেমবশ ভগবান তাঁহার অধীন হন না।

বিশুদ্ধ প্রেমরস আস্বাদন করিতে হইলে প্রেমের অধীনতা ভগবানকে স্বীকার করিতে হয়।

তাই পরবর্ত্তী পয়ারে উক্ত আছে—

মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি
এই ভাবে মোরে যেই করে শুদ্ধ রতি।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আপনাকে বড় মানে আমাকে সম হীন
সর্ব্বভাবে হই আমি তাহার অধীন।

যাঁহারা বাৎসল্যভাবে, সখ্যভাবে ও মধুরভাবে ভগবানকে শুদ্ধ রতি-দ্বারা পরিতৃপ্ত করেন তিনি তাঁহাদের প্রেমের অধীন হয়েন, কারণ ইহাতে গৌরববুদ্ধি নাই, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানও নাই, কিন্তু সম্বন্ধেরই প্রাধান্য। যিনি ভগবান্ তিনি আমার পুত্র, সখা অথবা পতি, অতএব এ প্রেমে যিনি জননী তিনি শ্রীকৃষ্ণকে হীনজ্ঞানে বন্ধন, লালন-পালনপ্রভৃতি করেন। শুদ্ধ সখ্যরসে আবিষ্ট হইয়া সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের স্কন্ধে আরোহণ করেন ও আপনাদের সহিত তাঁহাকে সমজ্ঞান করেন।

কান্তাগণও বিশুদ্ধ স্বীয় রতিদ্বারাই প্রিয়তম জ্ঞানে কৃষ্ণকে মানাবস্থায় তিরস্কার করেন। এই ত্রিবিধ রতি বিশুদ্ধ বলিয়া ভগবান যথার্থ অধীন হয়েন ত্রিবিধ রতির আধার যাঁহারা তাঁহাদের প্রেমে। ব্রজের রাগ নির্ম্মল হইলেও রাধাপ্রেমে রাগের পরিপূর্ণ নির্ম্মলতা সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, তাঁহার প্রেম সর্ব্বপ্রকারে নিরুপাধি। সখ্যপ্রেমের অসঙ্কোচভাব বা অভেদমনন, বাৎসল্যের মমতাধিক্যে লালন-পালন কান্তাপ্রেমে আছেই, অধিক আরও একটি গুণ—দেহাত্মনিবেদন। শ্রীরাধিকা নিজ দেহদানে শ্রীকৃষ্ণের সুখবিধান করিয়াছেন। সেইজন্য রাধাপ্রেম অসমোর্দ্ধ ও অলৌকিক। সেই প্রেমের পারিভাষিক সংজ্ঞা উজ্জ্বলনীলমণিতে মাদনাখ্য ভাব। সাক্ষাৎ মদনমোহন যে প্রেমে মত্ততা অনুভব করেন তাহাই মাদন। উহার দিব্য মধুর মত মাদকতা শক্তি। উহা স্বয়ং মত্ত হইয়া কৃষ্ণকেও উন্মত্ত ও বশীভূত করে। শ্রীবৃন্দাবনের প্রেমবশ্যতাময়ী লীলায় মহাভাবের মহীয়সী শক্তি প্রকাশ পাইয়া থাকে। শ্রীরাধিকা বৃন্দাবনেশ্বরী, প্রেমসাম্রাজ্যে বৃন্দাবনের বনে তিনি সম্রাজ্ঞীপদে অভিষিক্তা হইয়াছেন। সে লীলা দানকেলীকৌমুদী, মুক্তাচরিত ও মাধবমহোৎসব

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

প্রভৃতি গোস্বামিপাদপ্রণীত গ্রন্থে অপূর্ব্বভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মাদনাখ্য মহাভাব অনন্যসাধারণ, উহা শ্রীরাধারই নিজ সম্পত্তি অথবা তিনিই মহাভাবস্বরূপিণী। ইহারই বিপুল বৈভবে ও গুরু গৌরবে তিনি 'জয়শ্রী' নামে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রথম শ্লোকে অভিহিত হইয়াছেন। স্তবাবলীতেও আছে,—'জয়শ্রীমূর্ত্তিধারিণী।' দান, মানপ্রভৃতি অসংখ্য প্রেম-লীলায় ও নিভৃত নিকুঞ্জলীলায় শ্রীরাধার যে বিজয়বৈজয়ন্তী প্রসারিত হইয়াছে তাহা নিরুপাধি প্রেমেই। স্বাধীনভর্তৃকা নায়িকারূপে শ্রীরাধার প্রসাধন ও খণ্ডিতারূপে যে মানপ্রসাদন শ্রীকৃষ্ণ করেন, ইহা তাঁহার প্রেমেরই বিজয় ঘোষণা করে।

বিশুদ্ধ মাধুর্য্যাবগাহী প্রেমে কৃষ্ণ পরাজিত হন। এইরূপ পরাজয়েই কিন্তু ভগবানের যথার্থ জয়, কারণ ভগবত্তা মাধুর্য্যসার। ভগবান্ ইহা দ্বারাই স্বরূপনিষ্ঠ প্রেম আস্বাদন করিতে সমর্থ হন। প্রেম স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ বলিয়া ইহাতে তাঁহার আত্মারামতার হানি হয় না। অগ্নির দাহিকা শক্তি যেমন অগ্নিকে ব্যাপিয়া থাকে ইহাও তদ্রূপ। যে স্বরূপশক্তি ভগবানে নিত্য বিরাজিত আছে তাহাই ভক্তের মধ্যে প্রকাশিত হইলে আনন্দস্বরূপ ভগবান আনন্দী হন। ভক্ত যেমন রসস্বরূপ তাঁহাকে লাভ করিয়া আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহারও ভক্তকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দ-বিশেষ অনুভব হয়। সেই আনন্দও প্রেমের জাতি ও পরিমাণ অনুরূপেই হইয়া থাকে। প্রেমের জাতি ও পরিমাণ বিচার করিলে রাধাপ্রেমের উৎকর্ষ সহজেই উপলব্ধি হয়। প্রেম যত উপাধিশূন্য হইবে ততই উহা নির্ম্মল, বিশুদ্ধ ও শ্রেষ্ঠ হইবে। রাধাপ্রেম সর্ব্বোপাধিবিনির্মুক্ত অতএব উহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রেমের উপাধি অনন্ত কামনা, স্বসুখাভিলাষপ্রভৃতিই প্রধান। স্বসুখাভিলাষ যে রতির সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন হইয়া আছে অর্থাৎ রতির সহিত অভেদভাবাপন্ন হইয়া আছে তাহাই সমর্থা রতি। যে প্রেম

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

কুলধর্ম্ম, ধৈর্য্য, লোকলজ্জা, স্বজনবান্ধব, ইহলোক, পরলোক ত্যাগ করিতে সমর্থ তাহাই সমর্থা রতি। এই রতিই মহাভাবরূপে পরিণামদশা প্রাপ্ত হয়। এই ভাবের মোহিনীশক্তি অনির্ব্বচনীয়। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণানন্দময় হইয়াও মহাভাবে উন্মত্ত হইয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত আছে,—

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত,
না জানি রাধার প্রেমে আছে কোন্ বল,
যে বলে আমাকে সদা করয়ে বিহ্বল।

আরও উক্ত আছে,

আমা হৈতে আনন্দিত হয় ত্রিভুবন
আমাকে আনন্দ দিবে ঐছে কোন্ জন।
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ
সেইজন আহ্লাদিতে পারে মোর মন।
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব!

এই সকল শ্রীকৃষ্ণবাক্য বিচার করিলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, শ্রীভগবান্ আনন্দ ও সুখস্বরূপ হইয়াও স্বীয় স্বরূপনিষ্ঠ সুখ ও আনন্দ আস্বাদন করিতে কামনা করেন ও সে কামনাপূর্তি পরিপূর্ণরূপে একমাত্র শ্রীরাধিকার দ্বারাই সম্ভব হয়। কারণ, তাঁহার প্রেম অখণ্ড, অদ্বিতীয় ও অনুপম। অন্যান্য ভক্তে যেরূপ প্রেম বিদ্যমান তাহা রাধিকা-প্রেম হইতে জাতিতে নিকৃষ্ট ও পরিমাণে অল্প। সেইজন্য উক্ত আছে,

সেই প্রেমের শ্রীরাধিকা পরম আশ্রয়
সেই প্রেমের আমি হই কেবল বিষয়।

সেই প্রেম শব্দে মাদনাখ্য মহাভাব। উহা রাধাতেই একমাত্র

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

বিদ্যমান, শ্রীকৃষ্ণ উহার বিষয় হইতে পারেন কিন্তু আশ্রয় হইতে পারেন না। অন্যান্য প্রেমের বিষয় হইয়া শ্রীকৃষ্ণ উহার আশ্রয় হয়েন অর্থাৎ তাদৃশ প্রেম যেভাবে পুষ্ট হইবে সেইরূপ আচরণ করেন। অন্য ভক্তের কথা দূরে থাক, গোপীগণেও তদ্রূপ প্রেম নাই। এইজন্য রাধারূপ আশ্রয়ে বা আধারে যে জাতীয় প্রেম আছে তাহা আস্বাদন করিতে হইলে তাঁহার ভাবে আপনাকে সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা যতক্ষণ না বিভাবিত করিতে সমর্থ হয়েন ততক্ষণ ভগবান সেইরূপ প্রেমের আস্বাদ প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হন না। তিনি রসিকশেখর বলিয়া এইরূপ কামনা তাঁহার হৃদয়ে জাগে ও গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণের রাধাভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করাতেই রাধাপ্রেমের বিজয়দুন্দুভি বিশ্বে নিনাদিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের রসিকতারও চরম এবং পরম পরিণতি এইরূপ ভাবগ্রহণের মধ্যেই দেখা যায়। স্তবমালাতে শ্রীপাদ শ্রীরূপগোস্বামী বলেন—

অপারং কস্যাপি প্রণয়িজনবৃন্দস্য কুতুকী
রসস্তোমং হৃত্বা মধুরমুপভোক্তুং কমপি যঃ। ইত্যাদি

যে কৃষ্ণ কৌতুহলবশতঃ প্রণয়িনী গোপীসকলের মধ্যে কাহারও (রাধার) অপার অনির্ব্বচনীয় মধুর রসসমূহ হরণ করিয়া উপভোগ করিবার জন্য তাঁহার কান্তিদ্বারা স্বীয় অঙ্গদ্যুতি আবৃত করিয়াছেন, সেই চৈতন্যাকৃতি দেব আমাদের কৃপা করুন।

এখানে 'অপাররসস্তোম' পদে শ্রীরাধার মাদনাখ্যভাবই লক্ষিত হইয়াছে। তিনি মহাভাবস্বরূপিণী শব্দে উজ্জ্বলনীলমণিতে অভিহিত হওয়ায় অপার ভাবরাশির আশ্রয় যে তিনি তাহা সূচিত হইয়াছে। রুক্মিণী প্রভৃতি হ্লাদিনীশক্তি হইলেও মহাভাবরূপা নহেন। নিখিল ব্রজগোপী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাধার অংশভূত হইলেও তাঁহাদের মধ্যে মহাভাবের সারভূত মাদন বিদ্যমান না থাকায় তাঁহারা মহাভাবস্বরূপা নহেন।

নদ, নদী, কূপ ও তড়াগপ্রভৃতি জলাশয় হইলেও জলধিসংজ্ঞা লাভ করে না, কারণ অপার জলরাশির আধারস্বরূপ সমুদ্রেই জলধি শব্দ মুখ্যভাবে প্রয়োগ করা হয়। 'রূঢ়ির্যোগমপহরতি' রূঢ্যর্থ যোগার্থকে অপহরণ করে, এই ন্যায়ানুসারে জলধিশব্দের যৌগিকার্থ রূঢ্যর্থদ্বারা নষ্ট হয়, উহার বৃত্তি অপার জলাধার সমুদ্রেই দৃষ্ট হয়। সেইরূপ অসংখ্য ব্রজগোপীগণ মহাভাবশব্দে অভিহিত না হইয়া অপার অখণ্ড ভাবের মূলাধার রাধাই মহাভাবস্বরূপিণী বলিয়া কথিত হয়েন। উজ্জ্বলনীলমণিতে উক্ত আছে—মহাভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিবরীয়সী।

রাধাপ্রেমের গৌরব কোন্ ভাববিশেষের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা বিচার করিলে বিষয়টি আরও সুন্দরভাবে উপলব্ধি হইবে। মর্য্যাদা-প্রাপ্ত কুল-ললনাগণের শিরোভূষণ শ্রীরাধা। তাদৃশ রমণীগণের স্বজন ও কুলধর্ম্ম ত্যাগ করাই দুঃখের পরাকাষ্ঠা, অগ্নিকে বরণ করিয়া হাসিমুখে তাঁহারা মরণকে আলিঙ্গন করিতে পারেন কিন্তু লজ্জা—যাহা নারীভূষণ, তাহা কখনই ত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জন্য তাদৃশ লজ্জাত্যাগও যদি সুখকর বলিয়া প্রতীত হয় তাহা হইলে রাগ পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ পরমা সীমাকে আশ্রয় করিয়া অনুরাগ প্রবৃত্ত হইলে তাহা ভাবনামে কথিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত রাগ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অতীত। কঠশ্রুতি ব্রহ্মস্বরূপ-নিরূপণ-প্রসঙ্গে বলেন—

'অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ।'

শাস্ত্রে বিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান ও বিহিত কর্ম্মের অকরণজন্য অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন ব্রহ্মতত্ত্ব। এইরূপ উপনিষদের ভাষায় বলা যাইতে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পারে যে, শ্রীরাধার রাগ ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত। শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধার ধর্ম্মের সম্বন্ধ নয়, কারণ বহিরঙ্গ বিবাহবিধিদ্বারা উহা স্থাপিত নহে; আর অধর্ম্মের সম্বন্ধও নয়, কারণ তিনি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি; কেবল অন্তরঙ্গ রাগের আতিশয্যে ইহলোক, পরলোক উপেক্ষা করিয়া দেহমন-প্রাণ কৃষ্ণে সমর্পিত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার প্রেম নিরুপাধি ভূমিকায় আরূঢ় হইয়াছে। তাহা না হইলে ধর্ম্মরূপ উপাধি হইতে মুক্তিলাভ প্রেমের কিছুতেই হইত না, শ্রীকৃষ্ণসুখই তাঁহার সুখ হইত না। নিরুপাধি প্রেমের চরম পরিপাক দশায় অর্থাৎ প্রেমবিলাসবিবর্ত্তে শ্রীরাধার—আমি কান্তা, শ্রীকৃষ্ণ কান্ত এই অভিমান পর্য্যন্ত বিদূরিত হইয়া যায়—ইহাই প্রেমপরৈক্য। প্রেমের এইরূপ অবস্থা শুনিয়াই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীপাদ রামানন্দ রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে উক্ত আছে—

নিরুপাধি প্রেম যাহা তাঁহা এই রীতি।
প্রীতি-বিষয় সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥

যে ভাববিশেষদ্বারা কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে শ্রীরাধার অসমোর্দ্ধ অনুপম প্রেমের মহিমা উদ্ধবপ্রভৃতি ভাগবতগণদ্বারা উদ্গীত হইয়াছে সেই ভাব যদি অনাদিসিদ্ধ বা নিত্য না হয় তবে রসের অপারমার্থিকতা দোষ প্রসক্ত হয়। যে মাদনাখ্য-মহাভাবের কেবল বিষয় হইয়াও শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে সুখী মনে করিতে পারেন নাই কিন্তু আশ্রয়-জাতীয় ভাবের মাধুর্য্যে মুগ্ধ ও লুব্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই অবতারের মাহাত্ম্যও ঐরূপ পরকীয়া ভাবের উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। সেই জন্য উজ্জ্বলনীলমণিতে উক্ত আছে—

অত্রৈব পরমোৎকর্ষঃ শৃঙ্গারস্য প্রতিষ্ঠিতঃ।

নিখিলভাগবতের স্বারস্য ও উপাসনার গৌরব এইরূপ ভাবের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

উপরই অবস্থিত আছে। লোকধর্ম্ম ও বেদধর্ম্মের বাধা-উল্লঙ্ঘনকারী মহাপ্রেমেই শ্রীরাধা বিজয়িনীশব্দে অভিহিতা হইয়াছেন।

স্তবাবলীর অভীষ্টপ্রার্থনাষ্টকে শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামী তদীয় বিজয়িনী স্বামিনীর দর্শনলাভের জন্য লালসাময়ী প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছেন। যথা—

কদা লীলারাজ্যে ব্রজবিপিনরূপে বিজয়িনী,
নিজং ভাগ্যং সাক্ষাদিহ বিদধতী বল্লভতয়া।
সমন্তাৎ ক্রীড়ন্তী পিকমধুপমুখ্যাভিরভিতঃ,
প্রজাভিঃ সংজুষ্টা প্রমদয়তি সা মাং মদধিপা॥

কবে আমার প্রাণেশ্বরী স্বীয় লীলারাজ্যরূপ বৃন্দাবনে বিজয়িনী সম্রাজ্ঞীর মত কোকিল ও ভ্রমররূপ প্রজাসমূহের সহিত সম্মিলিত হইয়া ক্রীড়া করিবেন। শ্রীকৃষ্ণের আদরাতিশয্যলাভে তিনি স্বীয় ভাগ্যকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জ্ঞান করিবেন—এরূপ লীলাময়ী কবে আমাকে দর্শনদানে আনন্দিত করিবেন।

শ্রীপাদ কবিরাজগোস্বামিকৃত কর্ণামৃত টীকায় জয়শ্রী শব্দের শ্লেষব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে উক্ত আছে—

শ্লেষেণ দ্যূতনর্ম্মজলকেলিসুরতাদিষু চ জয়েনোৎকর্ষেণ শ্রীঃ শোভা যস্যাঃ। কিংবা সৌন্দর্য্যাদিপাতিব্রত্যাদিসৌভাগ্যবৈদগ্ধ্যাদিভিঃ গৌর্য্যারুন্ধত্যাদিব্রজকিশোরীকুলাদয়োঽপি নির্জ্জিতা যয়া সা জয়যোগাৎ জয়া চাসৌ শ্রিয়োঽপ্যংশিনীত্বাৎ শ্রীশ্চ জয়শ্রী রাধৈব।

জয়শ্রী শব্দের ব্যাখ্যা এইরূপ:—পাশাখেলা, জলকেলি ও লীলাবিলাসে জয় বা উৎকর্ষদ্বারা যাঁহার শোভা; কিম্বা সৌন্দর্য্য, পাতিব্রত্য, রসিকতাদ্বারা গৌরী, অরুন্ধতী প্রভৃতি ব্রজগোপীগণকে যিনি পরাজিত করিয়াছেন, সেই জন্য তিনি জয়া এবং লক্ষ্মী

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

প্রভৃতিরও অংশিনীস্থানীয়া বলিয়া তিনি শ্রী, এইরূপে জয়শ্রী শব্দে রাধিকাই বুঝায়। সকল গুণেই তিনি কৃষ্ণকে পরাজিত করিয়াছেন—কথা কহিবার শক্তিও অসীম; তাঁহার পরিহাসে কৃষ্ণ নিরুত্তর।

'রাধাগূঢ়পরিহাসপ্রৌঢ়ীনির্ব্বচনীকৃতং।' (স্তবমালা)

স্তবাবলীতে উক্ত আছে, "ভারতীজয়িবাগ্মিতা"। প্রেমে এইরূপ বিজয় কোথাও দেখা বা শুনা যায় না এবং সেই প্রেমের পুণ্য পীঠস্থলী ও বিজয়নিকেতন বলিয়াই শ্রীবৃন্দাবনের অপূর্ব্ব মহিমা শাস্ত্রে বহুবার কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীরাধার একটী নাম শ্রীমতী। শ্রীশব্দের অভিধানে অনেক অর্থ আছে, আমি এখানে তাহার অর্থ শোভা গ্রহণ করিতেছি। শ্রীরাধার রূপ মাধুর্য্য ও শোভা কোথা হইতে আসিল তাহা তাঁহার নিজ কথায় প্রকাশ করিতে হইলে বলিতে হইবে—

'তোমার গরবে গরবিনী আমি রূপসী তোমার রূপে।'

এই যে অসমোর্দ্ধ রূপ ও শোভা—যাহা দর্শন করিয়া বিশ্ববিমোহন শ্রীকৃষ্ণও বিস্ময় ও কৌতুহল বোধ করেন—তাহার মূল ভগবান নিজেই। শ্রীরাধা বলেন, এ রূপ আমার নহে, তোমার রূপেই আমি রূপসী; তোমার যে আদরাতিশয্য তাহার গর্ব্বেই আমি গর্ব্বিতা, আমার স্বতন্ত্র রূপ বা গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই।

ইহা যে তিনি বিচার করিয়া বলিয়াছেন তাহা নহে—অর্থাৎ তুমি ভগবান তোমার প্রকাশেই নিখিল বিশ্ব প্রকাশিত, তোমার শোভা-কণিকাই আমাতে এসেছে, এ কথা হইল শাস্ত্রের কথা, কিন্তু যে নিরুপাধি প্রেমে পরিপূর্ণ দেহাত্ম-নিবেদন হয়, সেই নিবিড় প্রেমের আবেশে যে অনুভূতি উপজাত হয়, ইহা মর্ম্মের অন্তস্থল হইতে উদ্ভূত সেই অনুভবেরই

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অনুধ্বনি ; ইহাকে প্রেমেরই অনুভাব বলিতে পারি। কৃষ্ণে যাঁহার দেহ-মন উৎসর্গীকৃত হইয়াছে তাঁহার স্বতন্ত্র বস্তু কোথায়? যাহার কিছু দিবার থাকে সে বলিতে পারে—ইহা তোমাকে দিলাম, কিন্তু তাঁহার পক্ষে "যে ধন আমি দিব তোমায়, সে ধন আমার তুমি।" অতএব তাঁহার রূপ ও শোভার মূল কৃষ্ণ। তাঁহার রূপ-গুণের যে গর্ব্ব তাহা শ্রীকৃষ্ণলাভেই হইয়াছে। মিলনের সময় তাহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হয় কিন্তু বিরহে গর্ব্ব দূরে থাক দৈন্যই তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়ায়। শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়া মধুস্নেহ হইতে উত্থিত যে মদীয়তাভাব অর্থাৎ কৃষ্ণ আমারই অন্যের নহেন, এইরূপ ভাব তাহাতেই তাঁহার গর্ব্ব উপজাত হয়। স্বাধীনভর্ত্তৃকা রাধিকার শ্রীকৃষ্ণ যে পরম প্রেমবশ্যতা স্বীকার করেন তাহাতেই তিনি গর্ব্বিতা। সে সম্মান ত কাহারও ভাগ্যে কোথাও হয় নাই। শ্রীরাসলীলায় সে কথা প্রকাশ করা হইয়াছে। ভগবান আত্মরত, আপ্তকাম হইয়াও রাধাপ্রেমের অপূর্ব্ব মাধুরী অনুভব করিয়া তাঁহার সহিত অখণ্ডভাবে রমণ বা আনন্দানুভব করিয়াছিলেন। প্রেমের অপরূপ মর্য্যাদাদানের ফলে শ্রীরাধা পরিতৃপ্তা ও মদান্বিতা। তিনি কৃষ্ণময়ী বলিয়াই শ্রীমতী। নিজেকে যদি কেহ সুন্দর দেখিতে ইচ্ছা করে তবে সুসজ্জিত হইয়া স্বচ্ছ-দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইতে হয় —তাহা হইলেই যেমন তাহার সৌন্দর্য্য প্রতিবিম্বে প্রতিভাত হয় তদ্রূপ ভক্তের অলৌকিক প্রেমে ভগবান সুসজ্জিত হইলেই ভক্ত স্বতই সুন্দর হইয়া থাকেন। ভক্তবর প্রহ্লাদের মুখে প্রেমের অপূর্ব্ব রহস্যটী প্রকাশিত হইয়াছে। যথা—

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদ্ যজ্জনো ভগবতে বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ॥ ভাঃ ৭।৯।১০

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

এই যে আমার সম্মুখে বিদ্যমান ভগবান ইনি নিজ ভক্তের নিকট আপনার পূজা ইচ্ছা করেন না—যেহেতু তিনি ভক্তলাভেই পূর্ণ—পরম সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ তিনি পরম করুণ বলিয়া পাছে ভক্তের পূজার নিমিত্ত পরিশ্রম হয়, তাহাতে তিনি অসহিষ্ণু হইয়া থাকেন; ভক্তের একটুও ক্লেশ তিনি সহ্য করিতে পারেন না। পিতার অগ্রে বালকের মত ভগবানের সম্মুখে ভক্ত অজ্ঞ অথবা ভগবানের পূজার আবেশে ভক্ত অন্য কিছুই জানে না; অতএব ভগবানের হৃদয়ে করুণার উদয় হওয়া স্বাভাবিক।—তবে কি ভক্ত ভগবানের পূজা করেন নাই—তাহা নহে। ভক্ত যে ভগবানের পূজা করেন তাহা কার্য্যতঃ নিজের জন্যই করেন, ভগবানকে মান প্রদান করিলেই ভক্ত নিজকে সুখী ও ধন্য মনে করেন। ইহা একান্তী ভক্তের স্বভাব। মুখে তিলকাদিদ্বারা যতটুকু শোভা হইবে, প্রতিবিম্বেও সেইটুকু শোভাই প্রতিফলিত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যিনি যে জাতীয় ও যে পরিমাণের প্রেম ভগবানে বিধান করিবেন তিনি সেইরূপেই ভগবানকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইবেন।

'মাধবাতিবশা লোকে মাধবী মাধবপ্রিয়া' (স্তবাবলী)

যিনি মাধবকে প্রেমে সাতিশয়রূপে বশীভূত করিয়াছেন ও যিনি মাধবের অত্যন্ত বশীভূত বলিয়া বিশ্বে মাধবী ও মাধবপ্রিয়ানামে অভিহিতা হন।

শ্রীরাধার প্রেমের তুলনা নাই—তিনি মহাভাবস্বরূপিণী। মহাভাব-কুসুমে তিনি কৃষ্ণের যে প্রেমপূজা করেন সেই আরাধনাই তাঁহার নির্ম্মল প্রেমদর্পণে শ্রীকৃষ্ণের অখণ্ড রূপমাধুর্য্য প্রতিফলনে সমর্থ হয়—সেইজন্য তাঁহাতে যে শ্রী বা শোভা নিত্য বিরাজিত আছে তাহা অন্যত্র কোথাও নাই। শ্রীমতী শব্দের মুখ্যা বৃত্তি শ্রীরাধাতেই। অন্যের পক্ষে

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

ঐ শব্দ বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় কিন্তু রাধার সম্বন্ধে ঐ শব্দ বিশেষ্যরূপেই প্রযুক্ত হয়। কারণ, তিনি মূর্ত্তিমতী শ্রী। 'মূর্ত্তিমন্মাধুরীঘটা' মাধুরীঘটা যাঁহাতে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

যেমন ভগবানের উপাসনার ফলে সাধকে ভগবত্তা সঞ্চারিত হয় তদ্রূপ শ্রীমতীর ভজনফলে ভক্তেও শ্রী বিরাজিত থাকে। রাধারস-রঞ্জিতহৃদয় শ্রীপাদ রঘুনাথ গোস্বামী বিশাখানন্দদ স্তোত্রের প্রারম্ভে শ্রীমতীর জয় ঘোষণা করিয়া বলেন—

'জয়তি শ্রীমতী কাচিদ্ বৃন্দারণ্যবিহারিণী,

বৃন্দাবন বিলাসিনী শ্রীমতীর জয় হোক্। লৌকিক ভঙ্গীতেও উক্ত আছে,—

সর্ব্বতঃ সকলস্তব্যবস্তুতো যত্নতশ্চিরাৎ।
সারানাকৃষ্য তৈর্যুক্ত্যা নির্ম্মায়াদ্ভুতশোভয়া।
স্বশ্লাঘাং কুর্ব্বতা ফুল্লবিধিনা শ্লাঘিতা মুহুঃ। ৬৩, ৬৪

জগতে সকল শ্লাঘনীয় বস্তু হইতে যত্নসহকারে বহুদিন ধরিয়া সার বস্তু আহরণপূর্ব্বক তাহার যোগে অদ্ভুত শোভাদ্বারা যাঁহাকে নির্ম্মাণ করিয়া নিজের রচনানৈপুণ্যদর্শনে আনন্দিত বিধাতা নিজের প্রশংসা করিয়াছেন—তিনিই শ্রীমতী। সকল লক্ষ্মীর মুকুটমণি বলিয়াই লীলাশুক তাঁহাকে জয়শ্রীশব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীপাদ রঘুনাথ গোস্বামীও "জয়শ্রীমূর্ত্তিধারিণী" বলিয়া স্তব করিয়াছেন।

রাধেতি নিজনাম্নৈব জগৎখ্যাপিতমাধবা।
মাধবস্যৈব রাধেতি জ্ঞাপিতাত্মা জগত্রয়ে॥

যিনি রাধা এই নিজ নামদ্বারা জগতে মাধবকে খ্যাত করিয়াছেন ও মাধবের রাধা এই নামে যিনি ত্রিভুবনে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ইহাতে পরস্পরের প্রেমবশ্যতা ও অভিন্নতা প্রকাশ পাইয়াছে। ঋগ্বেদের

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

অন্তর্গত শ্রীসূক্তেও অংশরূপিণী লক্ষ্মী 'হরিণী' শব্দে অভিহিত হইয়াছেন।

হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং সুবর্ণরজতস্রজাম্
চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাতবেদ ম আবহ॥

অর্থাৎ হে শাস্ত্রজনক ভগবন, কনকপ্রভাশালিনী, হরির চিচ্ছক্তি-বিলাসরূপ সুবর্ণ ও রজতহারবিশিষ্টা, হ্লাদিনী, চিদ্‌ঘনবিগ্রহধারিণী লক্ষ্মীকে আমার নিমিত্ত প্রেরণ কর। ভগবান যেরূপ সৌন্দর্য্যসারসর্ব্বস্ব তাঁহার মুখ্যতমা শক্তিও সর্ব্ব শোভার মূল আশ্রয়।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীকে বারাণসীতে ও শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীকে প্রয়াগে ভক্তিরসবর্ণনে প্রেরণা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ও শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রণীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় সে বিষয় উল্লেখ আছে—

যঃ প্রাগেব প্রিয়গুণগণৈর্গাঢ়বদ্ধোঽপি মুক্তো
গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত্ত এবাপ্যমূর্ত্তঃ।
প্রেমালাপৈর্দৃঢ়তরপরিষ্বঙ্গরঙ্গৈঃ প্রয়াগে
তং শ্রীরূপং সমমনুপমেনানুজগ্রাহ দেবঃ॥ ৯।৭০

যিনি পূর্ব্ব হইতেই গৌরগুণাবলীর দ্বারা দৃঢ়ভাবে বদ্ধ হইয়াও সংসারাসক্তি হইতে মুক্ত, অমূর্ত্ত শৃঙ্গার রসই যেন যে শ্রীরূপে মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব অনুপম বা বল্লভের সহিত সেই রূপকে প্রেমালাপ ও গাঢ় আলিঙ্গনদ্বারা স্বীয় কৃপামৃতে অভিষিক্ত করিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আছে,—

প্রভু কহে শুন রূপ ভক্তিরসের লক্ষণ
সূত্ররূপে কহি বিস্তার না যায় বর্ণন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

পারাবারশূন্য গম্ভীর ভক্তিরসসিন্ধু
তোমা চাখাইতে তার কহি একবিন্দু। (মধ্য, ১৯)

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে মঙ্গলাচরণশ্লোকে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী নিজমুখে শ্রীচৈতন্যকৃপার কথা প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য॥

হৃদয়ে যাঁহার করুণা-প্রেরণা লাভ করিয়া ক্ষুদ্রমতি আমি এই গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের পদকমল বন্দনা করি।

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীও শ্রীহরিভক্তিবিলাসের (১৯) প্রারম্ভে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপার কথা উল্লেখ করিয়াছেন,

শ্রীচৈতন্যং প্রবিষ্টোঽস্মি শরণং সুষ্ঠু যেন হি।
আবিষ্টো যাতি দুষ্টোঽপি প্রতিষ্ঠাং সদভিষ্টুতাম্॥ ১

যে শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক কৃত্যবিষয়ে আবিষ্ট হইয়া দুষ্টজনও সাধুগণের প্রশংসাপাত্র হয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে, আমি সর্ব্বপ্রকারে সেই শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রয় গ্রহণ করি। অন্যান্য গোস্বামী প্রভুগণও তাঁহাদের গ্রন্থে এইরূপ তদীয় করুণার উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব যাঁহার কৃপাশক্তিবলে জগতে ভক্তিরস-মন্দাকিনীর অবতরণ সম্ভব হইয়াছে সেই শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ শ্রীপাদ গোস্বামিগণ তাঁহাদের গ্রন্থে যেরূপ নিরূপণ করিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে প্রকাশ করা সমীচীন।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর স্বরূপ আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত তনুই শ্রীগৌর। শ্রীপাদ স্বরূপদামোদরকৃত 'রাধাকৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতি' এই শ্লোকেই তাদৃশ সিদ্ধান্তের সুদৃঢ় ভিত্তি। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের -বিপ্রণয়কার। যথা—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়বিকার
স্বরূপশক্তি আহ্লাদিনী নাম যাঁহার। আদিলীলা। ।৪।

তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের পরমা ও চরমা পরিণতি ও তিনিই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি। রতি হ্লাদিনীবৃত্তিবিশেষ। সেই রতির সার বা গাঢ়াবস্থা প্রেম। এইরূপে প্রেম চরম পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া মহাভাব-সংজ্ঞা লাভ করে। অতএব মহাভাব-স্বরূপই শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়বিকার বুঝিতে হইবে। প্রণয়-শব্দটী অভিন্নতাদ্যোতক। উজ্জ্বলনীলমণিতে প্রণয়-লক্ষণ উক্ত আছে :—

মানো দধানো বিশ্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ।

বিশ্রম্ভ-শব্দের অর্থ লোচনরোচনী টীকায় এইরূপ আছে। যথা—

প্রিয়জনেন সহ স্বস্যাভেদমননং।

প্রিয়জনের সহিত নিজের অভেদজ্ঞানই বিশ্রম্ভ। আনন্দচন্দ্রিকা টীকাতে উক্ত আছে—

বিশ্রম্ভো বিশ্বাসসম্ভ্রমরাহিত্যং তচ্চ স্বপ্রাণমনোবুদ্ধি-দেহ-পরিচ্ছেদাদিভিঃ কান্তপ্রাণমনোবুদ্ধ্যাদেরৈক্যভাবজন্যম্॥

অর্থাৎ নিজ প্রাণ মন বুদ্ধি দেহ বস্ত্র প্রভৃতির সহিত কান্তের প্রাণ মন বুদ্ধি দেহ বসনের একতাভাব হইতে সম্ভ্রমরাহিত্য উপজাত হয়, ইহাই প্রণয়ের বৈশিষ্ট্য। হ্লাদিনী-শক্তি-স্বরূপিণী শ্রীরাধা স্বরূপশক্তি বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্না, সেইজন্য শাস্ত্রে দেখা যায় "শক্তিশক্তিমতোরভেদঃ।" শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যকৃত শারীরক ভাষ্যেও উক্ত আছে—

তস্মাৎ কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ। শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যমিতি॥
২।১।১৮ সূত্রভাষ্য।

অতএব শ্রীরাধা কৃষ্ণের সহিত শক্তিশক্তিমদ্ভাবে অভিন্না। তাহা

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

হইলেও অনাদিকাল হইতেই শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহারা দুই দেহ ধারণপূর্ব্বক লীলারস আস্বাদন করিয়া থাকেন। এখন কলিকালে রাধাকৃষ্ণদ্বয় একাধারে মিলিত হইয়া চৈতন্য নামে প্রকটিত হইয়াছেন। মূল শ্লোকে 'তদ্দ্বয়ং' শব্দ আছে 'তৎ' সর্ব্বনাম শব্দটী পূর্ব্বপরামর্শে ব্যবহৃত হয়, পূর্ব্বে রাধাকৃষ্ণ বলা হইয়াছে, 'তদ্দ্বয়ং' বলিতে রাধাকৃষ্ণদ্বয় বুঝিতে হইবে। অতএব শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলিত রূপই শ্রীগৌর। বিশেষতঃ শাস্ত্রতাৎপর্য্য অবগত হইতে হইলে বিদ্বদনুভব বা রসিক ভাগবত-গণের অনুভূতি একটী বিশেষ প্রমাণ।

শ্রীপাদ রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর এইরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণের একীভূত শ্রীগৌররূপ দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। সেইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে 'রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ' উক্ত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃতের উপক্রমে শ্রীপাদ প্রবোধানন্দসরস্বতী বলেন—

> সিংহস্কন্ধং মধুরমধুরস্মেরগণ্ডস্থলান্তং
> দুর্ব্বিজ্ঞেয়োজ্জ্বলরসময়াশ্চর্য্যনানাবিকারম্।
> বিভ্রৎ কান্তিং বিকচকনকাম্ভোজগর্ভাভিরামা-
> মেকীভূতং বপুরবতু বো রাধয়া মাধবস্য॥

অর্থাৎ যাঁহার স্কন্ধদেশ সিংহতুল্য, যাঁহার গণ্ডমূলের প্রান্তভাগ অতি সুমধুর হাস্যযুক্ত ও দুর্ব্বিজ্ঞেয় উজ্জ্বল রসময় পরম আশ্চর্য্যভাব-বিশিষ্ট, যাঁহার অঙ্গকান্তি প্রফুল্ল কনককমলের কেশর অপেক্ষাও মনোহর, শ্রীরাধামাধবের এই একীভূত শ্রীবিগ্রহ—শ্রীগৌরহরি তোমাদের রক্ষা করুন।

উক্ত গ্রন্থের নবম বিভাগের উপসংহারে উক্ত আছে—

> বিভ্রদ্বর্ণং কিমিহ দহনোত্তীর্ণসৌবর্ণসারং
> দিব্যাকারং কিমপি কলয়ন্ দৃপ্ত গোপালবালঃ।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

আবিষ্কুর্ব্বন্ ক্বচিদবসরে তত্তদাশ্চর্য্যলীলাং
সাক্ষাদ্ রাধামধুরিপুবপুর্ভাতি গৌরাঙ্গচন্দ্রঃ॥

অর্থাৎ, যিনি অনল হইতে উত্তীর্ণ অতএব বিশুদ্ধ স্বর্ণবর্ণের মত অঙ্গকান্তি ধারণ করিয়াছেন, যিনি কোনসময় উদ্দীপ্তরূপ গোপাল বালক হইয়া চিন্ময় বিগ্রহ ধারণ করিয়া সেই সেই অত্যাশ্চর্য্য কৈশোরলীলা প্রকটিত করেন এতাদৃশ সাক্ষাৎ রাধামাধবের একীভূত স্বরূপ গৌরচন্দ্র পরম শোভায় বিরাজিত আছেন। শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃতের টীকাকার মহোদয়ও পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদুইটির অনুবাদ-শ্লোক রচনা করিয়াছেন। যথা—

কনকাম্ভোজগর্ভাভং রাধামাধবয়োর্বপুঃ।
একং বা পাতু হর্ষক্ষগ্রীবঃ শুচিবিকারকম্॥

অর্থাৎ যাঁহার শরীর কনক কমলের গর্ভের কান্তিসদৃশ, যাঁহার গ্রীবা সিংহের মত ও যিনি অঙ্গে পরম পবিত্র সাত্ত্বিক বিকার ধারণ করিয়াছেন তাদৃশ রাধামাধবের একীভূত বিগ্রহ তোমাদিগকে রক্ষা করুন। আর একটী টীকার শ্লোকেও শ্রীরাধামাধবের মিলিত শরীর-রূপেই শ্রীগৌরচন্দ্র উক্ত হইয়াছেন। যথা—

বৃষভানুসুতাবপুরেকতনুঃ
কনকোজ্জ্বলভাজিতপুষ্পধনুঃ।
কৃতগোপকুমারবিলাসভরঃ
পরিভাতি বিধূজ্জ্বলগৌরবরঃ॥

অর্থাৎ যিনি বৃষভানুসুতা রাধার সহিত একশরীর, যাঁহার কনক হইতেও উজ্জ্বল কান্তি কন্দর্পকেও সৌন্দর্য্যে পরাজয় করিয়াছে, গোপকুমারের মত লীলাবিলাসের আতিশয্য যিনি প্রকাশ করিয়াছেন—চন্দ্র হইতেও উজ্জ্বল তাদৃশ গৌরসুন্দর শোভা বিকীর্ণ করিতেছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে উক্ত আছে—

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

স্বয়ং দেবো যত্র দ্রুতকনকগৌরঃ করুণয়া।
মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ প্রাদুরভবৎ ॥

ইহার টীকায় লিখিত আছে—

আনন্দস্বরূপঃ শৃঙ্গাররসস্বরূপং চ বপুর্যস্য সঃ। মহাপ্রেমা মহাভাবস্তৎ-স্বরূপমানন্দস্বরূপমুজ্জ্বলরসস্বরূপং বপুর্যস্য সঃ, শ্রীরাধিকাস্বরূপত্বাৎ ॥

তাৎপর্য্য এই যে, মহাপ্রেম শব্দের অর্থ মহাভাব, সেই মহাভাব শব্দদ্বারা শ্রীরাধা বুঝাইতেছেন। অর্থাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত স্বরূপই শ্রীগৌর। সেই জন্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতেও উক্ত আছে—

গৌর-অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গস্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্য জন।

এখানে শ্রীরাধার সাক্ষাৎ অঙ্গস্পর্শই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু কেবল কান্তিস্পর্শ বলা হয় নাই। সেই জন্য শ্রীচরিতামৃতে আরও উক্ত আছে—

বিচার করিয়ে যদি আস্বাদ উপায়।
রাধিকা স্বরূপ হইতে তবে মন ধায় ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের তৃতীয় অঙ্কে উক্ত আছে—

হরিরয়মথ লীলয়া স্বশক্ত্যা
বিদলযুগাত্মকলায়বন্নভিন্নঃ।
অভবদিহ পৃথক্ পুমান্ বধূশ্চ
স্বয়মুভয়াংশসমানরূপযোগাৎ ॥

অর্থাৎ চণকের মধ্যবর্ত্তী বিভিন্ন দল দুটীর মত, এই হরি লীলায় স্বীয় শক্তির সহিত অভিন্ন ভাব ধারণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ উভয়াংশে সমভাবে বিভক্ত হইয়া পৃথক্ পুরুষ ও বধূর মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitization by eGangotri

এখানে একটি চণকের মধ্যে যেরূপ দুইটী দল ঘনসন্নিবিষ্টভাবে একীভূত হইয়া মিলিত থাকে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বরূপে শ্রীরাধাকৃষ্ণ তদ্রূপ একীভূতভাবে বিরাজ করেন।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের প্রথম অঙ্কেও রূপকের ভাষায় এইরূপ নিগূঢ় রসসিদ্ধান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। যথা—

ব্রহ্মানন্দঞ্চ ভিত্ত্বা বিলসতি শিখরং যস্য যত্রাস্তনীড়ং
রাধাকৃষ্ণাখ্যলীলাময়খগমিথুনং ভিন্নভাবেন হীনম্।
যস্যচ্ছায়া ভবাধ্বশ্রমশমনকরী ভক্ত-সঙ্কল্প-সিদ্ধে-
র্হেতুশ্চৈতন্যকল্পদ্রুম ইহ ভুবনে কশ্চন প্রাদুরাসীৎ॥ ১১

অর্থাৎ যাঁহার শিখর দেশ ব্রহ্মানন্দ ভেদপূর্ব্বক বিরাজিত আছে ও যাঁহাতে রাধাকৃষ্ণরূপ লীলাময় পক্ষিযুগল অভিন্নভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, যাঁহার ছায়া জন্মমৃত্যুরূপ গমনাগমনজনিত পথশ্রান্তি দূরীভূত করে, যাঁহা ভক্তগণের সঙ্কল্প পূরণ করে, তাদৃশ কোন এক অনির্ব্বচনীয় চৈতন্যরূপ কল্পবৃক্ষ এই পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।

এখানেও শ্রীরাধাকৃষ্ণকে দুইটি বিহঙ্গের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যরূপ একাধিকরণে দুইটী পক্ষী নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছে বলায় দুইটী স্বরূপের একাধিকরণে স্থিতি সূচিত হইয়াছে।

শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরও তদীয় কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থ পদামৃতসমুদ্রের মঙ্গলাচরণে এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—

শ্রীযুতং জগদানন্দং বিধুং বন্দে মহাপ্রভুম্।
তং চৈতন্যতনুং মূর্দ্ধ্না রাধিকাকৃষ্ণবিগ্রহম্॥

এই শ্লোকের স্বকৃত টীকায় বলেন—

তং শ্রীরাধিকাকৃষ্ণাবেকীভূয় বিগ্রহঃ শরীরং যস্য সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহমিত্যর্থঃ॥

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামে বিখ্যাত কলিযুগপাবনাবতার মহাপ্রভু যাঁরা ভবসাগর হইতে পরিত্রাণ করিয়া যিনি প্রেমবিতরণে সমর্থ, নানা-শক্তিবিশিষ্ট প্রেমদানদ্বারা জগতের আনন্দবিধানকারী শ্রীরাধাকৃষ্ণের একীভূত শরীর শ্রীচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি। যাহারা বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ রাধাভাবে লুব্ধ হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহারই ভাব-কান্তি গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হওয়া যুক্তিযুক্ত, কিন্তু শ্রীরাধার কোন বাসনা জাগে নাই সেইজন্য তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীগৌরস্বরূপে মিলিত হন নাই,—তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, ভাববস্তু কখনও আধারশূন্য হইয়া থাকিতে পারে না, কারণ মহাভাবই শ্রীরাধার স্বরূপ। সেইজন্য মাদনাখ্যভাবের অদ্বিতীয় আশ্রয়স্বরূপ শ্রীরাধাও শ্রীগৌররূপে মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কামনার বিষয়ও আমরা শ্রীপাদ চণ্ডীদাস ঠাকুরের পদ হইতে জানিতে পারি—

‘কামনা করিয়া সাগরে মরিব
সাধিব মনের সাধা।
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন
তোমারে করিব রাধা।’

ইহা হইতেও মনে হয়, দুই দিকের কামনা সামরস্য লাভ না করিলে পূর্ণ আস্বাদন হয় না।

অধিকারী ও রুচিভেদে শাস্ত্রের উপাসনাভেদ নির্দ্দিষ্ট আছে। একই শ্রীকৃষ্ণকে যেমন কেহ শ্রীনন্দনন্দনরূপে, কেহ দ্বারকাধীশরূপে, কেহ নারায়ণরূপে উপাসনা করেন, সেইরূপ একই শ্রীগৌরকে কেহ কলিযুগপাবনাবতাররূপে, কেহ রাধাভাবকান্তিধারী শ্রীকৃষ্ণ-আবির্ভাব বিশেষরূপে, কেহ শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলিত বিগ্রহরূপে উপাসনা করেন। ইহাতে বিরোধের অবসর নাই। ভক্তগণের ধ্যানভেদেই শ্রীভগবান

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain. Digitizagtion by eGangotri

রূপভেদ প্রকাশ করেন। এবং সেই ধ্যানের তরতমতাও ভগবৎস্বরূপের রসাস্বাদ হইতেই ভক্তহৃদয়ে অনুভূত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যাষ্টকে শ্রীপাদ রূপগোস্বামী শ্রীচৈতন্যকে ভক্তিরসিকশব্দে অভিহিত করিয়াছেন।

গোপীগণের ভাবের অনুগত ভজন শ্রীভাগবতে শ্রুতিগণের বাক্যে উল্লেখ আছে। কিন্তু গোপীবিশেষের অনুগত ভজন বা যাহা রাগানুগা ভক্তি নামে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে অভিহিত হইয়াছে তাহা কলিযুগপাবনাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবেরই বিশ্বে অভিনব অবদান। সেইজন্য বিদগ্ধমাধব নাটকে শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী এই ভক্তিকে অনর্পিতচরীরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রুতিতে এইরূপ ভক্তি থাকিলেও উহা বিরলপ্রচার ছিল। শ্রীপাদ রঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীচৈতন্যাষ্টকে এইরূপ বলেন,—

অনাবেদ্যাং পূর্ব্বৈরপি মুনিগণৈর্ভক্তিনিপুণৈঃ
শ্রুতের্গূঢ়াং প্রেমোজ্জ্বলরসফলাং ভক্তিলতিকাম্।
কৃপালুস্তাং গৌড়ে প্রভুরতিকৃপাভিঃ প্রকটয়ন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নশরণীং যাস্যতি পুনঃ॥ —(৪)

অর্থাৎ যে ভক্তি পূর্ব্বে পরমভক্ত মুনিগণও সম্যক্ প্রকারে অবগত হইতে সমর্থ হন নাই, যাহা বেদে অমূল্য রত্নের মত গোপনে সংরক্ষিত আছে ও প্রেমময় শৃঙ্গাররসই যে ভক্তিলতিকার ফল, সেই ভক্তি গৌড়দেশে প্রচার করিয়া যে মহাপ্রভু কৃপার পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই শচীনন্দন পুনর্ব্বার কি আমাকে দর্শন দিবেন? এই মর্ম্মেই শ্রীপাদ কবিরাজ গোস্বামী বলেন,—

আপনি করি আস্বাদন শিখাইল ভক্তগণ
প্রেম চিন্তামণির প্রভু ধনী।

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

নাহি জানে স্থানাস্থান যারে তারে কৈল দান
মহাপ্রভু দাতাশিরোমণি। (মধ্য, ২পঃ)

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে আছে,

পাত্রাপাত্রবিচারণাং ন কুরুতে ন স্বং পরং বীক্ষতে
দেয়াদেয়বিমর্শকো নহি নবা কালপ্রতীক্ষঃ প্রভুঃ।
সদ্যো যঃ শ্রবণেক্ষণপ্রণমনধ্যানাদিনা দুর্লভং
দত্তে ভক্তিরসং স এব ভগবান্ গৌরঃ পরং মে গতিঃ। ৭৭

যে প্রভু পাত্রাপাত্রবিচার, আত্মপরজ্ঞান, দেয়াদেয়বিচার এবং কালাকাল অপেক্ষা না করিয়া শাস্ত্রশ্রবণ, ভগবদ্দর্শন, প্রণাম ও ধ্যানাদি-দ্বারাও দুর্লভ প্রেমভক্তিরস সেইক্ষণেই প্রদান করেন, সেই ভগবান গৌর আমার একমাত্র গতি।

শ্রীপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যাষ্টকে (১) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে ব্রহ্মাদির পূজনীয় বলিয়াছেন—'সদোপাস্যঃ' ইত্যাদি।

অতএব দেখা গেল যে, ভক্তিরস যাহা আজকাল জগতে সাধারণ লোক আলোচনা ও আস্বাদন করিবার সুযোগ এবং সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, তাহা বিশেষভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুরই কৃপাতিশয্যের ফল।

অনুদিনমিদমায়ুঃ সর্ব্বদাঽসৎপ্রসঙ্গৈ-
র্বহুবিধপরিতাপৈঃ ক্ষীয়তে ব্যর্থমেব।
হরিচরিতসুধাভিঃ সিচ্যমানং তদেতৎ
ক্ষণমপি সফলং স্যাদিত্যয়ং মে শ্রমোঽত্র॥

(শ্রীমধুসূদন সরস্বতী)

শ্রীকৃষ্ণার্পিতমস্তু

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi

CC0. In Public Domain, Digitizagtion by eGangotri

Dr. Urmila Sharma Collection, Varanasi